ইংরেজের জয়

বা

"আরকট-অবরোধ" ও "পলাশী"।

"বিদ্যাসাগর" ও "শকুন্তলা-রহস্য"-লেখক

শ্রীবিহারিলাল সরকার কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।

কলিকাতা,

১০ নং রামচাঁদ নন্দীর গলি হইতে

শ্রীহরিদাস সেন কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা,

২৬নং যুগলকিশোর দাসের লেন, "কালিকা যন্ত্রে"

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৩ সাল।

মূল্য ।।৶০ দশ আনা মাত্র।

সংকল্প।—৩১

"আরকট-অবরোধ" ও "পলাশী" ভারত-ইতিহাসের দুইটি পরিচ্ছেদ। এই দুইটী পরিচ্ছেদ লইয়া "ইংরেজের জয়"। সত্য সত্যই দুইটীতেই ইংরেজের জয়;—দুইটীতেই ইংরেজের সৌভাগ্য-সূচনা। একে সৌভাগ্যের বীজ বপিত,—অপরে অঙ্কুরিত। তবে জয়ের পথ ও প্রণালী স্বতন্ত্র। একে জয়,—বল-বীর্য্যে;—অপরে জয় ছল-চাতুর্য্যে। এই হেতু "ইংরেজের জয়" ইংরেজ-চরিত্র-নির্ণয়ের একটা প্রকট দিক্-যন্ত্র।

"আরকট-অবরোধে"র বিবৃত বিবরণ বাঙ্গালা ইতিহাসে নাই; পলাশীর আছে বটে; কিন্তু "পলাশী"র প্রসঙ্গাধীন অনেক গূঢ় তত্ত্বের প্রকৃত রহস্য-উদ্ভেদ হয় নাই। অন্ধ-কূপ-হত্যার নৃশংস কাণ্ডের অভিনয় হয় নাই; পরন্তু নবাব সিরাজুদ্দৌলার নারকীয় নরপিশাচ নহেন। এ সিদ্ধান্ত আমার কল্পনাসম্ভূত নহে,—জল্পনা-বিজৃম্ভিতও নহে;—সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক প্রমাণসিদ্ধ। "ইংরেজের জয়ে" সেই প্রমাণই প্রকটিত হইল।

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের অনুরোধে তিন বৎসর পূর্ব্বে "জন্মভূমিতে" "আরকট-অবরোধ" ও "পলাশী" সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। "বঙ্গবাসী"র গুরুভারনিবন্ধন সময়াভাবে অনেক কথা বলিতে পারি নাই। প্রবন্ধে যে অভাব ছিল, আমার বুদ্ধি-বিবেচনা অনুসারে যতদূর সম্ভব পুস্তকে সে অভাব পূরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সত্যাপলাপের কলঙ্ক ঘুচাইবার সংকল্প প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। পুস্তক-প্রকাশের সংকল্পও অন্যরূপ নহে। নবাব সিরাজুদ্দৌলা, ইংরেজের নৌ-সেনাপতি আডমিরাল ওয়াটসন সাহেবকে এবং আডমিরাল ওয়াটসন সাহেব, নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে যে সকল চিঠিপত্র লিখিয়াছিলেন, জন্মভূমির প্রবন্ধে স্থানে স্থানে তাহার আভাস ছিল মাত্র। পুস্তকে সেই সকল

চিঠিপত্র আমূল প্রকাশিত হইয়াছে। নবাব সিরাজুদ্দৌলার চরিত্র-প্রমাণের জন্যে এই সব চিঠিপত্র-প্রকটনের পূর্ণ প্রয়োজন। এই সব চিঠি-পত্র বোধ হয়, ইংরেজী সাহিত্যবিদ্‌দিগের অনুপাদেয় হইবে না। চিঠি-পত্রের বাঙ্গালা অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে।

"আরকট-অবরোধ" ও "পলাশী" প্রবন্ধের জন্যে অনেক প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসের সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। যে সকল পুস্তকের সাহায্য লইতে হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশের নাম পুস্তকের মধ্যে উল্লিখিত আছে। এই সব ইতিহাস-সংগ্রহ সমন্ধে আমি অনেক সহৃদয় মহাত্মার সাহায্য পাইয়াছি। তাঁহাদের নিকট চিরকৃত ঃ রহিলাম। ৺ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় যদি প্রাচীনতম মুসলমান ও ইংরেজ-ইতিবেত্তাদিগের লিখিত ইতিহাস দিয়া সাহায্য না করিতেন, তাহা হইলে হৃদয়ের আশা হৃদয়ে উত্থিত হইয়া, হৃদয়ে বিলীন হইত। ১৩০৩ সালে "ভারতীর" "সিরাজুদ্দৌলা" শীর্ষক প্রবন্ধলেখক রাজসাহীর উকীল মাননীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল মহাশয়ের নিকট একটী বিশিষ্ট প্রমাণসংগ্রহের জন্য ঋণী রহিলাম। হলওয়েল সাহেব মিরজাফরের নামে বৃথা কলঙ্ক রটাইয়াছিলেন। এ কথার প্রমাণ অক্ষয় বাবু সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহা "অন্ধ-কূপ"-অলীকত্বের একটা পোষক প্রমাণ।

ইতিহাসের কোন অভিনব তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিবার চেষ্টা করা অকৃতী অধমের অসমসাহস বটে; কিন্তু জানিয়া শুনিয়া সত্য চাপিয়া রাখায়ও ত প্রত্যবায় আছে। সেই প্রত্যবায়-ভীতি "ইংরেজের জয়" প্রকাশ করিবার অন্যতম হেতু। এখন অনুগ্রাহক পাঠক নিজগুণে-দোষ-ত্রুটি মার্জ্জন করিয়া "ইংরাজের জয়" পাঠ করিলে কৃতার্থ হইব। ইতি তারিখ, ১৩০৩ সাল, ৪ঠা চৈত্র।

কলিকাতা, ১০নং রামচাঁদ নন্দীর গলী, দর্জিপাড়া। } শ্রীবিহারিলাল সরকার।

ইংরেজের জয়।

আরকট-অবরোধ

মুখব

“আরকট-অবরোধে”র মতন আক্রমণ বা অবরোধের ঘটনা সামরিক ইতিহাসে বিরল। * “আরকট-অবরোধে” লর্ড ক্লাইব, যে দুর্জ্জয় দুঃসাহসিকতা এবং বিপুল বীর্য্যবত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন, অধুনা তাহার তুলনা বা উপমা নাই বলিলেও, বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না।

এই “আরকট-অবরোধে”র অভিনয়ান্তে কাপ্তেন ক্লাইব প্রতিষ্ঠাশালী সৈনিকপুরুষদের

* “Military history records few events more remarkable than this memorable siege.” Thornton's History of the British Empire in India.

সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে ক্লাইব পলাশী-প্রান্তরে বাঙ্গালার প্রবল প্রতাপান্বিত দুর্দ্ধর্ষ নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার গর্ব্বোন্নত মস্তক অবনমিত করিয়া, ভারতের ব্রিটিশ রাজের সিংহ-পতাকা প্রোথিত করেন; যে ক্লাইব বীরত্বের পরিণাম-পুরস্কারস্বরূপ কনক-মাণিক্যবিনিন্দী 'লর্ড'-উপাধিভূষায় বিভূষিত হইয়াছিলেন; যে ক্লাইবের নামোচ্চারণে বঙ্গের নবাব মীরজাফর, এক দিন কোম্পানীর কোন সিপাহীর সহিত কলহকারী এক জন উচ্চশ্রেণীস্থ দেশীয় রাজাকে বলিয়াছিলেন, আপনি এখনও জানেন না, "ক্লাইব কি; এবং কোন্ মহত্তম পদে তাঁহাকে ভগবান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন!" যে ক্লাইবকে মীরজাফর একমাত্র হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতা মনে করিয়া তাঁহার নামমাত্রে থরহরি কম্পান্বিত হইতেন; এক সময়ে যে ক্লাইবের পদ-প্রান্তে কি ইউরোপীয়, কি দেশীয়, সকলেই অনবত মস্তকে বিলুণ্ঠিত হইত; যে ক্লাইবের কীর্ত্তি-কথা, ইংরেজের ইতিহাসে এবং বাঙ্গালীর কাব্যে জ্বলদক্ষরে সুবর্ণ-রাগে উদ্ভাসিত; সেই ক্লাইব "আরকট-অবরোধে"র

বৎসর-কতক পূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর একটী সামান্য কেরাণীমাত্র হইয়া আসিয়াছিলেন।* বিলাতে ক্লাইবের দুর্দ্দমনীয় দৌরাত্ম্যে বিরক্ত হইয়া তাঁহার আত্মীয় পরিজন তাঁহাকে ভারতে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, হয় তাঁহার চরিত্র পরিশোধিত হইবে; না হয় তাঁহাকে ভারতীয় জ্বরে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইবে। সেই দীন-হীন কেরাণী ক্লাইব নিজ স্বভাবসিদ্ধ রাজসিক তেজস্বিতায় কিঞ্চিৎ সৈনিক বৃত্তির পরিচয় দিবার অবসর পাইয়া "আরকট-অবরোধে"র পূর্ব্বে সামান্য কাপ্তেন উপাধিমাত্র পাইয়াছিলেন।

এই কাপ্তেন ক্লাইব একাদিক্রমে পঞ্চাশ দিন "আরকট-অবরোধে" ব্যাপৃত থাকিয়া, অমোঘ ীর্য্যপ্রভাবে, অসীম অসমসাহসিকতাগুণে এবং অতুলনীয় স্বদেশহিতৈষণার বৈদ্যুতিকস্পর্শে, মুষ্টি-ময় সৈন্য ও সহচর সহায়ে, প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হু-বলসম্পন্ন ফরাসিপুষ্ট আরকটের নবাবকে রাভূত করিয়া, আপনার ভবিষ্য সর্ব্বোন্নতির

* লর্ড ক্লাইব ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসিয়াছিলেন।

এবং স্বজাতির সমুচ্চ শ্রীবৃদ্ধির পথ পরিষ্কৃত করিয়াছিলেন।

আরকটে ক্লাইবের কীর্ত্তি বিকসিত না হইলে, কলিকাতার ইংরেজবিজয়ী নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার সহিত যুদ্ধ করিয়া বৈরনির্য্যাতন করিবার ভার ক্লাইবের হস্তে সমর্পণ করিতে কাহার সাহস হইত? ক্লাইবের উপর সে ভার বিন্যস্ত না হইলে বা কে বলিতে পারে, পলাশীর পরিণতি অন্যরূপ হইত কি না? বিধির ইচ্ছায় আমাদের মঙ্গলার্থ ইংরেজ ভারতের রাজা। সেই ইংরেজ রাজের রাজত্ব-প্রতিষ্ঠা পলাশী-প্রান্তরে। অতি সূক্ষ্মহিসাবে এবং ঘটনাপরম্পরার সূক্ষ্ম তাৎপর্য্যার্থে বলিতে হইবে, তাহার মূলাধার ক্লাইবের সেই স্বেদার্জ্জিত ও স্বোপার্জ্জিত "আরকট-অবরোধে"র পূর্ণ প্রতিষ্ঠা।

পলাশী-প্রান্তরের সে নিভৃত আম্র-কাননে নবাব-সৈন্যের সহিত ক্লাইবের যে সংঘর্ষণ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা "যুদ্ধ" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শক্তিশালী প্রাচীন ইংরেজি ইতিহাস-লেখক অর্মি হইতে আমাদের মলিন মাতৃভূমির কৃতী কবি নবীনচন্দ্র পর্য্যন্ত ইহাকে "যুদ্ধ" বলিয়া

পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু সে পরিচয়ে কি আসে যায়? সে সংঘর্ষণ-সূত্রের আনুষঙ্গিক ও প্রাসঙ্গিক ঐতিহাসিক সত্য তত্ত্ব বা প্রকৃত ঘটনা কবিকল্পনার সৌন্দর্য্যস্থষ্টির সমাবেশেও আবরিত হয় নাই। সহস্র সূর্য্য-সম জ্যোতিষ্মান সত্য আপন তেজে ফুটিয়া উঠে। ক্লাইব যেরূপে, যে ভাবে, গুপ্ত ষড়যন্ত্রে মিশিয়াছিলেন; যে ভাবে যেরূপে উমি-চাঁদকে প্রতারণা করিয়াছিলেন; এবং যে ভাবে যেরূপে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের কপটতার জন্য পলাশী-ক্ষেত্রে রণজয়ী বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, তাহা একে একে বিশদরূপে ইতিহাসে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ক্লাইবের জীবনচরিতলেখক মেজর জেনারেল স্যর জন মালকম্ সে ঘটনা লুকাইতে পারেন নাই; তবে সময়োচিত বলিয়া, সে সব কার্য্যের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন; এমন কি স্পষ্টা-ক্ষরে বলিয়াছেন,—"উমিচাঁদকে প্রতারণা করা আবশ্যক হইয়াছিল; নহিলে কার্য্যসিদ্ধি নিশ্চিতই দুষ্কর হইত।" অর্মি, থরনটন্ প্রভৃতি ইতিহাস-লেখকগণও সে সব ঘটনা চাপিয়া রাখেন নাই; অথচ তদনুমোদনেও পশ্চাৎপদ হন নাই।

আংলো-ইণ্ডিয়ান লেখক মেকলে কিন্তু স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন,—"উমিচাঁদকে প্রবঞ্চনা করা অনাবশ্যক ও অনুচিত। আমরা ইহার অনুমোদন করি না।"

আমরা বলিতে পারি, ক্লাইব যেরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ন্যায় ইহকালসর্ব্বস্ব পরকালে অবিশ্বাসী ইংরেজের পক্ষে অন্য কোন উপায় অবলম্বন করা একান্ত অসম্ভাবিত। বৈরনির্য্যাতন বল, আর স্বজাতির সম্যক অভ্যুত্থানই বল, ক্লাইবের তাহাই চরম কামনা; সুতরাং এই পার্থিব গণ্ডীর মধ্যে তাঁহাকে যেরূপেই হউক, তাহা সাধন করিতে হইয়াছিল। পার্থিব চরমোন্নতি যাঁহাদের চরম কামনা, তাঁহাদের স্বকার্য্যসাধনে, সকল সময়ে সরল বা সৎপথাবলম্বন সম্ভবপর হয় না। যাঁহাদের বিশ্বাস, জীবনের পূর্ণচ্ছেদ ইহ-জনমে, তাঁহারা যে প্রকারেই হউক, স্বদেশের বা স্বকীয়ের স্বার্থ সাধন করা অবশ্যকর্ত্তব্য মনে করেন।

পলাশী-প্রান্তরে ক্লাইব পুরাকালে যে নীতির পরিচয় দিয়াছিলেন, অধুনা এই মুহূর্ত্তে পরকাল-

বিশ্বাসহীন বৈদেশিক জাতিসমূহের কার্য্যকলাপে তাহারই পরিচয় পদে পদে। ইংরেজ জাতির চরিত্রে আজ যাহা গৌরবান্বিত ও মহিমাপ্লুত বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে, ক্লাইবে তাহার পূর্ণ পরিচয়। ইংরেজ যখন যে অবস্থায় পতিত হন, তখন সেই অবস্থানুসারে আপন কার্য্যোদ্ধারের সহজসাধ্য উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। এরূপ অবস্থাভিজ্ঞতা ঐহিক বাহ্যদৃষ্টিশক্তির প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। এ দৃষ্টিশক্তি ইংরেজের অতীব প্রখরা। তাই ইংরেজের ঐহিক জগতে এতাদৃশী সমৃদ্ধি, সৌভাগ্য ও অভ্যুন্নতি। সমস্ত ইংরেজ জাতির আজ যে অবস্থাভিজ্ঞতার এত প্রতিষ্ঠা, সেই অবস্থাভিজ্ঞতার পরিচয় যেমন পলাশী-প্রান্তরে; তেমনই "আরকট-অবরোধে"। পলাশীর অবস্থায় পড়িয়া ক্লাইবকে দুর্নীতি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল; আরকটের অবরোধে কিন্তু তাহার বিপরীত নীতিরই প্রাধান্য। পলাশী-প্রান্তরে কামান গর্জ্জিয়াছিল; গোলাগুলি ছুটিয়াছিল; বরশা বন্দুক তরবারি চলিয়াছিল; মানুষ মরিয়াছিল; শোণিতের স্রোত বহিয়াছিল; কিন্তু

তাহা যুদ্ধ নহে। প্রকৃত যুদ্ধ হইয়াছিল,—
"আরকটে।" পলাশীতে পূর্ণ প্রতারণা ও প্রব-
ঞ্চনা, চতুরতা ও চটুলতার প্রমাণ; আরকটে
তাহার সম্পূর্ণ অসদ্ভাব। পলাশীর ব্যাপার বাঙ্গলা
ইতিহাসে ও কাব্যে বিবৃত হইয়াছে; এবং সবি-
স্তারে স্থানাধিকার করিয়াছে। "আরকট-অব-
রোধে"র কথা বিশদ ও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়
নাই। ইহাতে ক্লাইবের প্রকৃত অবসরাভিজ্ঞতা
বুঝিয়া লওয়া যায়। সেই জন্য যথাসাধ্য সুবিস্তৃত
ভাবে "আরকট-অবরোধ" তত্ত্ব প্রকটিত হইল।

স্থান-নির্দ্দেশ।

"আরকট-অবরোধ"-সংক্রান্ত সমর বা সংঘর্ষণ
বর্ণনা করিবার পূর্ব্বেই পাঠকবর্গকে আরকটের
অবস্থিতিতত্ত্ব এবং "আরকট-অবরোধে"র কারণা-
ভাসটুকু বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। আরকট কর্ণাট
রাজ্যের রাজধানী। আরকটের নামে ভারতের
সমগ্র কর্ণাটরাজ্য আরকট বলিয়া অভিহিত হইত।
কর্ণাট দেশ নিম্নলিখিত রূপে সীমাবদ্ধ।

বঙ্গোপসাগরের করমণ্ডল লে কৃষ্ণানদী হইতে কাবেরীর উত্তরশাখা পর্য্যন্ত যে ভূভাগ বিস্তৃত, তাহারই নাম কর্ণাট। সমুদ্র হইতে পশ্চিম দিকে বিস্তৃত হইয়া ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। সমুদ্র এবং ঘাট-পর্ব্বতের প্রথম শ্রেণীর মধ্যে যে সমতল ভূভাগ, তাহা প্রথম বিভাগ। ইহাকে বলে ঘাটের নিম্নস্থ কর্ণাট। পর্ব্বতের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে যে উচ্চ ভূভাগ বিস্তৃত, তাহা দ্বিতীয় বিভাগ। ইহা ঘাটের উপরিস্থ কর্ণাট। উভয় ভূভাগই চির-শ্যামল উর্ব্বর ক্ষেত্রে পরিশোভিত। তবে উপরিস্থিত কর্ণাট অপেক্ষাকৃত অল্প উর্ব্বরতা-সম্পন্ন।

সীমার পরিচয় আর একটু পরিষ্কার করিয়া দেওয়া ভাল। উত্তরে গোদাবরী নদী; পশ্চিমে বৃহৎ ঘাট-পর্ব্বতশ্রেণী; দক্ষিণে ত্রিচিহ্নপল্লী, তাঞ্জোর এবং মহীশূর রাজ্যের সীমান্ত; এবং পূর্ব্ব দিকে সমুদ্র।

"আরকট-অবরোধে"র কথা বলিতে বলিতে অনেক স্থানের নাম করিতে হইবে; সেই গুলির

অবস্থিতিনির্ণয়ের সুবিধার্থ নিম্নে কর্ণাট রাজ্যের আংশিক মানচিত্র প্রকাশ করিলাম,—

কর্ণাটের মানচিত্র।

অবরোধের কারণ।

১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা নিজাম-উল্-মুল্কের মৃত্যু হয়। * ইনি পাঁচ পুত্র রাখিয়া যান। জ্যেষ্ঠপুত্র গাজি-উদ্দীন দিল্লীর দর-

* বিখ্যাত ইতিহাসলেখক অর্মি বলেন, ১০৪ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হয়।

বারে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র না[illegible] জঙ্গ সবলে পিতৃ-সিংহাসন অধিকার করিয়া ছিলেন। * তাঁহার ভাগিনেয় মুজঃফর জঙ্গ দাক্ষিণাত্যের সিংহাসন-লালসায় তাঁহার ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিলেন। কর্ণাট রাজ্য নিজাম রাজ্যের অধী[illegible] বটে; কিন্তু এ কর্ণাট রাজ্যও নিরুদ্বিগ্ন ছিল না। নিজাম-উল্-মুল্ক জীবিতাবস্থায় আনর-উদ্দীন নামক এক ব্যক্তিকে কর্ণাটের নবাব-পদে অভিষিক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। † আনর-উদ্দীনেরও এক জন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁহার নাম চাঁদ সাহেব।

---

* নাসির জঙ্গকে ইংরেজ সাহায্য করিয়াছিলেন। এই জন্য কি, অন্য কোন কারণে বলিতে পারি না, মেকলে লিখিয়াছেন,—"নাসির জঙ্গই নিজাম-সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী"। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে; নাসির জঙ্গ লম্পট ও দুশ্চরিত্র ছিলেন। এই জন্যই নিজাম-উল্-মুল্ক দৌহিত্র মুজঃফর জঙ্গকে সিংহাসন দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

† এরূপ শাসকনিয়োগ করিবার ক্ষমতা অবশ্য নিজামের পূর্ব্বে ছিল না। নিজাম দিল্লীশ্বরের অধীন ছিলেন। কর্ণাট নিজামের অধীন বটে; কিন্তু তাহার শাসকনিয়োগ করিবার ভার দিল্লীশ্বর তখনও ত্যাগ করেন নাই। আরেঙ্গিবের মৃত্যুর পর দিল্লীসাম্রাজ্যের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। ইহার পর শাসনশক্তি একবারে শিথিল হইয়াছিল। এই অবসরে নিজাম-উল্-মুল্ক স্বয়ং স্বাধীন হইয়া পড়েন। তিনি কর্ণাটের শাসকনিয়োগের ভার নিজ হস্তে লইয়াছিলেন।

দ সাহেব, আনর-উদ্দীনের পূর্ব্বগত নবাব দোস্ত আলির জামাতা। শ্বশুরের জীবিতাবস্থায় চাঁদ সাহেব কর্ণাট রাজ্যে লোভাত্মক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ক্রমে দোস্ত-আলি, তদীয় পুত্র সদর-আলি এবং তৎপুত্র মহম্মদ খাঁ যুদ্ধে বা গুপ্তাঘাতে পর্য্যায়ক্রমে হত হইলে, নিজাম-উল্-মুল্ক কর্ত্তৃক আনর-উদ্দীন নবাবপদে নিয়োজিত হন। চাঁদ সাহেবের লালসার নিবৃত্তি হয় নাই। মধ্যে বহু দিন তিনি মহারাষ্ট্রীয়দের হস্তে বন্দী ছিলেন। নিজাম-উল্-মুল্কের মৃত্যুর পর তদীয় দৌহিত্র মুজঃফর জঙ্গ তাৎকালিক পণ্ডিচারীর গবর্ণর চতুরবুদ্ধি এবং ধনশালী ব্যবসায়ী ডুপ্লের* সাহায্য প্রার্থনা করেন।

* জোসেফ্ ডুপ্লে ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে ল্যাণ্ড্রিসি সহরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি ১৭২০ খৃষ্টাব্দে ভারতের পণ্ডিচারী সহরে আসিয়াছিলেন। তখন পণ্ডিচারীর ফরাসী বণিকের নাম ছিল, "কোম্পানী অব্ দি ইণ্ডিয়া।" ডুপ্লে এই কোম্পানীতে চাকুরী পাইয়াছিলেন। ইনি নিজ অধ্যবসায়ে বহু সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া এবং ক্রমে পণ্ডিচারীর গবর্ণর হইয়া ভারতের এক জন শক্তিশালী পুরুষ হইয়াছিলেন। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রেল ইনি পণ্ডিচারী-কৌন্সিলের অন্যতম সভ্য মুসে ভিনসেনসের বিধবা-পত্নীর পাণিগ্রহণ করেন। এ রমণীর অত্যন্ত প্রখরা বুদ্ধি ছিল।

ডুপ্লে বহুতর অর্থ দিয়া মহারাষ্ট্রীয় হস্ত হইতে চাঁদ সাহেবকে উদ্ধার করেন। ইতিপূর্ব্বে করমণ্ডল উপকূলে ইংরেজকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ফরাসীরা অতীব যশস্বী হইয়াছিলেন। ফরাসীর সাহায্যে মুজঃফর জঙ্গ এবং চাঁদ সাহেব কর্ণাট রাজ্য আক্রমণ করেন।

উচ্চাভিলাষী উচ্চমনা ফরাসী গবর্ণর ডুপ্লের সম্মুখে দুরন্ত প্রলোভন উপস্থিত। কর্ণাটের নবাবকে ও দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাঁহাদের নামে প্রকৃত পক্ষে সমগ্র দক্ষিণ ভারতের শাসনকার্য্য পরিচালনা করা কি কম একটা প্রলোভনের পদার্থ? এইরূপ উচ্চাভিলাষে উত্তেজিত এবং উৎসাহিত হইয়াই ডুপ্লে মুজঃফর জঙ্গ এবং চাঁদ সাহেবকে সাহায্য করিবার জন্য ইউরোপীয় প্রথায় সুশিক্ষিত চারি শত ফরাসী সেনা এবং দুই সহস্র সিপাহী প্রেরণ করেন। একটা যুদ্ধ হইয়া গেল। ফরাসীরা জয়লাভে মহোল্লাসিত হইয়া উঠিল। আনর-উদ্দীন * রণে পরাজিত ও

* প্রায় সকল ইংরেজ ইতিহাস-লেখক লিখিয়াছেন,—যাহাতে ফরাসী ইংরেজের বিরুদ্ধে সহসা উত্তেজিত হইতে না পারেন, আনর-উদ্দীন তাহারই চেষ্টা করিতেন।

হত হন। তদীয় পুত্র মহম্মদ আলি যৎসামান্য ধনসম্পত্তি লইয়া ত্রিচিহ্নপল্লীতে পলায়ন করেন। বিজেতৃমণ্ডলী প্রায় সমগ্র কর্ণাট প্রদেশের অধিস্বামী হইলেন।

পাঠক! যেন স্মরণ থাকে, পণ্ডিচারীর গবর্ণর ডুপ্লের শাসন-অভ্যুত্থানের এই প্রারম্ভমাত্র। কয়েক মাস আত্মসুবিধাজনক যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র ও সন্ধিকাণ্ডে লিপ্ত বা ব্যাপৃত হইয়া সর্ব্বত্রই তিনি আপন শক্তি ও সম্মান সম্বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। নাজির জঙ্গ আত্ম অনুচরবর্গের হস্তে নিহত হন। * ইতিপূর্ব্বে মুজঃফর জঙ্গ মাতুল নাজির জঙ্গের কৌশলে বন্দীকৃত হইয়াছিলেন। এখন নাজির জঙ্গের পতনে তাঁহার উদ্ধার হইল। তিনি দাক্ষিণাত্যের নবাব হইলেন। আনন্দের আর সীমা নাই। উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে দিগ্‌দিগন্তর পরিপ্লাবিত হইয়া উঠিল। ডুপ্লের সৌভাগ্য-শ্রী ও ঐশ্বর্য্য-

* অর্মি বলেন, ফরাসিপুষ্ট চাঁদসাহেব ও মুজঃফর জঙ্গ প্রবল বিক্রমে নাজির জঙ্গের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেও তিনি প্রথমত ভ্রূক্ষেপ করেন নাই; আমোদ-আহ্লাদে এবং ইন্দ্রিয়সুখ-বিলাসে নিমগ্ন ছিলেন; কিন্তু যখন শুনিলেন, শত্রুপক্ষ সন্নিকটবর্ত্তী, তখন তিনি এক জন অনুগত সাহায্যকারী রাজাকে ভৎর্সনা করেন; বন্দুকের গুলিতে কিন্তু তাঁহারই হস্তে হত হন।

সম্পত্তি সহস্রগুণে এবং সহস্র প্রকারে বৃদ্ধি পাইল। ফরাসীর বিজয় এবং ফরাসীর নীতি ও অভিপ্রায় পূর্ণ হইল।

অপরাহ্ণে নাজির জঙ্গের পতন-বার্ত্তা বিঘোষিত হয়। চাঁদ সাহেব প্রথমে এই সংবাদ প্রাপ্ত হন। তিনি বিনা রাজোচিত আড়ম্বরে বা সমারোহে একাকী স্বগৃহ পরিত্যাগ করিয়া ডুপ্লের প্রাসাদভবনে প্রবেশ করেন। দুই জন ভগ্ন-তরীর আরোহী, বহুদিনের পর সাক্ষাতে, যেরূপ আনন্দে বিগলিত হয়, ডুপ্লে ও চাঁদ সাহেব সেইরূপ আনন্দ-বিহ্বল-চিত্তে পরস্পর প্রগাঢ় প্রেমালিঙ্গন করিলেন। সঘন গভীর কামানগর্জ্জনে সমস্ত সহরে এ শুভ সংবাদ উদ্ঘোষিত হইতে লাগিল। সায়ংকালে দরবার বসিল। রাজ্যের প্রধান প্রধান সমৃদ্ধিশালী প্রজাবৃন্দ সাক্ষাৎ করিতে আসিল। হস্তি-পৃষ্ঠে এক শ্বেত পতাকা উড্ডীন করিয়া মুজঃফর জঙ্গের সম্মানার্থ একটা বহুমূল্য শিরপা প্রেরিত হইল।

যত কিছু আনন্দ-উৎসব সবই হইল পণ্ডিচারীতে। খ্রীষ্টান ফরাসীর গীর্জ্জা-মন্দিরে তালে

তালে ঘণ্টানিনাদে ফরাসীর বিজয়সঙ্গীত গীত হইল। নবীন নিজাম মুজঃফর জঙ্গ স্বয়ং পণ্ডি-চারীতে আসিয়া ডুপ্লে ও চাঁদ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ডুপ্লে উচ্চপদস্থ মুসলমান কর্ম্ম-চারীর বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, নিজামের সঙ্গে এক পাল্কীতে আরোহরণ করিয়া, নগরে প্রবেশ করেন। * কৃষ্ণা নদী হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ফ্রান্সের সমতুল্য বিস্তৃত ভারত-ভূভাগের অধীশ্বর বলিয়া বিদেশী ফরাসী ডুপ্লের নাম-সম্মান কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। এমন কি চাঁদ সাহেবের উপরও তাঁহার সর্ব্বোচ্চ শক্তি সমাহিত হইল। তিনি সাত হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের অধিপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। চারিদিকে রাষ্ট্র হইল, পণ্ডিচারী ভিন্ন কর্ণাটের অন্য কুত্রাপি মুদ্রাশালা থাকিতে পাইবে না। দাক্ষিণাত্যের ধন-ভাণ্ডারের অধিকাংশ ধনসম্পত্তি ফরাসী গবর্ণরের অর্থভাণ্ডারে আসিয়া পড়িল। এইরূপ প্রবাদ আছে, ডুপ্লে

---

* অর্ম্মি লিখিয়াছেন,—যে সকল পাঠানসর্দ্দার তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা অবসর বুঝিয়া, আপনাদের পারিশ্রমিকের জন্য ভয়ানক পীড়াপীড়ি করেন। এ সম্বন্ধে গোপনে পরামর্শ করিবার জন্য তিনি ডুপ্লের সঙ্গে এক পাল্কীতে গিয়াছিলেন।

নগদ বিশ লক্ষ টাকা এবং বহু মূল্যবান জহরৎ-অলঙ্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রকৃত কথা এই, ডুপ্লের লাভ বা প্রাপ্তি এ ক্ষেত্রে অপরিমেয়। এই সময় তিনি আমূল শক্তি-সঞ্চালনে তিন কোটি লোকের শাসন-দণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। * তাঁহার ইচ্ছা না হইলে কেহ সম্মান বা এনাম প্রাপ্ত হইতেন না। তাঁহার স্বাক্ষর না থাকিলে, নিজাম কাহারও আবেদন-পত্র গ্রাহ্য করিতেন না। সত্য সত্যই ডুপ্লে এমনই শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। কোথাকার সেই ক্ষুদ্র পণ্ডিচারীর ক্ষুদ্র-শক্তি গবর্ণর, তিন কোটি ভারতবাসীর দণ্ড-মণ্ডের বিধাতা এবং অতুল শক্তিসম্পন্ন রাজ্যেশ্বর!

---

* অর্মি লিখিয়াছেন,—"ফরাসী ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী ঐ সময় পণ্ডিচারীর নিকট বাৎসরিক ৯৬ সহস্র টাকা ব্যয়সম্পন্ন ও তাঞ্জোর রাজ্যে কারিকলের নিকট এক লক্ষ ছয় সহস্র টাকার আয়সম্পন্ন ভূখণ্ড এবং এক লক্ষ এক হাজার টাকার আয়সম্পন্ন মসলিপত্তন ও তদধীন ভূভাগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কোন কোন ইতিহাস লেখক বলেন,—নাজির-উদ্দিনের ধনভাণ্ডারে দুই কোটী টাকা এবং পঞ্চাশ লক্ষ টাকার অলঙ্কারাদি পাওয়া গিয়াছিল। ইহার মধ্যে ডুপ্লেকে যাহা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা বাদে, সাহায্যকারী কর্ম্মচারী সৈন্তদিগকে ৫ লক্ষ এবং ফরাসী খাজাঞ্চিখানায় ৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। মালিসন লিখিয়াছেন,—ডুপ্লে যে টাকা পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি সরকারী তহবিলভুক্ত করিয়াছিলেন।

নিজামের সৌভাগ্য-সাহায্যে ডুপ্লের প্রতিপত্তি চরম সীমায় উত্থিত হইল বটে; কিন্তু নবাব-নিজাম মুজঃফর জঙ্গের সম্পদ-সম্মানের ধ্বজপতাকা অচিরে খসিয়া পড়িল। তিনি পাঠান নবাবদিগের অর্থ-কামনা পূরণ করিতে পারেন নাই; তাই তাঁহা-দিগের হস্তে তাঁহাকে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হয়।

মুজঃফর জঙ্গের পতন হইল; কিন্তু ফরাসীর প্রভুশক্তিপ্রভাবে সলবৎজঙ্গ নামে, তাঁহার এক ভ্রাতা, নিজামসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। ডুপ্লে এখন ভারতের সর্ব্বোচ্চ শক্তিশালী পুরুষ-সিংহ। তদীয় দেশবাসীরা সগর্ব্বে বলিয়া বেড়া-ইত যে, দিল্লীর দরবারেও তাঁহার নামমাত্রে ভীতি সঞ্চার হইত। ভারতবাসীরা তাঁহার এতাদৃশ সমৃদ্ধি-সম্মান অবলোকন করিয়া বিস্ময়-বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল।

লোক-সম্মুখে স্বকীয় প্রধান্য প্রচারার্থ তিনি একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া, তাহার চারি-ভিতে প্রতিপত্তি-পরিচায়ক সমুজ্জ্বল খোদিত অক্ষরে চারিটী ভাষায় চারিটী শ্লোক লিখিয়া রাখিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাঁহার বিজয়-

নিশানা মুদ্রাঙ্কণে অঙ্কিত হইয়া এই কীর্ত্তিস্তম্ভের পদদেশে প্রোথিত হইয়াছিল; এবং ইহারই চতুর্দ্দিকে একটী অতি উচ্চচুড় মন্দিরে "ডুপ্লে ফতেয়াবাদের" অর্থাৎ "ডুপ্লের বিজয়-সহর" নাম লিখিত হইয়াছিল। পরে ইংরেজ সৈন্যকৃত এই স্তম্ভ বিধ্বস্ত হয়। * ফরাসী ডুপ্লের এতাদৃশ শক্তি-বৃদ্ধি জন্য ইংরেজের ভয় ও ঈর্ষ্যা হইয়াছিল। ইহাই আরকট অবরোধের মূল কারণ।

উদ্যোগ, যাত্রা ও অবরোধ।

ভারতে ফরাসীর শক্তি ও শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া, ইংরেজ বণিক বাস্তবিকই ভীত, চকিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মনে মনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কামনা বলবতী ছিল বটে; কিন্তু ফরাসির গতিরোধ পক্ষে তাঁহাদের তাদৃশী ভূয়সী শক্তি ছিল না; তবে মধ্যে মধ্যে অতি ক্ষীণ এবং

* Macaulay's Lord Clive, P. 510.

দুর্ব্বল উদ্যমে ফরাসীর দুর্দ্দমনীয় গতিরোধে চেষ্টা করিয়াছিলেন মাত্র। মৃত আনঁর-উদ্দিনের পুত্র মহম্মদ আলি ইংরেজের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। শরণাগতকে আশ্রয় দিবার ব্যপদেশে ইংরেজ, ফরাসিপুষ্ট চাঁদ সাহেব ও মুজঃফর জঙ্গের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু মহম্মদ-আলি অবশেষে ইংরেজ সৈন্যের ব্যয়ভার বহনে সম্মত হন নাই; সেই জন্য ইংরেজ-সৈন্য স্বভবনে পুনরাহূত হয়। মহম্মদ নিরাশ্রয় হইলেন; কিন্তু ইংরেজ তাঁহাকে আরকটের নবাব বলিয়াই স্বীকর করেন। মহম্মদ একমাত্র ত্রিচিহ্নপল্লী অধিকার করিয়াছিলেন; সে ত্রিচিহ্নপল্লীও চাঁদ সাহেব এবং তদীয় সহায় ফরাসী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। তাহাদিগকে দূরীভূত করা অসম্ভব। মাদ্রাজে অল্পসংখ্যক মাত্র সৈন্য ছিল; পরন্তু তাহারা সেনাপতিশূন্য। সুদক্ষ সেনাপতি মেজর লরেন্স বিলাত গমন করিয়াছিলেন। কোন খ্যাতনামা সেনানী উপস্থিত ছিলেন না। ভারতবাসী ইংরেজ জাতিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। তাহারা দেখিয়াছিল, মাদ্রাজে ইংরেজ দুর্গে ফরাসী পতাকা উড্ডীয়মান; তাহারা দেখিয়া-

ছিল, ইংরেজ কুঠীর বহু কর্ত্তৃপক্ষকে বন্দীভাবে পণ্ডিচারীর রাজপথ দিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল; তাহারা দেখিয়াছিল, ডুপ্লে সর্ব্বত্রই যশস্বী ও বিজয়ী; মাদ্রাজের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার গতিতে প্রতিবন্ধকতা করিতে গিয়া, আপনাদের দৌর্ব্বল্য প্রকাশ এবং ডুপ্লের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন। এই মূহূর্ত্তে এক জন অজাতশ্বশ্রু যুবকের অদ্ভুত বীর্য্যবিক্রম এবং প্রতিভা সহসা অদৃষ্টচক্র ফিরাইয়া দিল।

এই সময় ক্লাইব, মাত্র পঞ্চবিংশবর্ষ-বয়স্ক যুবক ছিলেন। কিয়দ্দিন তিনি সামরিক কার্য্যে এবং ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন; কিন্তু তাহাতে তত মনঃসংযোগ ছিল না; পরে উভয় বিষয়ে তিনি আত্মসমর্পণ করেন। কাপ্তেন উপাধি লাভ করিয়া এবং ফৌজের কমিসারিয়েট কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, ক্লাইব আবাল্য-অর্জ্জিত প্রবৃত্তি-পরিচালনে সক্ষম হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান ঘটনায় তাঁহারই সর্ব্বশক্তি সমাহূত হইবার প্রয়োজন হইল। তিনি স্বভাবসিদ্ধ নির্ভয় চিত্তে আপন কর্ত্তৃপক্ষে বলিলেন,—আজ যদি আমরা বিপুল বিক্রমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হ

তাহা হইলে ত্রিচিহ্নপল্লীর অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী; আনর-উদ্দিন খাঁর বংশলোপ হইবে; এবং ফরাসী সমগ্র ভারতের প্রকৃত রাজ্যেশ্বর হইবেন। সকলে উদ্যোগী হউন; আর কালবিলম্বের প্রয়োজন নাই; আসুন সর্ব্বাগ্রেই আরকট আক্রমণ করি; তাহা হইলে, শক্রুপক্ষের দৃষ্টি আরকটে আকৃষ্ট হইবে; তাহারা ত্রিচিহ্নপল্লী পরিত্যাগ করিয়া আরকটের দিকে অগ্রসর হইবে। ডুপ্লের কৃতকার্য্যতা দেখিয়া, ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ এতাদৃশ ভীত হইয়াছিলেন, এবং ফরাসী-ইংরেজের সমর-সঙ্ঘটনে মান্দ্রাজের অধঃপতন নিশ্চিত ভাবিয়া, এত আতঙ্কিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা আর কাল বিলম্ব না করিয়া, মৃত্যুকে তৃণবৎ ভাবিয়া, ক্লাইবের উপরেই আরকট আক্রমণের ভার অর্পণ করেন।

ক্লাইবের আরকট-যাত্রা।

১৭৫১ সালের ২৬শে আগষ্ট, ক্লাইব মান্দ্রাজ হইতে তিন শত সিপাহী এবং দুই শত ইউরোপীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে আরকট অভিমুখে যাত্রা করেন। এই সকল সৈন্য পরিচালনের অভিপ্রায়ে তিনি আট জন "অফিসর" বা উচ্চ-পদস্থ সৈনিক পুরুষকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। এই আট জনের মধ্যে ছয় জন ইতিপূর্ব্বে কোন যুদ্ধকার্য্যে কখনও প্রবৃত্ত হন নাই। চারি জন সত্য সত্যই সম্পূর্ণ রণানভিজ্ঞ। তাঁহারা বাণিজ্য-ব্যবসায়ে ব্যাপৃত ছিলেন। কেবল ক্লাইবের সেই অসীম অসমসাহসিকতা এবং অমানুষিক বীর্য্যবত্তার জ্বলন্ত ও জীবন্ত দৃষ্টান্তে উৎসাহিত ও উত্তেজিত হইয়া স্বদেশ এবং স্বজাতির জন্য তাঁহারা অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন।

পঞ্চবিংশবর্ষীয় ক্লাইব এই আট জন মাত্র অকৃতকর্ম্মা রণ-সহচর এবং অল্পসংখ্যক সৈন্য সঙ্গে ১৭৫১ সালের ২৯শে আগষ্ট কাঞ্চনবরণ সহরে উপস্থিত হন। এই সময় তিনটী মাত্র কামান তাঁহার সহায় ছিল। কাঞ্চনবরণে গিয়া, তিনি সংবাদ পাইলেন, আরকটের দুর্গে এগার শত লোক এবং এক জন গবর্ণর অবস্থিতি করিতেছেন।

তিনি তৎক্ষণাৎ আরও দুইটী কামান আনাইবার জন্য মাদ্রাজে লোক পাঠাইয়া দেন। অতঃপর তাঁহাকে আরকট দুর্গের প্রায় ৫ ক্রোশ পূর্ব্ববর্ত্তী স্থানে সসৈন্য অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল। ক্লাই-বের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। ভগবতী শ্রী তাঁহাকে আপন সুকোমল ক্রোড় দান করিয়াছিলেন। ভাগ্যবান পুরুষ-সিংহের সুবিধা ও সুযোগ কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিয়া পড়ে এবং সৌভাগ্যচক্র কোন্ দুর্নিরীক্ষ্য দুনিবার্য্য গতিতে সঞ্চালিত হয়, কে তাহা বলিতে পারে ?

আরকট-দুর্গাধিকারী কর্ত্তারা গুপ্তচর-মুখে সংবাদ পাইল, ক্লাইব বাত-বৃষ্টি-বজ্রে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অদম্য এবং অনিবার্য্য গতিতে অগ্রসর হইতে-ছেন। তখন তাহারা ইহাকে বিষম দুর্লক্ষণ ভাবিয়া ভয়ব্যাকুলিতচিত্তে তন্মুহূর্ত্তে দুর্গা-শ্রয় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ইহার ঘণ্টা-কতক পরে ইংরেজ সৈন্য নগরে প্রবেশ করে। নগর প্রাচীর বা অন্য কোন প্রকারে সুরক্ষিত ছিল না। ক্লাইব দল-বল-সহ প্রায় এক লক্ষ সম্মানাবনত দর্শকবৃন্দের বিস্ময়-বিস্ফারিত

পলকহীন দৃষ্টির মধ্যে আরকট-দুর্গ অধিকার করিয়া ফেলিলেন।

সৌভাগ্য, সাহস, বীর্য্য ও শৌর্য্য এবং তদুপরি অবস্থা বুঝিয়া তদনুপাতে ব্যবস্থা; একাধারে এত শক্তি ও জ্ঞান, গুণ ও সাধনা, কয় জনে দেখিত পাও? ক্লাইব দুর্গ আক্রমণান্তে বহু পরিমাণে পরিত্যক্ত শীশা, বারুদ এবং আটটী কামান প্রাপ্ত হইলেন। বণিকবৃন্দ সুদৃঢ় সংরক্ষণকল্পে দুর্গমধ্যে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়াছিলেন। যাঁহার যে সম্পত্তি, ক্লাইব তাঁহাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিলেন। ক্লাইবের অলোভবিদ্ধ সদনুষ্ঠানে বহুসংখ্যক সহরবাসী তৎপ্রতি সাতিশয় অনুরক্ত হইয়াছিলেন। দুর্গে তিন চারি সহস্র লোক বাস করিত। তাহারা আবেদন-প্রার্থনায় আপন আপন আবাসবাটীতে থাকিবার অনুমতি পাইয়াছিল। পাঠক! বুঝিলেন ত, ক্লাইবের কি অবসরাভিজ্ঞতা! পরে পরিচয় আরও প্রকৃষ্টরূপে পাইবেন।

দুর্গত হস্তগত হইল। এখন রসদ এবং আত্মত্রাণোপযোগী দ্রব্যাদি সংগ্রহের ভাবনা।

ক্লাইব বুঝিয়াছিলেন, শত্রুমণ্ডলী শীঘ্রই দুর্গ অবরোধ করিবে। দুর্গ অবরোধ ত পরের কথা, যে সব দুর্গাধিকারী শত্রু তাঁহার আগমন-বার্ত্তা পাইয়া দুর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে গিয়াছিল, তাহাদের নগরে পুনরাগমন করিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। ক্লাইব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ৪ঠা সেপ্টেম্বর তিনি স্বয়ং অধিকাংশ সৈন্য এবং চারিটী কামান লইয়া তাহাদের অন্বেষণে যাত্রা করেন। পলাতক দুর্গাধিকারীদের প্রায় ছয় শত অশ্বারোহী এবং পাঁচ শত পদাতিক আরকটের তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে টীমারী নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। তাহাদের সঙ্গে একটী মাত্র কামান ছিল। দুই তিন জন ইউরোপীয় সৈনিক সেই কামান পরিচালনা করিয়া, ইংরেজসেনার প্রতি গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। ইংরেজ পক্ষে একটা উষ্ট্র হত এবং এক জন সিপাহী আহত হইল। কিন্তু যখন তাহারা দেখিল, ইংরেজ সৈন্য প্রায় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, তখন তাহারা যুদ্ধাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া শৈলাশ্রয়ে পলায়ন করিল। ক্লাইব সসৈন্য দুর্গে প্রত্যাগমন করেন।

৬ই সেপ্টেম্বর আবার প্রায় দুই সহস্র শত্রুসৈন্য টীমারীতে একটী কাননের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। এই কাননের চারিদিক খাতে ও বাঁধে বেষ্টিত ছিল। সম্মুখে প্রায় একহস্ত দূরে একটী পুষ্করিণী ছিল। এই পুষ্করিণীর চারি দিকে উচ্চতর বাঁধের বেষ্টন ছিল। পঙ্কোদ্ধার বিহনে পুরাকালের এই পুষ্করিণী শুকাইয়া প্রায় মজিয়া গিয়াছিল। ক্লাইব সসৈন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন; কিন্তু শত্রুপক্ষের গোলার আঘাতে তাঁহার তিনটী ইউরোপীয় সৈন্য আহত হয়। ক্লাইব এই দুর্ঘটনায় বিচলিত না হইয়া অতি তীব্রবেগে শত্রুবিপক্ষে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সে দুর্দ্দমনীয় তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া শত্রুপক্ষ পুষ্করিণীর পার্শ্বে গিয়া আশ্রয় লইল। তাহারা পুষ্করণী পাড়ের উপরে কামান রাখিয়া গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। পাড়ের নিম্নে দেহ অদৃশ্য; উপর হইতে গোলা কিন্তু প্রধাবিত; সুতরাং ইংরেজের গোলা ব্যর্থ হইতেছে; শত্রুর গোলায় ইংরেজ ব্যতিব্যস্ত। তখন ক্লাইব নিকটবর্ত্তী কতকগুলি বাড়ীতে আশ্রয় লইয়া, সৈন্যদিগকে

দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, দুই দিক হইতে শত্রু-দিগের প্রতি গোলা বর্ষণ করিতে আদেশ করি-লেন। অজস্রধারে গোলাবর্ষণ হইতে লাগিল; শত্রুপক্ষ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল।

ক্লাইব দুর্গমধ্যে সসৈন্য প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সুদৃঢ় সংস্কারকার্য্যে এবং অস্ত্র-শস্ত্রাদি বলসঞ্চয়-ব্যাপারে ব্যাপৃত ছিলেন। যে উদ্দেশে আরকট দুর্গ অধিকৃত হইল, সে উদ্দেশ্য এখনও সিদ্ধ হয় নাই; অর্থাৎ প্রবল শত্রু ফরাসিপুষ্ট চাঁদ সাহেব ত্রিচিহ্নুপল্লী পরিত্যাগ করিয়া এখনও আরকটাভিমুখে অগ্রসর হন নাই। তবে দীর্ঘদর্শী ও তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ক্লাইব নিশ্চিতই বুঝিয়াছিলেন যে, চাঁদ সাহেবের আগমন ও আক্রমণ আসন্ন; এবং তাঁহাকেও দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া আত্মরক্ষা করিতে হইবে। এই জন্যই এই সময় দুর্গের সংস্কার, আহার্য্য-সংগ্রহ, বল-সঞ্চয় প্রভৃতি তাঁহার প্রগাঢ় চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়াছিল। অন্য কোন দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিবার তাঁহার আদৌ অবসর ছিল না। প্রায় তিন সহস্র পলায়িত দুর্গাধিকারী এই অবসরে দুর্গের বহু দিক বেষ্টন করিয়া শিবির স্থাপন

করিয়াছিল। গভীর নিশীথে ক্লাইব অকস্মাৎ অতর্কিতভাবে শত্রু-শিবির আক্রমণ করিয়া, সুষুপ্ত শত্রুমণ্ডলীর সংহার সাধন করেন।

কাঞ্চনবরণের মন্দির।

এই সময় মাদ্রাজ হইতে ক্লাইব-প্রার্থিত দুইটী কামান আরকটের পথে কাঞ্চনবরণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। সঙ্গে কয়জনমাত্র সিপাহী ছিল। শত্রুপক্ষ প্রতিবন্ধকতা করিবার উদ্দেশে সৈন্য প্রেরণ করেন। সেই প্রেরিত সৈন্য প্রথমত কাঞ্চনবরণের প্রসিদ্ধ মন্দির অধিকার করিয়া লয়। ক্লাইব সমাগত শত্রুসৈন্যকে তাড়াইয়া

দিবার উদ্দেশ্যে ত্রিশ জন ইউরোপীয় সেনা এবং পঞ্চাশ জন সিপাহীকে পাঠাইয়া দেন। শত্রু-সৈন্য তখনই একটা নিকটবর্ত্তী দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তখন ক্লাইব দুর্গে কয়েকজনমাত্র সৈন্য রাখিয়া অবশিষ্ট শত্রুদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। শত্রুরা এই অবসরে রজনী-যোগে পূর্ণ তেজে দুর্গ আক্রমণ করে; কিন্তু ক্লাইবের বৈদ্যুতিক বক্তৃতায় উত্তেজিত মুষ্টিমেয়-মাত্র সৈন্য কর্ত্তৃক তাহারা পরাভূত হয়।

এইবার সেই বিষম অবরোধ। চাঁদ সাহেব ত্রিচিহ্নপল্লী হইতে চারি সহস্র সৈন্য আরকট অভিমুখে প্রেরণ করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে এই সকল সৈন্য চাঁদপুত্র রাজা সাহেবের সহিত মিলিত হয়। রাজা সাহেব পণ্ডিচারীর ফরাসীদিগের নিকট হইতে এক শত পঞ্চাশ জন ইউরোপীয় সৈন্য পাইয়াছিলেন; এবং স্বয়ং নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই বহুবল-সম্পন্ন বিপুল বাহিনী ২৩শে সেপ্টেম্বর আরকট নগরে প্রবেশ করেন। নবাবপ্রাসাদে রাজা সাহে-বের প্রধান সেনানিবাস প্রতিষ্ঠিত হইল।

ক্লাইব রাজা সাহেবকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিলেন। আক্রমণে তাদৃশ ফললাভের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়াও কেবল শত্রুপক্ষকে আপন বীর্য্যবত্তার একটা আকস্মিক উচ্ছ্বাসে বিচলিত করিবার উদ্দেশে ক্লাইব দুর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক নবাবপ্রাসাদের সম্মুখস্থ পথের মধ্যে উপস্থিত হন। দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাঁধিল। উভয় পক্ষে গভীর গর্জ্জনে মুহুর্মুহু গোলা বর্ষণ হইতে লাগিল। রাজা সাহেবের সৈন্য ইংরেজ সৈন্যের ভীষণ গোলা বর্ষণের বেগ সহিতে না পারিয়া প্রাসাদমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। ক্লাইবের সৈন্য তখন বিপক্ষপরিত্যক্ত কামান ও অন্যান্য অস্ত্রাদি সংগ্রহে অগ্রসর হইল। এই সময় শত্রুসৈন্য নিকটস্থ গৃহের পার্শ্ব হইতে গোলা বর্ষণ করিয়া ইংরেজ পক্ষীয় চৌদ্দ জন লোককে হত ও আহত করিয়াছিল। তখন বুদ্ধিমান ক্লাইব আপন সৈন্যকে আর অগ্রসর হইতে না দিয়া নিকটস্থ একটী বাটীর মধ্যে পূরিয়া ফেলিলেন। তথায় তাঁহার সৈন্য সকল যথাযথরূপে সুসজ্জিত হইয়া দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হয়। এই সময় শত্রুপক্ষের

এক জন সিপাহী গবাক্ষমধ্য হইতে ক্লাইবকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িবার উপক্রম করিতেছিল। ক্লাইবের সহচর ট্রেনউইথ্ তাহা দেখিতে পাইয়া, ক্লাইবকে টানিয়া লইলেন; কিন্তু সিপাহী তদ্দণ্ডেই লক্ষ্য পরিবর্ত্তন করিয়া ট্রেনউইথের প্রতি গুলি নিক্ষেপ করে। তাহাতেই ট্রেনউইথের মৃত্যু হয়।

পর দিন ভেলোর দুর্গ হইতে দুই সহস্র সৈন্য আসিয়া রাজা সাহেবের সৈন্যের সহিত মিলিত হয়। এই সব সৈন্য দুর্গাভিমুখের পথসমূহ আক্রমণ করিয়া বসিল। ক্লাইব এইবার বুঝিলেন, বহু দিন ধরিয়া অবরুদ্ধ থাকিতে হইবে; কিন্তু সেই আবাল্য-দুর্দ্দম বীর বিচলিত হইলেন না। ক্রমে কিন্তু অবস্থা শোচনীয় হইল। ষাট দিনের মাত্র আহার ছিল। আট জন অফিসরের মধ্যে এক জন হত, দুই জন আহত হন এবং এক জন মান্দ্রাজে ফিরিয়া যান। কার্য্যোপযোগী দেড় শত ইউরোপীয় সৈন্য এবং দুই শত সিপাহী মাত্র অবস্থিত ছিল। শত্রুপক্ষের গোলার আঘাতে অনেক ইংরেজ সৈন্যকে জীবন বিসর্জ্জন করিতে

হইয়াছিল। ক্লাইব এই সময়, কয়েকটীমাত্র কার্য্য-কুশল শিল্পীকে রাখিয়া অবশিষ্ট লোককে দুর্গ হইতে স্থানান্তরিত করেন। * শত্রুপক্ষের পনরটী ইংরেজ এবং দশ সহস্র দেশীয় সৈন্য দুর্গ অবরোধ করিয়াছিল। অচিরে তাহারা আবার পণ্ডিচারী হইতে প্রেরিত দুইটী কামান এবং অনেকগুলি বন্দুক পাইয়াছিল।

ছয় দিন অনবরত শত্রুপক্ষ দুর্গস্থ ইংরেজ সৈন্যের প্রতি গোলা বর্ষণ করিয়াছিল। দুর্গের এক স্থানে প্রায় এক ফুট প্রাচীর ভগ্ন হইয়া যায়। ক্লাইবের একটী কামান অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে এবং আর একটী ভাঙ্গিয়া যায়। ক্লাইব স্বয়ং এবং

* এই সময় অন্নকষ্ট উপস্থিত হওয়ায় সিপাহীরা ভাতের ফেন খাইয়া ইউরোপীয় সৈন্যদিগকে ভাত খাইতে দিয়াছিল। মেকলে বলেন, "এটা প্রগাঢ় প্রভু-ভক্তির কথা; অথবা ক্লাইবের নিয়ন্ত্রী শক্তিরই পরিচয়।" যাঁহারা এ পর্যান্ত সিপাহীচরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চিন্তই তাহাদিগের আত্মোৎসর্গে নিয়ন্ত্রিতার কারণ আরোপ করিতে প্রস্তুত হইবেন না। প্রভুর জন্ত আত্মোৎসর্গ সিপাহীদের প্রাকৃতিক প্রবৃত্তি ও ধর্ম্ম। সিপাহীদের অবস্থা তখনও যেমন, এখনও তেমনই। তখনও তাহারা যেমন প্রভুর জন্য বুক চিরিয়া রক্ত দিত, এখনও তেমনই দিয়া থাকে। ডুপ্লের নিয়ন্ত্রী শক্তি অনেক কম ছিল; কিন্তু তাঁহার জন্যও সিপাহীরা প্রাণ দিয়াছিল।

অন্য অনুচরগণ সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। ক্রমে ব্যাপার বড় বিভীষিকাময় হইয়া উঠিল। শত্রুবল দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দুর্জ্জয় বীর ক্লাইব তখন দুর্গের সর্ব্বোচ্চ প্রকোষ্ঠশীর্ষে একটী প্রকাণ্ড মৃৎপ্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়া তদুপরি একটা প্রকাণ্ড কামান বসাইয়া দিলেন। কথিত আছে, পূর্ব্বে আরেঞ্জিব দিল্লী হইতে এই কামান পাঠাইয়াছিলেন। এই কামান দুই সহস্র বলদ টানিয়া লইয়া যাইত। ক্লাইব এই কামান রাজা সাহেবের সেনানিবেশের অভিমুখে রক্ষা করিয়া গোলা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিন দিন গোলাবর্ষণের পর চতুর্থ দিনে কামান ফাটিয়া যায়। এই সময় শত্রুপক্ষ এমন একটী উচ্চ মৃৎপ্রাচীর নির্ম্মাণ করে যে, তাহা হইতে আরকট দুর্গের সকল কার্য্য অবলোকিত হইতে পারিত। ক্লাইবের গোলায় সেই প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়ে। শত্রুপক্ষের কতকগুলি হত এবং কতকগুলি আহত হয়।

বহুবলসম্পন্ন বিষমপ্লাবী সাহসী শত্রুসৈন্য আচম্বিতে আরকট দুর্গ আক্রমণ করিবে, ক্লাইব তাহা বুঝিয়াও বিচলিত হন নাই। কি উপায়ে

তিনি আত্মরক্ষা করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাগ্যবানের ভগবান্ সহায়। ক্লাইব শুনিলেন, নিকটে মহম্মদ আলিকে সাহায্য করিবার জন্য বহুসংখ্যক মহারাষ্ট্র সৈন্য উপস্থিত আছে। তাহারা নীরবে অদূরে অপেক্ষা করিতেছিল; পরন্তু ইংরেজ ও তদীয় শত্রুপক্ষের গতিবিধি পর্য্যালোচনা করিয়া জয়-পরাজয়ের লক্ষণ নির্ণয় করিতেছিল। ক্লাইব মহারাষ্ট্র সেনাপতি মুরারি রাওয়ের সাহায্য-প্রার্থনায় লোক পাঠাইয়াছিলেন। তিনি ক্লাইবের অমানুষিক দুর্গরক্ষার প্রণালী ও প্রক্রিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন; অধিকন্তু মুক্তকণ্ঠে শতবার বলিয়াছিলেন;—"ইংরেজ যোদ্ধা"। ক্লাইবকে সাহায্য করিতে তিনি সাদরে ও মহোৎসাহে সম্মত হইলেন।

রাজা সাহেব এই সংবাদ পাইলেন। তিনি বুঝিলেন, জয়ের আশা নাই। তখন তিনি দুর্গ সমর্পণ করিবার অভিপ্রায়ে ক্লাইবের নিকট শান্তি-সূচক সংবাদ পাঠাইলেন; অধিকন্তু তিনি দুর্গ-বিজয়ী সৈন্যদিগকে এবং স্বয়ং ক্লাইবকেঅনেক অর্থ দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। ক্লাইব যদি তাহাতে

সম্মত না হন, তাহা হইলে, তাঁহাকে সসৈন্যে দুর্গশুদ্ধ ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন বলিয়া ভয়ও দেখাইয়াছিলেন। ক্লাইব এই কথা শুনিবামাত্র একটা উপহাসের হাসি হাসিয়া বীরমদোন্মত্ত তীব্র বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ-বাক্যে বলিয়া পাঠাইলেন,—"চাঁদ সাহেব! তোমার টাকা তৃণ তুল্য তুচ্ছ জ্ঞান করি; তোমার ভ্রুকুটীভঙ্গেরও ভয় রাখি না; জানি, তোমার সাধ্য কি; জানি তোমার শক্তি কি!"

ক্লাইব যে একবার ঊর্দ্ধে আপনার অদৃষ্ট-ফলক-উদ্দেশ্যে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া, এক মুহূর্ত্ত সমগ্র স্বদেশের ও স্বজাতির পরিণাম অদৃষ্ট-চিত্র-পটে কল্পনার তীব্র কটাক্ষে একটা জ্যোতিষ্মান্ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পাঠক! এই ক্লাইব এক দিন উমিচাঁদকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য জাল-সন্ধিপত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন; এবং জাল স্বাক্ষরেও পশ্চাদ্‌পদ হন নাই, এক দিন এই ক্লাইবই কলঙ্ক-কলুষিত হস্ত প্রসারণ করিয়া নবাব মীরজাফরের নিকট হইতে বহুল অর্থ গ্রহণ

করিয়াছিলেন। বুঝিলেন পাঠক ! ক্লাইবের অবস্থা-ভিজ্ঞতা কিরূপ ! *

যাহাই হউক, ক্লাইব বুঝিলেন, এইবার চাঁদ সাহেব বিপুল বিক্রমে দুর্গ আক্রমণ করিবেন। ১৪ই নবেম্বর সেই আক্রমণের দিন, এ সংবাদ ক্লাইব পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন। তিনি বিপুল উৎসাহে যথাযোগ্য যুদ্ধসরঞ্জম সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। পূর্ব্ব দিন রজনীযোগে ক্লান্তি-দূরীকরণার্থ নিদ্রা যান; কিন্তু বলিয়া রাখেন, কোন বিপদ-বিঘ্ন উপস্থিত হইলেই আমাকে যেন জাগরিত করা হয়।

এই সময় মহারাষ্ট্র সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হয়; কিন্তু রাজা-সাহেবের সৈন্য-ব্যূহে আরকট-দুর্গ এমনই সুদৃঢ় এবং সুসম্বদ্ধভাবে বেষ্টিত হইয়াছিল যে, মহারাষ্ট্র সৈন্য কিছুতেই সেই দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিয়া দুর্গমধ্যে ক্লাইবের সহিত মিশিতে পারিল না। পরন্তু ১৪ই নবেম্বর প্রাতঃকালে চাঁদ সাহেবের সেনানীমণ্ডলী বিপুল বিক্রমে এবং প্রাণ-পণে অসমসাহসে দুর্গ আক্রমণ করিল। ক্লাইব

* পরে পলাশী-প্রবন্ধে ইহার বিস্তৃত বিবরণ পাইবেন।

জাগরিত হইলেন। তিনি যেখানকার যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাই ঠিক ছিল।

যে প্রাচীরের যে যে স্থান দিয়া দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিবার সুবিধা ছিল, শত্রুরা সেই সেই স্থানে সিঁড়ি লাগাইয়া দুর্গে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাদের সৈন্য চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া চারি দিকে ধাবিত হইল। অদ্যই ক্লাইবের ভাগ্য-পরীক্ষা! অদ্যই জয় ও পরাজয়! অদ্যই অবরোধের অবসান!

কতকগুলি শত্রুসৈন্য হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া দুর্গদ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইল। এই সব হস্তীর মস্তক লৌহ-আবরণে আবৃত ছিল। হস্তীর সুদারুণ লৌহমণ্ডিত মুণ্ডে কঠোরতম বিঘ্ন বিপদ প্রতিহত হইবে, শত্রুপক্ষের ইহাই ধারণা ও বিশ্বাস ছিল; কিন্তু ফলে বিপরীত হইল। ইংরেজের অব্যর্থ ও দুর্নিবার্য্য গোলার আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া, হস্তিগণ আরোহীদিগকে ফেলিয়া দিয়া, পদদলিত করিয়া, পলায়ন করিল। দলে দলে নির্ভীক শত্রুসৈন্য দুর্গ পার হইবার উপক্রম করিল; কিন্তু দুর্গস্থ ইংরেজ

সেনার অব্যর্থ-সন্ধান কামানের অজস্র বর্ষিত গোলার আঘাতে অগ্রসর হইতে না পারিয়া, কেহ পড়িয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিল; কেহ প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল; কেহ অর্দ্ধমৃতাবস্থায় পড়িয়া রহিল।

অপর এক দল দক্ষিণ পশ্চিমের ভগ্নাংশ ভাগে একটী পরিখা পার হইবার চেষ্টা করে। তাহারা যে যানাবলম্বনে পার হইতেছিল, ইংরেজের অগ্নিময় দুরন্ত গোলায় তাহা ডুবিয়া যায়। ইহাতে কতক আরোহী ডুবিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল; এবং অনেকে সন্তরণ দিয়া পলায়ন করিল। এক ঘণ্টার মধ্যে এ সব ঘটনা হইয়া গেল। এক ঘণ্টার মধ্যে ইংরেজের বহু লোক হত ও আহত হইল। মৃতের সমাধি-সাধনার্থ কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ স্থগিত রহিল। নির্দ্ধারিত সময় অতীত হইলে পর আবার শত্রুপক্ষ হইতে গোলাবর্ষণ হইতে লাগিল। এইরূপ রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। তাহার পর সব একবারে নীরব! প্রাতঃকালে ইংরেজ উঠিয়া দেখেন, শত্রুরা বন্দুক বারুদ প্রভৃতি রাখিয়া পলায়ন করিয়াছে। পঞ্চাশ দিনের অবরোধ ও আক্রমণের অবসান হইল।

উপসংহার।

সামরিক ইতিহাসে এমন অবরোধ বিরল নহে কি? বলিয়াছি, ইহার পর ক্লাইব সৈনিক শ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হন। এই জন্য মেজর লরেন্স তাঁহাকে বলিতেন,—"আজন্ম বীর।" * বীরত্বের সার্থকতা আরকটে। এই বীরত্ব-বিকাশের পূর্ব্বে ক্লাইব এক দিন আত্মজীবন সংহারার্থ গুলি করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। কিন্তু লক্ষ্য ব্যর্থ হয়। বারুদ-ভরা বন্দুকের লক্ষ্য ব্যর্থ দেখিয়া ক্লাইব বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন,—"আমার দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইবার উদ্দেশে আমি জীবিত রহিলাম।" †

দীর্ঘদর্শী পুরুষ-সিংহের এই ভবিষ্যদ্ বিবেক-বাণীর আংশিক সার্থকতার পরিচয় "আরকটে" মাত্র; কিন্তু তার পূর্ণ পরিণতির প্রমাণ এই মুহূর্ত্তে

---

* Major Lawrence's Narrative of the war on the coast of Coromondel. Page 14.

† After satisfying himself that the pistol was really well Loaded, he burst forth into an exclamation that surely he was reserved for something great.

Macaulay's Lord Clive. P. 505.

চক্ষের সম্মুখেই দেদীপ্যমান। ইংরেজশাসন-সম্ভোগের প্রত্যেক ইঙ্গিতেই লর্ড ক্লাইবের মুর্ত্তি অঙ্কিত হয়।

আরকট-যুদ্ধের পর ক্লাইব ফরাসীর দুর্ব্বার সংগ্রামে বিজয়ী হন। কিন্তু তাঁহার আরকট-অবরোধের কীর্ত্তি-কাহিনী বিলাতে প্রচারিত হইলে সমগ্র বিলাতবাসী বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। ক্লাইবের পিতা প্রথমে এ কথা বিশ্বাস করেন নাই। তাঁহার দুষ্ট পুত্র এমন কীর্ত্তিমান হইবেন, তিনি তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই; কিন্তু যখন তিনি বুঝিলেন, পুত্রের কীর্ত্তি মিথ্যা নহে; তখন তাঁহার আনন্দের সীমা ছিল না। ১৭৬০ সালে তিনি বিলাতে প্রত্যাগমন করিলে বিলাতবাসী ও তাঁহার আত্মীয় পরিজন তাঁহাকে প্রগাঢ় আনন্দের সহিত গ্রহণ করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানী তাঁহাকে হীরক-খচিত তরবারি উপহার দিয়াছিলেন। তিনি কিন্তু তাহা লইতে সম্মত হন নাই। তিনি বলেন,—সেনাপতি ও বন্ধু লরেন্সকে "অগ্রে উপহার দেওয়া হউক।" পাঠক! ইহাও ক্লাইবের সহৃদয়তা ও অবসরাভিজ্ঞতার পরিচয়।

রণবেশে ক্লাইব।

যে বীরবেশে ক্লাইব, আরকট-অবরোধে শত্রু-সৈন্য সংহার করিয়াছিলেন, সেই বীরবেশে তিনি পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় অঙ্কিত হইয়াছেন। পাঠক! সেই তেজস্বী দীর্ঘদর্শী পুরুষের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া নয়ন-মন সার্থক করুন।

এই মূর্ত্তি দেখিয়া স্বতঃই মনে এই প্রশ্নের উদয় হয়, এই কি সেই পলাশীর ক্লাইব! বিস্ময়ের কথা বটে; কিন্তু অবসরাভিজ্ঞ ইংরেজ চরিত্রের এইরূপই বৈচিত্র্য!

এইখানে ডুপ্লে সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া উপসংহার করিব। আরকট অবরোধের পর ডুপ্লের শক্তি প্রতিপত্তির হ্রাস হয়। মালিসন প্রতিভা এবং প্রকৃতিতে নেপোলিয়ন ও ডুপ্লেকে এক আসন প্রদান করিয়াছেন। উভয়েই উচ্চাভিলাষী; উভয়কেই বিষম সমস্যায় আত্মোৎসর্গ করিতে হইয়াছে; উভয়েই পরিণাম-জীবন-সংগ্রামে শক্তি ও তেজস্বিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন; উভয়েরই প্রতিভা এবং শক্তি এত প্রচুর ও প্রবল ছিল যে, তাহাতে উভয়েই লোকের সম্মান ও ভীতি আকর্ষণ করিতেন। পরিণামে উভয়েই স্বদেশবাসী কর্ত্তৃক

পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু এ কষ্ট-কঙ্করিত জীবন-সংগ্রামে, সুদৃঢ় প্রবৃত্তি-পরিচালনে, প্রভূত শক্তি-সম্পন্ন মস্তিষ্ক কিরূপে কার্য্য করিতে পারে, তাহারই সাক্ষীস্বরূপে তাঁহারা আজিও ভবিষ্যদ্ বংশধরবর্গের স্মরণান্তর্ভূত হইয়া রহিয়াছেন; এবং চিরকালই রহিবেন। *

মেকলে ডুপ্লের যে চরিত্র-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার ছায়া অন্যরূপ। মেকলে সাহেব, ডুপ্লের উন্নত মস্তকে "অব্যবস্থচিত্ত", "আত্মস্পর্দ্ধী", "আত্মযশোলিপ্সু" ইত্যাকার বহুবিধ উপাধিমালা বর্ষণ করিয়াছেন। অন্যান্য ইতিহাস-লেখকও সে সম্বন্ধে মন্দ-যশস্বী নহেন। ইংরেজ ইতিহাস লেখকেরা কোন কোন ঐতিহাসিক চরিত্রে কাল্পনিক কলঙ্ক আরোপ করিয়া থাকেন, এমন একটা কলঙ্ক আছে। বাঙ্গালার নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার সম্ব-

* 'There was a marked resemblance in feature and in genius between Napoleon and Dupleix. Each was animated by unbounded ambition, each played for a great stake; each displayed, in their final struggles, a power and a vitality, a richness of resource and a genius such as compelled fear and admiration both, alas, were finally abandoned by their countrymen. But their names still remain, and will ever remain to posterity as examples of the enormous value, in a struggle with adversity, of a dominant mind directed by a resolute will.'

ন্ধেও তাঁহাদের কলঙ্ক ঘনীভূত। ইংরেজ ইতিহাস-লেখক মালিসনের উপর এ কলঙ্ক আরোপিত হইতে পারে না। ডুপ্লে সম্বন্ধে মালিসন বলিয়াছেন ;—

"ডুপ্লে দেশহিতৈষী; ডুপ্লে রাজনীতিসূত্রে দীর্ঘদর্শী; ডুপ্লে স্বার্থপর নহেন; ফ্রান্সের গৌরব এবং স্বার্থ তাঁহার চরম কামনা।"

ক্লাইবের মত ডুপ্লে, অবসরাভিজ্ঞ ও প্রখর বাহ্য দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন; কিন্তু তাঁহার তাদৃশী নিয়ন্ত্রী শক্তি ছিল না। তাঁহার স্বজাতি তাঁহার কার্য্যনীতির তাদৃশ মর্ম্মানুভব করিতে না পারিয়া তাঁহাকে যথাযোগ্য সাহায্যদানে বিরত হন। ফরাসী অপেক্ষা ইংরেজ যে অধিকতর প্রখর বাহ্যদৃষ্টিশালী, এখানে তাহার প্রচুর প্রমাণ। তাঁহারা ক্লাইবকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন। ডুপ্লে দাক্ষিণাত্যে যে দাবানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি যদি স্বজাতির নিকট সাহায্য পাইতেন, তাহা হইলে ইহ-জগতে ক্লাইব ফুটিতে পারিতেন, কি না সন্দেহ; আর আমরাই বা কি হইতাম, তা ভগবানই জানেন। সাহায্য করা দূরের কথা, ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ ডুপ্লেকে

তাঁহার সংগ্রামময় ভারতীয় জীবন-ক্ষেত্র হইতে অকস্মাৎ ফিরাইয়া লইয়া যান। * স্বরাজ্যে ডুপ্লে দারুণ মর্ম্ম-ব্যথায় জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন। ফরাসী যখন ডুপ্লের কার্য্যনীতির মূল তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করেন, ইংরেজ তখন ভারতের সৌভাগ্য-সোপানের অত্যুন্নত স্তরে সুদৃঢ় পদে দণ্ডায়মান; দুর্ভাগ্য ফরাসী বহু চেষ্টায় কি আর তথায় পৌঁছিতে পারিলেন?

তবে আজ ইংলণ্ড যে গৌরব ও লাভের অধিকারী, তাহার প্রথম পথপ্রদর্শন করেন, ফ্রান্সের প্রতিভা। মালিসন ঠিক এই কথা বলিয়াছেন। †

ডুপ্লের জীবনী-সমালোচনা এ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য নহে; নতুবা দেখাইতে পারিতাম, মালিসন সাহেব কিরূপ প্রকৃত সত্যবাদী; এবং সত্যে যথাবিন্যস্ত আলোক-ছায়াপাতে ডুপ্লের চরিত্র-চিত্র তাঁহার গ্রন্থে কিরূপ অঙ্কিত হইয়াছে।

---

* ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে ১৪ই আগষ্ট ডুপ্লে ইউরোপ যাত্রা করেন। অর্ম্মি বলেন, ডুপ্লে ভারতের কার্য্যোপযোগী নহেন; এই বিশ্বাসে তাঁহার স্বদেশীয় কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে ভারত হইতে ফিরাইয়া লইয়া যান।

† "England, which is reaping the profit and the glory, has had but to follow the path which the Genius of France opened out to her," Rulers of India, Page 186.

পলাশী।

১

বাহ্য দৃষ্টির চরম শক্তি-ফলে মানুষের বাহ্যাঙ্গে চরমোন্নতি। ঊনবিংশতি শতাব্দীর এই উপস্থিত মুহূর্ত্তে ভারতের ইংরেজ-রাজত্বে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ভারতীয় পরাধীন প্রকৃতিপুঞ্জের রক্তমাংসে গঠিত প্রত্যেক বাহ্যাবয়বে তাহার জাজ্বল্যমান নিদর্শন। অধুনা অতুলনীয় বাহ্যদৃষ্টিসম্পন্ন ইংরেজ-রাজ্যের বাহ্যোন্নতি বাহ্য-জগতের প্রত্যেক পরমাণুতে প্রতিভাত। ইংরেজ-রাজের প্রসাদে আমাদের বাহ্যাবয়বের পরিপুষ্টি পলকে পলকে। অন্তর্দৃষ্টিহীন অন্ধ হইলেও, আমরা ইংরেজরাজের নিকট আমাদের এ বাহ্যাবয়বপরিপুষ্টির জন্য কৃতজ্ঞতাস্বীকারে কুণ্ঠিত হইলে প্রত্যবায় হইবে।

সর্ব্বাগ্রে সেই শক্তিধর স্বভাব-সাহসী লর্ড ক্লাইবের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। তিনি ভারতে বৃটিস রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা। এ

পরিপুষ্ট বাহ্যাবয়বে দৃষ্টিক্ষেপ হইলে জগদ্ব্যাপ্ত সমগ্র ব্রিটিশ জাতির একটা বিশাল ও বিরাট প্রতিমা সম্মুখে আবির্ভূত হয়। সে প্রতিমার সর্ব্বোচ্চ শীর্ষস্থলে এবং শক্তিমান ব্রিটিশ সৈনিক-পুরুষবর্গের মধ্যভাগে লর্ড ক্লাইবের মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখিতে পাই। ক্লাইবকে দেখিলে মনে পড়ে, সেই পলাশীর কথা। পলাশীর কথা মনে হইলে মনে হয়, সেই সর্ব্বজনত্রাসকর "অন্ধকূপে"র কথা। "অন্ধকূপে"র কথা মনে হইলে, মনে পড়ে, বঙ্গের শেষ স্বাধীন নবাব হতভাগ্য সিরাজুদ্দৌলার চরিত্র-কথা।

ক্লাইবের চিত্রে এতগুলি চিত্র ধীরে ধীরে আপনি অঙ্কিত হইয়া আসে। অধিকন্তু ক্লাই-বের চিত্রে তদীয় চরিত্র-সমালোচনার একটা স্বতঃপ্রবৃত্তি আসিয়া পড়ে। সে সমালোচনায় একটা চিরন্তনতত্ত্বের সহজ মীমাংসা হইয়া যায়।

মানুষ যখন যে অবস্থায় যেরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হউক, সেই অবস্থার সেই কার্য্যে তাহার আবাল্য-অর্জ্জিত স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতি-বাহুল্যের পূর্ণ বা আংশিক পরিচয় পাওয়া যাইবেই যাইবে। "ক্লাইব

আজন্ম-সৈনিক", লরেন্সের এই স্তুতিবাণীর সার্থকতা ক্লাইবের প্রত্যেক কার্য্যে পরিলক্ষিত হয়। "আজন্ম-সৈনিক" চির-সাহসী এবং নিত্য-নির্ভীক। ক্লাইব চিরসাহসী ও নিত্য-নির্ভীক। "আরকট-অবরোধে" তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়। "পলাশীতে" ক্লাইবের চরিত্র নানা কারণে কলুষিত বটে; কিন্তু তাঁহার সে "আজন্ম-সাহসিকত্বে"র পরিচয় "পলাশী"তে পূর্ব্ববৎ! আরকটের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। "পলাশী"র জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

"পলাশীর কথা বলিতে হইলে অন্ধকূপের কথা বলিতে হয়। "অন্ধকূপে"র কথা বলিতে হইলে সিরাজুদ্দৌল্লা কর্ত্তৃক কলিকাতায় ইংরেজ-দুর্গের অবরোধের কথা বলিতে হয়। নহিলে "পলাশী"র তেমন গুরুত্বানুভব হইবে না।

কিঞ্চিদ্ পূর্ব্বভাস।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রেল বঙ্গের নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর মৃত্যু হয়। সিরাজুদ্দৌলা তদীয়

সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার বয়ঃক্রম তখন ঊনবিংশতি বৎসর মাত্র।

সিরাজুদ্দৌলা নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর দৌহিত্র। আলিবর্দ্দী খাঁর তিনটী মাত্র কন্যা ছিল। পুত্র আদৌ হয় নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজি আহম্মদের তিনটী পুত্র ছিল। হাজি আহম্মদের পুত্রের সহিত আলিবর্দ্দী খাঁ আপনার তিন কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। আহম্মদের প্রথম পুত্র নবাজিস্ আহম্মদ খাঁ; দ্বিতীয় পুত্র, সৈয়দ আহম্মদ খাঁ; তৃতীয় পুত্র জৈন্-উদ্দীন আহম্মদ খাঁ। জ্যেষ্ঠ নবাজিস্ আহম্মদ খাঁর সন্তান-সন্ততি হয় নাই। মধ্যম সৈয়দ আহম্মদ খাঁর একটী পুত্র ছিল। কনিষ্ঠ জৈন্-উদ্দীন আহম্মদের তিনটী পুত্র হইয়াছিল। প্রথম পুত্র মীরজা মহম্মদ আলিবর্দ্দী খাঁ কর্ত্তৃক পোষ্য-পুত্ররূপে গৃহীত হয়। এই মীরজা মহম্মদ নবাব সিরাজুদ্দৌলা। নবাজিস্ আহম্মদ খাঁ ভ্রাতা জৈন্-উদ্দীনের দ্বিতীয় পুত্রকে পোষ্য-পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। *

* এ সব পরিচয় আমরা সৈয়দ গোলাম হোসেন কৃত "সৈয়র মুতাক্ষরীণ" নামক গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। ইংরেজি ইতিহাস-লেখক অর্মি

১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ সিরাজুদ্দৌলাকে আপনার উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করেন। সেই সময় হইতে সিরাজুদ্দৌলা রাজ-কার্য্য পর্য্যালোচনা, এমন কি মাতামহের সঙ্গে রণ-প্রাঙ্গণে উপস্থিত থাকিয়া সৈন্য-সঞ্চালনও করিতেন।

মাতামহের জীবিতাবস্থায় ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে সিরাজুদ্দৌলা জ্যেষ্ঠতাত নবাজিস্ আহম্মদ খাঁর মন্ত্রী হোসেন কুলী খাঁকে মুরসিদাবাদের প্রকাশ্য পথে দিব্য দিবালোকে স্বহস্তে হত্যা করিয়াছিলেন। এই সময় হোসেন কুলী খাঁর সাহসী বীর অন্ধ ভ্রাতা হায়দার আলি খাঁ সিরাজুদ্দৌলার

বলেন,—"নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর একটী মাত্র কন্যা ছিল। জৈন্-উদ্দীন তাঁহার মধ্যম ভ্রাতুষ্পুত্র।" এইরূপ বংশতত্ত্ব-নির্ণয়ে অর্ম্মি অনেক ভুল করিয়াছেন। এজন্য ইতিহাস-লেখক মিল, মুসলমান নবাবাদির নামনির্ণয় সম্বন্ধে অর্ম্মির কথা তাদৃশ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কুরুক্ষেত্রের যেমন "মহাভারত"; "পলাশীর" তেমনই অর্ম্মিকৃত "ইন্দোস্তান"। আমরা কিন্তু "ইন্দোস্তান" অপেক্ষা "মুতাক্ষরীণ"কে অধিকতর প্রমাণ বলিয়া মানি। কেননা, সৈয়দ গোলাম হোসেন সিরাজুদ্দৌলার সমসাময়িক লোক। কেবল সমসাময়িক কেন; তিনি এবং তাঁহার অন্যান্য আত্মীয়বর্গ আলিবর্দ্দী ও সিরাজুদ্দৌলার নিকট-আত্মীয়।

হস্তে হত হইয়াছিলেন। হতভাগ্য হায়দার আলি মরিবার সময় ভগ্ন-কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—“হা অকর্ম্মণ্য জীব! এইরূপেই তুই সাহসী বীরগণকে হত্যা করিবি।” আরও বলিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু বলা আর হইল না; মুহূর্ত্ত-মধ্যে শাণিত খড়্গে বিরাট মুণ্ড কাটিয়া পড়িল।

হোসেন কুলী খাঁ এবং তদীয় ভ্রাতা হায়দার আলি খাঁর উপর আলিবর্দ্দী খাঁর মহিষী বিরক্ত হইয়াছিলেন। সিরাজুদ্দৌলা মাতামহীর আদেশে তাঁহাদিগকে হত্যা করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দী-মহিষীর প্ররোচনায় স্বয়ং আলিবর্দ্দী খাঁ এবং নবাজিস্ খাঁ এ হত্যাকাণ্ডে মত দিয়াছিলেন। ঘাসিটী বেগমের সঙ্গে হোসেন কুলী খাঁর প্রসক্তি ছিল। কেবল তাহাই নহে, সিরাজুদ্দৌলার মাতা আমিনা-বেগমের সহিত এইরূপ প্রসক্তির আভাস “মুতাক্ষরীণে” পাওয়া যায়। আলিবর্দ্দী খাঁর কন্যাকুলের চরিত্রসম্বন্ধে যে কথা শুনা যায়, তাহা সুসভ্য সাহিত্যে উল্লেখ করিবার যোগ্য নহে। আলি-বর্দ্দীর স্ত্রী এই জন্য হোসেনকুলী খাঁর প্রতি বিরূপ হন। এই জন্য তাহার হত্যা সম্বন্ধে প্ররোচনা।

হোসেনকুলী খাঁকে অতি নিষ্ঠুররূপে হত্যা করা হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার কুচরিত্র-স্মরণ করিলে সিরাজুদ্দৌলার প্রতি সহানুভূতিশূন্য হইতে হয় না।

হোসেন কুলী খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ঢাকার শাসনপদ লাভ করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দী খাঁর জীবিতাবস্থায় ইনি গুপ্তঘাতকের হস্তে হত হন। কেহ কেহ সিরাজুদ্দৌলার উপর এ হত্যার কলঙ্ক আরোপিত করিয়া থাকেন। তাহার কিন্তু কোন দোষ ছিল না। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ জামাতা নবাজিস্ খাঁর নিকট স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন,—"আমি ও সিরাজুদ্দৌলা, এ হত্যাকাণ্ডের বিষয় কিছুই অবগত নহি।" * হোসেন কুলী খাঁর মৃত্যুর পর রাজবল্লভ তদীয় পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রাজবল্লভ নিষ্কলঙ্ক নহেন। প্রভুর বিধবা পত্নীর সহিত তাঁহার প্রগাঢ় প্রসক্তি ছিল বলিয়া কলঙ্ক রটিয়াছিল। এ সম্বন্ধে ইংরেজ ইতিহাস লেখক অর্মি বলিয়াছেন,—

* History of Indostan, Vol. II. P. 48.

হোসেন কুলী খাঁর মৃত্যুর পর রাজবল্লভ নবাজিসের দেওয়ানপদে নিযুক্ত হন। নবাজিসের পত্নী রাজবল্লভের কথায় উঠিতেন বসিতেন। নবাজিসের মৃত্যুর পরও এই ভাব ছিল। অনেকেই অনুমান করেন যে, নবাজিসের পত্নীর সহিত রাজবল্লভের যেরূপ ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাহা তাঁহার ধর্ম্ম এবং পদোচিত নহে।" *

রাজবল্লভের এই কুপ্রবৃত্তি জন্য নবাব সিরাজুদ্দৌলা তাঁহাকে ঘৃণা করিতেন। এরূপ কুব্যবহারে কোন্ রক্ত-মাংস গঠিত মানুষের ঘৃণা বা রাগ না হয়, বিশেষ তেজস্বী যুবক সিরাজদ্দৌল্লার পক্ষে ইহা আদৌ অসম্ভব নহে।

সিরাজুদ্দৌলা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া আপনার মাতৃষ্বসা বা জ্যেষ্ঠতাতপত্নী ঘাসিটী বেগমকে বন্দী করেন। আলিবর্দ্দী খাঁর জীবিতাবস্থায় ঘাসিটী বেগম সিরাজুদ্দৌলার মহাশত্রু

---

* A Gentoo, named Rajah-bullub, had succeeded Hossein Cooley Khan in the post of Duan or prime-minister to Nowagis; after whose death his influence continued with the widow, with whom he was supposed to be more intimate than became either his rank, or his religion. Indostan, Vol, II, P, 49.

হইয়া উঠিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি বিধবা হন। তাঁহার স্বামী নবাজিস্ যে ভ্রাতুস্পুত্রকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইতিপূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। বেগমের আর কেহই ছিল না। তবে কোন আশ্রিত আফগান রমণীর পালিত পুত্রের প্রতি তাঁহার পুত্রবৎ বাৎসল্য জন্মিয়াছিল। এই পালিত পুত্রকে বাঙ্গলার শাসন পদে বসাইবার সংঙ্কল্পে তিনি সিরাজুদ্দৌলার শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, সিরাজুদ্দৌলা আলিবর্দ্দী-খাঁর প্রাণাপেক্ষা প্রিয় *। আলিবর্দ্দী সিরাজু

* সত্য সত্যই সিরাজুদ্দৌলা আলীবর্দ্দী খাঁর প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন। বৃদ্ধ আলিবর্দ্দী, দৌহিত্র সিরাজুদ্দৌলাকে এক মুহূর্ত্ত ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। একবার তিনি যখন মহারাষ্ট্রদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন তাঁহার সহচর আফগান কর্ম্মচারীরা তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হন। সিরাজুদ্দৌলা সে সময় আলিবর্দ্দীর সঙ্গে ছিলেন। একদিন রাত্রি দুই প্রহরের সময়, আলিবর্দ্দী সিরাজুদ্দৌলাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া বিরক্ত আফগান কর্ম্মচারীর দলপতির শিবিরে গিয়া বলেন,—"হয় তোমরা আমাকে ও আমার এই প্রাণাপেক্ষা প্রিয় দৌহিত্রকে বিনাশ কর; না হয় যুদ্ধে যথারীতি সাহায্য কর।" এ কথায় আফগান কর্ম্মচারীদের ক্রোধ বিদূরিত হইয়াছিল। একবার কাহারও কু-পরামর্শে মাতামহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সংকল্পে সিরাজুদ্দৌলা মুরশিদাবাদ

দ্দৌলাকে সিংহাসন দিয়া যাইবেন, ইহা তিনি বেশ বুঝিতেন। এই জন্য সিরাজুদ্দৌলাকে বলবিক্রমে সিংহাসনচ্যুত করিবার উদ্দেশে তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সিরাজুদ্দৌলা এ কথা জানিতেন। তাই সিংহাসনে আরোহণ করিবার দুই একদিন পরে তিনি জ্যেষ্ঠতাত-পত্নীকে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন।

ইংরেজবিদ্বেষ।

ইহার পর ইংরেজের সহিত সিরাজুদ্দৌলার সুদারুণ সংঘর্ষণ উপস্থিত হয়। আলিবর্দ্দী খাঁর

পরিত্যাগ করিয়া আজিমাবাদে গিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দী খাঁ এ সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত কাতর হন। তিনি সিরাজুদ্দৌলাকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দেন। সিরাজুদ্দৌলা লোকের কথা রাখেন নাই। আলিবর্দ্দী খাঁ স্বয়ং হস্তীতে আরোহণ করিয়া দৌহিত্রকে আনিতে যাত্রা করেন। তিনি অতি কাতর ভাবে পত্র লিখিয়া, সিরাজুদ্দৌলাকে ফিরিয়া আসিতে বলেন। সিরাজুদ্দৌলা তদুত্তরে লিখিয়াছিলেন,—"হয় তোমার কাটা মুণ্ড আমার কোলে আসিয়া পড়িবে; না হয় আমার কাটা মুণ্ড তোমার হস্তীর পদতলে পড়িবে।" আলিবর্দ্দী পত্র পাইয়া বলিয়াছিলেন,—"প্রথমটাই সত্য হউক।" অতঃপর সিরাজুদ্দৌলাকে নানা কারণে ফিরিয়া আসিতে হয়। আলিবর্দ্দীর তাহাতে আনন্দের সীমা ছিল না।

জীবিতাবস্থায় সিরাজুদ্দৌলা ইংরেজের প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন। আলিবর্দ্দী খাঁর জীবিতাবস্থায় ঢাকার দেওয়ান রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস কলিকাতায় ইংরেজের আশ্রয় লইয়াছিলেন। কৃষ্ণদাসের নিকট অনেক টাকা খাজনা বাকি ছিল। খাজনা আদায় না হওয়ায় সিরাজুদ্দৌলা তাঁহাকে বন্দী করিবার সঙ্কল্প করেন। কৃষ্ণদাস জগন্নাথতীর্থ যাইবার ছলনা করিয়া বিপুল সম্পত্তি সহ কলিকাতায় যান এবং তথায় গিয়া ইংরেজ কোম্পানীর শরণাপন্ন হন। অর্ম্মি সাহেব কিন্তু খাজনা পাওনার কথা আদৌ উল্লেখ করেন নাই।

অর্ম্মি বলেন,—"রাজবল্লভ দেখিলেন, সিরাজুদ্দৌলা তাঁহার প্রতি বিরূপ। ঢাকায় থাকা নিরাপদ নহে ভাবিয়া তিনি পুত্রকে আপন সম্পত্তিসহ কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। কলিকাতার ইংরেজ কোম্পানীর কৌন্সিল যাহাতে বিনা আপত্তিতে কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দেন, তাহার জন্য তিনি মুরশিদাবাদ-কাশিমবাজারে ইংরেজ কুঠির কর্ত্তা ওয়াটস্ সাহেবকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। অনুরোধ রক্ষা হইয়াছিল। কলি-

কাতার কৌন্সিলের কর্ত্তা ড্রেক সাহেব তখন শরীর শোধরাইবার জন্য উড়িষ্যায় গিয়াছিলেন। কৌন্সিলের অন্যান্য সভ্যেরা ওয়াটস্ সাহেবের কথায় নির্ভর করিয়া কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দিতে সম্মত হন।" *

কৃষ্ণদাসের প্রতি সিরাজুদ্দৌলার বিরূপত্ব ঘটিবার কোন কারণ অর্মি সাহেব স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করেন নাই। তবে রাজবল্লভ সম্বন্ধে অর্মি যে কলঙ্কের আভাস দিয়াছেন, তাহাকে এ বিরূপত্বর কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া লইতে হয়। সে কারণ, তাহা হইলেও, অযথোচিত হয় না। তবে এ কলঙ্কের কথা "মুতাক্ষরীণে" বা

---

* এই সময় উমিচাঁদ কলিকাতার এক জন ধনশালী সহরবাসী সওদাগর ছিলেন। ইনি ইংরেজ বণিকদিগকে টাকাকড়ি ধার দিতেন এবং এ দেশীয় বাণিজ্যদ্রব্যাদি সরবরাহ করিতেন। বাঙ্গালা এবং বিহারের সর্ব্বাংশে তাঁহার ব্যবসায় প্রচলিত ছিল। তাঁহার বিপুল বিস্তৃত বাসভবন সর্ব্বদা সশস্ত্র প্রহরী কর্ত্তৃক রক্ষিত হইত। বিষয়বুদ্ধি তাঁহার যথেষ্ট ছিল। ইংরেজ কোম্পানী তাঁহাকে বড় বিশ্বাস করিতেন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী তাঁহার প্রতি নানা কারণে বিরক্ত হইয়া উঠেন। কৃষ্ণদাস যখন কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন, তখন কাশিমবাজারের ওয়াটস্ সাহেবের নিকট হইতে কোন অনুরোধ-পত্র আসে নাই। উমিচাঁদ তখন কৃষ্ণদাসকে অতি যত্নের সহিত থাকিবার স্থান দিয়াছিলেন।

মহম্মদ আলি খাঁ কৃত "টারিখি মুজাফরি" নামক গ্রন্থে; অথবা হরিচরণ দাস কৃত "চাহার গুলজার সুজাহি" নামক পুস্তকে আদৌ উল্লিখিত হয় নাই। * যে কারণেই হউক, সিরাজুদ্দৌলার প্রতি একান্ত অন্যায় অযৌক্তিকতা আরোপ করা যায় না।

ইংরেজের প্রতি বিরূপ হইলেও কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দিবার হেতু সিরাজুদ্দৌলা মাতামহের খাতিরে ইংরেজকে বাসনামত দণ্ড দিতে সক্ষম হন নাই। তবে তিনি এ সব সংবাদ মাতামহকে

---

* সিরাজুদ্দৌলার মৃত্যুর পর এই গ্রন্থত্রয় রচিত হয়। এই কয়খানি পারস্য ভাষার লিখিত। "মুতাক্ষরীণ" গ্রন্থকর্তার পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি। "টারিখি মুজাফরি" ১৮০০ সালে রচিত হয়। গ্রন্থকর্তা মহম্মদ আলি খাঁ ত্রিহুত এবং হাজিপুরের ফৌজদারী আদালতের দারগা ছিলেন। ইঁহার পিতামহ সামসুদ্দৌলা লুৎফুল্লা খাঁ দিল্লীর সম্রাট ফরকসিয়ার এবং মহম্মদ সাহার এক জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। ইঁহার কৃত "টারিখি মুজাফরি" সম্বন্ধে ইংরেজ ইতিহাস-লেখক, ইলিয়ট সাহেব বলিয়াছেন,—

"This is one of the most accurate General Histories of India which I know."

অর্থাৎ ইহা সঠিক ইতিহাস। এই ইতিহাসে কৃষ্ণদাসের নিকট হইতে খাজনা পাওনার কথা উল্লেখ আছে। হরিচরণ নবাব কাসিম আলি খাঁর এক জন কর্ম্মচারী ছিলেন। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ইঁহার ইতিবৃত্ত সংগৃহীত।

জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। এই সময় ফর্থ নামক এক জন ইংরেজ চিকিৎসক আলিবর্দ্দী খাঁর চিকিৎসা করিতেছিলেন। সিরাজুদ্দৌলার মুখে কলিকাতায় কৃষ্ণদাসের আশ্রয়প্রাপ্তির কথা শ্রবণ করিয়া তাহার সত্যতা নিরূপণার্থ আলিবর্দ্দী খাঁ ফর্থ সাহেবকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করেন। ফর্থ সাহেব বলেন,—"ইহা শত্রুপক্ষের রটনা।" সিরাজুদ্দৌলা প্রমাণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। আলিবর্দ্দী খাঁকে আর প্রমাণ লইতে হয় নাই। ইহার কিয়দ্দিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

আলিবর্দ্দী খাঁ জীবিত কালে ইংরেজের বিরুদ্ধে উত্থিত হইতে সাহসী হন নাই। ইংরেজের লালসা কিরূপ, আলিবর্দ্দী তাহা জানিতেন; পরন্তু ইংরেজের ক্রমশঃ শক্তিবিস্তার কিরূপ, তাহাও বুঝিতেন। একদিন তাঁহার সেনাপতি মুস্তেফা, তাঁহার দুই জন জামাতার সহায়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তিনি উত্তেজনা-বাক্যের উত্তরচ্ছলে কেবল অশান্তির আশঙ্কায় সকলকে কতকটা শান্ত করিবার জন্য কেবলমাত্র বলিয়া-

ছিলেন,—"বাপ সকল! মুস্তেফা এক জন সৌভাগ্য-শীল সৈনিক পুরুষ। তরবারি তাহার জীবিকা এবং নিয়ত যুদ্ধে নিযুক্ত থাকিবার প্রবৃত্তি। কিন্তু তোমাদের এ প্রবৃত্তি কেন? আর তাহার সঙ্গেই বা একমত কেন? ইংরেজ আমার কি করিয়াছে? তাহাদের মন্দ কেন করিব? ঐ তৃণাবৃত প্রান্তরের পানে একবার চাহিয়া দেখ। উহাতে যদি একবার আগুন লাগিয়া যায়, তাহা হইলে কি, সহজে উহার নিবৃত্তি হইবে? যে আগুন সাগরে লাগিয়া স্থলাভিমুখে অগ্রসর হইবে, সে আগুন কে নিভাইবে? সাবধান! মুস্তেফার কথায় কাণ দিও না; তাহাতে অনর্থ ঘটিবে!" ইংরেজ সম্বন্ধে আলিবর্দ্দী খাঁ যে মত উল্লিখিত হইল, তাহা মুতাক্ষরীণে লিখিত আছে; কিন্তু অনেক ইংরেজি ইতিহাস-লেখক ঠিক ইহার বিপরীত কথা লিখিয়াছেন। দুই জন ইংরেজি ইতিহাস-লেখক স্পষ্ট বলিয়াছেন,—"আলিবর্দ্দী খাঁ মৃত্যুকালে সিরাজুদ্দৌলাকে ইংরেজের সামরিক শক্তিকে দমনে রাখিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। *

* (1) Holwell's India Tracts (2) Orme's Indostan.

এক জন লিখিয়াছেন,—"ইংরেজদের রাজ্য ও অর্থলালসার কথা উল্লেখ করিয়া আলিবর্দ্দী খাঁ মৃত্যুকালে সিরাজকে ইংরেজদমনের পরামর্শ দিয়াছিলেন। ইংরেজ যেরূপ সুকৌশলে অল্পে অল্পে ভারতে আপন ক্ষমতার বৃদ্ধি করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে মাথা তুলিতে না দেওয়াই আলিবর্দ্দীর পক্ষে যুক্তিসঙ্গত বোধ হইয়াছিল। ইংরেজদিগের কুঠী নির্ম্মাণ ও সৈন্য রক্ষা কার্য্যে বাধা না দিলে বালক সিরাজ কিছুতেই রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না, এ বিশ্বাসও তাঁহার জন্মিয়াছিল। তিনি নিজেই দৌহিত্রকে নিরাপদ করিয়া রাখিবেন স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু মৃত্যু নিকট বুঝিয়া অনন্যোপায় হইয়া, তাঁহাকে শুদ্ধমাত্র উপদেশ দিয়াই ইংরাজের অভিসন্ধির কথা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেন।" *

আলিবর্দ্দী খাঁ রাজনীতিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্। ইংরেজ যে সূচীরূপে প্রবেশ করিয়া ফালরূপে প্রসারিত হইতেছেন, ইহা যে তিনি না বুঝিয়া-

* নব্যভারতের অন্যতম লেখক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এ, এ তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন।

ছিলেন, এমন আমরা মনে করি না। মৃত্যু-কালে সিরাজকে এবম্প্রকার পরামর্শ দেওয়াও তাঁহার পক্ষে বিচিত্র নয়। তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে, জীবদ্দশায় তিনি নিজে ইংরেজদমন না করিলেন কেন? নিজেই করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি বর্গীর হাঙ্গামায় ব্যস্ত ছিলেন; এমন অবস্থায় আবার ইংরেজের সহিত নূতন বিবাদের সূত্রপাত করিয়া রাজ্যে একটা ঘোর অশান্তি ও অরাজকতার প্রতিষ্ঠা করিতে তিনি সাহসী হন নাই।

আলিবদ্দী খাঁর নিকট হইতে ইংরেজদমনের পরামর্শ পান আর নাই পান, ইংরেজদিগের অভ্যুন্নতি স্বদেশের মঙ্গলের বিশেষ অন্তরায় বুঝিয়া, সিরাজ ইংরেজের প্রতি সতত সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। সিরাজ প্রকৃতই ইংরেজের দুরাকাঙ্খানির্ণয়ে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দী খাঁর জীবিতাবস্থায় ইংরেজের বিরুদ্ধে দারুণ বিদ্বেষানল তাঁহার হৃদয়ে প্রধূমিত হইয়াছিল। সিরাজ বুঝিয়াছিলেন, দীন হীন ভিখারী ইংরেজ বণিক বাণিজ্য-ব্যপদেশে অসীম রত্নপ্রসবিনী বঙ্গভূমে শক্তিশালী হইয়া উঠিতে-

ছেন। মাতামহের জীবিতাবস্থায় তাঁহার হৃদয়ে যে অনল প্রধূমিত ছিল, মাতামহের মৃত্যুতে বঙ্গের "মসনদে" আরোহণ করিবার পর সেই অনল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তখন স্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌলা দেখিলেন, যে ইংরেজ মুসলমান নরপতিদিগের নিকট ভিক্ষা করিয়া ভারতে বিপণী-পত্তনের জন্য একটু স্থান পাইয়াছিলেন, সেই ইংরেজ দাক্ষিণাত্যে প্রভূত বলশালী; বঙ্গে তাঁহারা অতীব ক্ষমতাপন্ন; বীজ ক্রমে মহীরূহে পরিণত হইতেছে, স্ফুলিঙ্গ দাবানলের আকার ধারণ করিতেছে; ধূল্যব-পরমাণু ক্রমে ভীম গিরিকলেবরে দেখা দিয়াছে; দীন হীন ভিখারী দুর্জ্জয় বীরত্ব-বিক্রমে এবং প্রচুর ধন-জন-সম্বলে বলীয়ান্ হইয়া মাদ্রাজে ও বঙ্গে দুর্গ-পরিখা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বঙ্গের স্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌলার এ সব সহ্য হয় কি?

সিরাজ বাল্যে প্রতিপালক পিতৃস্থানীয় আলিবর্দ্দীর বিলাস-লালসে পরিবর্দ্ধিত এবং অপরিপক্ক-যৌবনে বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। সিরাজুদ্দৌলার যৌবন-বিলসিত চরিত্র কোন

কোন কলঙ্কে কলুষিত সত্য; কিন্তু অধুনাতন ইংরেজ ইতিহাস-লেখক তাঁহাতে গর্ভবতীর গর্ভ-বিদারণ, নৌকা-নিমজ্জন প্রভৃতি যে কলঙ্কের আরোপ করিয়া থাকেন, তাহার দৃষ্টান্ত "মুতাক্ষরীণে," এমন কি অর্মির "ইন্দোস্তানেও" পাইলাম না। "মুতাক্ষরীণে"র মতে তিনি নিষ্ঠুর, নির্ব্বোধ ও লম্পট। তাঁহার নিষ্ঠুরতা-প্রমাণার্থ "মুতাক্ষরীণে" যে দৃষ্টান্তের উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহাতে বুঝি, শত্রু-বিনাশকল্পে তাঁহার যত কিছু নিষ্ঠুরতা। সাধারণ প্রজা-পীড়াজনক নিষ্ঠুরতার প্রমাণ পাই নাই। কোনরূপ নিষ্ঠুরতাই মানবজীবনের প্রার্থনীয় নহে; কোনরূপ নিষ্ঠুরতা[illegible]পোষকতাও আমরা করি না; কিন্তু সভ্য জগতেও ত নিষ্ঠুরতা বিরল নহে। "মুতাক্ষরীণে" লাম্পট্যোল্লেখ আছে বটে; কিন্তু সাধারণ-প্রজাপীড়কসূচক কোনরূপ লাম্পট্য-উদাহরণ প্রদর্শিত হয় নাই। সিরাজুদ্দৌলা নিষ্ঠুর হউন, সিরাজুদ্দৌলা লম্পট হউন, তিনি এই অল্প বয়সে ইংরেজ বণিকের দুরাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ঙ্গম করিয়া যে আত্মদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করিবার

যো নাই। তবে তিনি ইংরেজবিক্রমের পরিণাম স্থির করিয়া যে দূরদর্শিতাটুকুর পরিচয় দিয়াছিলেন, আপন অব্যবস্থচিত্ততা-দোষে তৎপ্রতিবিধানের প্রকৃত পথনির্ণয়ে তাহার পরিচয় দিতে পারেন নাই।

আলিবর্দ্দীর মৃত্যুর দুই দিন পরে সিরাজুদ্দৌলা কলিকাতার ইংরেজ কোম্পানীকে পত্র লিখিয়া কৃষ্ণদাসকে চাহিয়া পাঠান। এই চিঠিপ্রেরণ সম্বন্ধে অর্মির ইতিহাসে একটু রহস্যতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। এ রহস্যের উল্লেখ কিন্তু মুসলমান ইতিহাসে দেখিতে পাই না। যে পত্রবাহক সিরাজুদ্দৌলার পত্র লইয়া আসিয়াছিলেন, তিনি রামরাম সিংহের ভ্রাতা। * তিনি একখানি ছোট নৌকা করিয়া কলিকাতার এক জন সামান্য ব্যবসাদারের বেশে উমিচাঁদের বাড়ীতে উপস্থিত হন। উমিচাঁদ তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া হলওয়েল সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়া

* রামরাম সিংহ আলিবর্দ্দী খাঁর একজন প্রিয়পাত্র কর্ম্মচারী ছিলেন। গুপ্তচরের উপর কর্ত্তৃত্ব করাই তাঁহার কাজ ছিল।

দেন। হলওয়েল সাহেব তখন কলিকাতার পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন।

সিরাজুদ্দৌলার প্রেরিত পত্রের কিরূপ ব্যবস্থা করা হইবে, তাহার মীমাংসার্থ কৌন্সিলের অধিবেশন হয়। কৌন্সিলের অনেক সভ্য তখন উমিচাঁদের প্রতি বিরূপ ছিলেন। তাঁহারা ঠিক করিলেন, এ লোক সিরাজুদ্দৌলার প্রেরিত নহে; এ সব উমিচাঁদের 'কারচুপি'; উমিচাঁদ ভয় দেখাইয়া কৌন্সিলের সঙ্গে পূর্ব্ববৎ ব্যবসাসম্পর্ক রাখিতে প্রয়াসী হইয়াছেন; এ সময় সিরাজুদ্দৌলা তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত-পত্নীকে আক্রমণ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন; অতএব সিরাজুদ্দৌলার লোকপাঠান সম্ভবপর নহে। এইরূপ সন্দেহে কৌন্সিল পত্রবাহককে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেন।

পত্রবাহক মুরশিদাবাদে নবাব সিরাজুদ্দৌলার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইংরেজ কর্ত্তৃক অপমানের কথা নিবেদন করেন। কাশীমবাজারের ওয়াটস্ সাহেব এদেশী লোকের দ্বারা সিরাজুদ্দৌলাকে সন্দেহের কথা বুঝাইয়া দেন।

ইহাতে সিরাজ ক্রোধ সংবরণ করেন; অধিকন্তু কৃষ্ণদাস সম্বন্ধে আর কোন কথা উত্থাপন করেন নাই। * মুসলমান ইতিহাস-লেখক বলেন কৃষ্ণদাসকে সিরাজুদ্দৌলার হস্তে অর্পণ করিতে কলিকাতার কোম্পানী সম্মত হন নাই। এই জন্য সিরাজ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠেন।

সিরাজুদ্দৌলার ক্রোধান্বিত হইবার আর এক সুদারুণ কারণ উপস্থিত হয়। তিনি সংবাদ পাইলেন, ইংরেজ কলিকাতায় নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছেন। ইংরেজ পক্ষ হইতে পত্র গেল,—"নূতন দুর্গ নির্ম্মিত হয় নাই; ফরাসির সঙ্গে যুদ্ধের সম্ভাবনা, তাই পুরাতন দুর্গের সংস্কার হইতেছে!"

সিরাজুদ্দৌলার ক্রোধ হইবে, তাহার আর অসম্ভব কি? তিনি একজন স্বাধীন তেজস্বী নবাব। তাঁহার রাজ্যের এক জন অপরাধী ইংরেজের আশ্রয় লইল; সিরাজুদ্দৌলা তাঁহাকে চাহিয়া পাঠাইলেন; ইংরেজ কিন্তু তাঁহার কথা রাখিলেন না। আজ যদি কলিকাতা হইতে কোন অপরাধী ফরাসডাঙ্গায় পলাইয়া যায়, আর ইংরেজ

---

* Orme's History of Indostan Vol. II.

রাজ যদি তাহাকে চাহিয়া না পান, তাহা হইলে কি ইংরেজ রাজের রাগ হয় না ?

এই সময় সিরাজ পূর্ণিয়ায় মধ্যম জ্যেষ্ঠ-তাতসূত সৈয়দ আহম্মদের পুত্র নবাব সকৎজঙ্গের বিরুদ্ধে সসৈন্য যাত্রা করিয়াছিলেন ; কিন্তু রাজ-মহলের নিকট ইংরেজের পত্র পাইয়া ক্রোধ-কম্পিত কলেবরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ না হউক, ইংরেজ আত্মরক্ষার্থ পুরাতন দুর্গের সংস্কার করিতেছিলেন, সন্দেহ নাই। যে সিরাজুদ্দৌলা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ইংরেজ বণিকের ভবিষ্যৎ ছায়া-চিত্রের কল্পনা করিয়া কণ্ট-কিত হইয়া উঠেন, যে সিরাজুদ্দৌলা অক্ষির প্রত্যেক পলক-বিক্ষেপে ব্রিটিশ-সিংহের বিশাল বদন ব্যাদিত মনে করেন, যে সিরাজুদ্দৌলা সেই ব্যাদিত-বদনের মধ্য দিয়া বণিকের বিরাট বিশ্বোদরে সমগ্র ভারত ভূমি নিহিত দেখিতে পান, ইংরেজের দুর্গ-সংস্কারও সেই সিরাজুদ্দৌলার সহনীয় হইবে কেন ?

কলিকাতা জয়।

নবাব কালবিলম্ব না করিয়া কাশীমবাজারে ইংরেজ-দুর্গ আক্রমণ করিবার জন্য তিন সহস্র সৈন্য প্রেরণ করেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২২ শে মে এই সৈন্য কাশীমবাজারে পৌঁছিয়া ইরেজ-দুর্গ বেষ্টন করিয়া থাকে। ২রা জুন স্বয়ং নবাব অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া আসিয়া উপস্থিত হন।

কাশীমবাজারের দুর্গস্থ লোকেরা আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ না করিয়া সিরাজুদ্দৌলাকে আত্মসমর্পণ করে। * কলিকাতার ইংরেজ-কোম্পানী কাশীম-বাজার-পতনের সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত ভীতিগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। দুর্গে দুইশতেরও অধিক লোক ছিল না †। ইহাদের মধ্যে আবার এক তৃতীয়াংশের অধিক ইউরোপীয় ছিল না। ইহা-দের ভিতর প্রকৃত রণক্ষম কেহ ছিল কি না

---

* অর্মি বলেন—সিরাজুদ্দৌলার সৈনিকদিগের অত্যাচার অসহ্য ভাবিয়া কাশীমবাজারের ইংরেজ সেনাপতি এনসাইনা ইলিয়ট গুলি করিয়া আত্ম-হত্যা করিয়াছিলেন।

† Thornton's History of British India, Vol. I, P. 183.

সন্দেহ। দুর্গে কয়েকজন শিক্ষা-প্রাপ্ত সৈন্য ছিল। আবশ্যক হইলে যুদ্ধ করিতে পারে, কলিকাতায় এমন অনেকগুলি ইউরোপীয় ও দেশবাসী প্রস্তুত ছিল; কিন্তু তাহারা সমর-বিদ্যায় তাদৃশ শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই। বন্দুকের "সোজা-উল্টা" অনেকেই জানিত না। * দুর্গের সৈন্য ও বাহি-রের সখের সৈন্য সর্ব্বশুদ্ধ ৫১৪ জন মাত্র। সহ-রের প্রায় ৩ সহস্র লোক আসিয়া দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিল। দুর্গও কিছু তেমন আক্রমণ-সহ ছিল না। বারুদাদি যাহা ছিল, তাহাতে তিন দিন মাত্রও সংকুলান হইবার সম্ভাবনা ছিল না। যাহা ছিল, তাহার অধিকাংশ পুরাতন, পচা এবং সেঁতোধরা। কামান টানিবার গাড়ী ছিল না অনেক অকর্ম্মণ্য কামান প্রাচীরের নিকট পড়িয়া-ছিল।

বোম্বাই এবং মাদ্রাজ হইতে সাহায্য পাইবার প্রত্যাশায় লোক পাঠান হয়; কিন্তু সেখান হইতে সময়ে সাহায্য আসিয়া পৌঁছানও কিছুতেই সম্ভব-পর ছিল না। ওলন্দাজ ও ফরাসিদের নিকট

* Holwell's India Tracts.

হইতে সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছিল। ওলন্দাজ সাহায্য করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। ফরাসি রাজী হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু ইংরেজকে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া, চন্দনগরে যাইয়া বাস করিতে বলিয়াছিলেন। এ প্রস্তাবে অবশ্য ইংরেজ সম্মত হন নাই। এই সময় নবাবও ওলন্দাজ এবং ফরাসির নিকট সাহায্য চাহিয়াছিলেন; কিন্তু সাহায্য পান নাই। নবাব মনে মনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু অসন্তোষ কার্য্যে প্রকাশ করেন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন, এ সময়ে তাঁহাদের সহিত বিবাদ বাধাইলে তাহারা ইংরেজের সঙ্গে যোগ দিবে। তাহা হইলে, অনর্থ ঘোরতর ঘনীভূত হইয়া উঠিবে। সিরাজুদ্দৌলার ইহা অবস্থাভিজ্ঞতা ও দীর্ঘদর্শিতার পরিচয়।

সিরাজুদ্দৌলা ৯ই জুন সসৈন্য কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। ১৫ই জুন সকল সৈন্য হুগলীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহার পূর্ব্বে ৯ই জুন তারিখে কলিকাতায় উমিচাঁদের ভবনে এক ভয়ানক অনর্থ সংঘটিত হইয়াছিল। নবাবের গুপ্তচরের অধ্যক্ষ উমিচাঁদকে একখানি পত্র

পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতে উমিচাঁদকে সাবধান হইবার আভাস দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার পরিবার ও সম্পত্তি কোন নিরাপদ স্থানে রাখিবার পরামর্শও এই পত্রে ছিল। পত্রখানি কোন রকমে ইংরেজের হস্তগত হয়। ইতিপূর্ব্বে ইংরেজ কোম্পানী উমিচাঁদের উপর বিরূপ হইয়াছিলেন। এই পত্রে তাঁহারা উমিচাঁদের উপর নানা সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিয়া দেন। বাড়ীর চারিদিকে সশস্ত্র বিংশতি জন রক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিল। উমিচাঁদের শ্যালক হাজারিমল অন্দরমহলে লুকাইয়াছিল। এক জন রক্ষী তাঁহার সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে ধরিতে যায়; কিন্তু উমিচাঁদের প্রায় তিন শত লোক জন তাহাতে বাধা দেয়। উভয়পক্ষে সংগ্রাম বাঁধিল। তুমুল সংগ্রামে উভয় পক্ষের অনেকেই আহত হইয়াছিল। এক জন উচ্চবংশসম্ভূত কর্ম্মচারী পরিবারবর্গকে রক্ষা করা দুঃসাধ্য ভাবিয়া বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দেন। সম্ভ্রান্ত রমণীবর্গ পাছে অপরিচিত লোকের দৃষ্টিপথবর্ত্তিনী হন; পাছে তাঁহাদের কোনরূপ কলঙ্ক রটে, এই ভয়ে তিনি স্বহস্তে যাবতীয় রমণীকে

(১৩ জন) হত্যা করিয়া আপনার গলদেশে অস্ত্রাঘাত করেন। ইহাতে কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। এই সময় কৃষ্ণদাস উমিচাঁদের বাড়ীতে ছিলেন। ইংরেজ-দুর্গ হইতে এক দল লোক গিয়া তাঁহাকে তথা হইতে লইয়া যায়।

হুগলীতে উপস্থিত হইয়া সিরাজুদ্দৌলা সতেজে সসৈন্য কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। ১৬ই জুন কলিকাতা-দুর্গবাসীরা নবাবের আগমন-বার্ত্তা প্রাপ্ত হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে একটা হুলস্থূল কাণ্ড বাঁধিয়া গেল। বিষম গণ্ডগোল বাঁধিল। সকলেই কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণে উদ্যোগী। কেহ কাহারও কথা মানে না। সেই সময়ে এক জন দুর্গস্থ লোক লিখিয়া গিয়াছেন,—"সকলেই পরামর্শ দিতে প্রস্তুত; কিন্তু প্রকৃত পরামর্শ দিতে কাহারও শক্তি নাই।" *

শত্রুপক্ষ হইতে অবিরলধারে ইংরেজ-দুর্গাভিমুখে গোলাবর্ষণ হইতে লাগিল। দুর্গবাসীরা আত্মরক্ষার্থ চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু সেই

* Cook's Evidence in First Report of Select Committee of the House of Commons, 1772.

অসংখ্য অগ্নিবর্ষী গোলার মুখে কতক্ষণ? দুর্গ-রক্ষা দুষ্কর দেখিয়া ১৮ই জুন তারিখে দুর্গস্থ স্ত্রীলোকদিগকে জাহাজে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তাহাদিগকে জাহাজে পৌঁছাইয়া দিবার ভার লইয়া মানিংহাম এবং ফ্রাকলাণ্ড নামে দুই সিবিলিয়নপুঙ্গব জাহাজে পলায়ন করেন। ক্রমে অনেকেই তাঁহাদের পথানুসরণ করিল। গবর্ণর ড্রেক এবং সেনাপতি কাপ্তেন মিনচিনও জাহাজে পথ দেখিলেন। জাহাজে পলাইতে গিয়া নৌকা ডুবিয়া অনেকেই মারা পড়িল।

দুর্গ এখন অধ্যক্ষহীন। যাহারা দুর্গে ছিল, তাহারা সাধ্যানুসারে আত্মরক্ষার্থ প্রয়াসী হইয়া কৌন্সিলের অন্যতম সভ্য হলওয়েল সাহেবের উপর কর্তৃত্বভার অর্পণ করিল। হলওয়েল সাহেব সাহসে বুক বাঁধিয়া দুর্গ-রক্ষার্থ শত্রুপ্রতি গোলা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। *

দুর্গের উপর নিশান উড়িল। পলায়িত জাহাজ-

* এই সময়ের লোকেরা বলেন, হলওয়েলের সাহস বীর্য্য ছিল না; তবে অন্য কোন উপায় ছিল না বলিয়া তাঁহাকে অগত্যা যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল।

Ives' Journey, P. 11.

বাসীদিগকে সাহায্যপ্রার্থনায় আহ্বানের সঙ্কেত হইল। জাহাজ নদী-তটের নিকট আসিতে লাগিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে চড়ায় আটকাইয়া গেল। দুর্গ-বাসীদিগকে সাহায্য করিতে কেহই আসিল না। কেহ কেহ বলেন,—এই সব কাপুরুষ ইংরেজ কুলাঙ্গার। কাপুরুষতা ইংরেজ চরিত্রের মহা-কলঙ্ক। এই সব কাপুরুষ ইংরেজের নাম হইলে লজ্জা ঘৃণায় ইংরেজের মস্তক অবনত হয়। হল-ওয়েল সাহেব দুই দিন অনবরত যুঝিয়াছিলেন; কিন্তু বিপুলবিক্রম শত্রুসৈন্য ক্রমে অগ্রসর হইয়া সহরের ঘরে ঘরে আগুণ ধরাইয়া দিল। ক্রমে শত্রুকর্ত্তৃক দুর্গ অধিকৃত হইল।

দুর্গ অধিকৃত হইলে পর নবাব সেনাপতি মীর-জাফরকে লইয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করেন। উমি-চাঁদ ও কৃষ্ণদাস তাঁহার সম্মুখে আনীত হইল। কাহারও প্রতি অসদ্ব্যবহার হয় নাই। পরে হল-ওয়েল সাহেব আনীত হইলে নবাব তাঁহাকে অভয় প্রদান করেন। হলওয়েল সাহেবের নিজকৃত গ্রন্থে এই কথা স্বীকৃত হইয়াছে। *

* Holwell's India Tracts.

কলিকাতার পুরাতন দুর্গ।

"ব্লাক হোল" বা "অন্ধকূপ"।

এইবার সেই লোমহর্ষণ অন্ধকূপ-বিবরণ! ইংরেজি ইতিহাসে যে অন্ধকূপের ভীষণ বর্ণন পাঠ করিলে ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়, এইবার সেই অন্ধকূপের বিবরণ। অন্ধকূপের বৈরনির্য্যাতন ভারতে ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি! অন্ধকূপের জন্য নবাব সিরাজুদ্দৌলার উপর আজিও অজস্র ধারে অভিসম্পাত বর্ষিত হইতেছে। অন্ধকূপে সিরাজুদ্দৌলার পৈশাচিকত্ব অপ্রক্ষালনীয়।

অর্মি, আইভিস্, ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি প্রাচীন ইতিহাস-লেখক হইতে বর্ত্তমান কালের লেথব্রিজ, বিভারিজ পর্য্যন্ত অন্ধকূপের অল্পবিস্তর বর্ণন করিয়াছেন। সেই বর্ণনের একটু পরিচয় লউন।

১৪৬ জন বন্দী হইয়াছিল। একটী কুড়ি বর্গ-ফুট দীর্ঘ-প্রস্থ গৃহে এই সকল বন্দীকে রাখিয়া কপাট বন্দ করিয়া দেওয়া হয়।* এই ঘরটী

* কেহ কেহ বলেন, ১৮ বর্গ ফুট।

অপরাধী সৈনিক পুরুষের কারাগাররূপে ব্যবহৃত হইত। ২০শে জুন। দারুণ গ্রীষ্ম। রাত্রিকালে ভয়ানক গ্রীষ্ম হইয়াছিল। এই গৃহে দুইটী মাত্র ছোট ছোট বাতায়ন ছিল। ১৪৬টী প্রাণীর দেহ-সংঘর্ষণে এবং দারুণ গ্রীষ্মের অত্যধিক প্রাদুর্ভাবে এই রুদ্ধদ্বার গৃহে থাকা একান্তই অসম্ভব। ক্রমে একান্ত অসহ্য হইল। সকলই আত্মরক্ষার্থ দ্বারে আঘাত করিয়া দ্বারভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিল। বিফল চেষ্টা! সকলেই উন্মত্ত হইয়া উঠিল! বন্দী হলওয়েল * কখন সান্ত্বনায়, কখন ভর্ৎসনায়, সকলকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি দ্বারবানকে বলিলেন,—"বাপু! তোমাকে এক সহস্র টাকা দিব, আমাদিগকে বাহির করিয়া দুইটী ঘরে রাখিয়া দাও।" রক্ষী চেষ্টা করিল; কিন্তু কোন উপায় হইল না।

* ১৭৬৪ সালে এই হলওয়েল সাহেব বিলাতে "India Tracts" নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের ভিতর একখানি পত্রে অন্ধকূপের বিবরণ পুঙ্খানুরূপে বিবৃত হইয়াছে। অন্যান্য ইতিহাস-লেখক তাঁহারাই বর্ণনা গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি একস্থলে লিখিয়াছেন,—"আমিও বন্দী হইয়াছিলাম। ঘামে আমার জামার আস্তানা ভিজিয়া গিয়াছিল। ভয়ানক তৃষ্ণায় আমি সেই ঘর্ম্মাক্ত আস্তানা চুষিয়াছিলাম।"

হলওয়েল আবার তাহাকে তদপেক্ষা অধিক টাকা দিতে স্বীকার করিলেন। রক্ষী চলিয়া গেল; কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"হইবার যো নাই; নবাব ঘুমাইতেছেন; তাঁহাকে কে জাগাইবে বল?"

ক্রমে যাতনা বাড়িল! ঘর্ম্মের স্রোত ছুটিল! পিপাসায় ছাতি ফাটিল! শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইল! সকলে দেহের বস্ত্র খুলিয়া ফেলিল! টুপি ফেলিয়া দিল। পিপাসায় জ্ঞানশূন্য! বেদনার ঘোর আর্ত্তনাদ! অবিরাম ঘর্ম্মনিঃসরণে একান্ত বলক্ষয়ে অনেকেই পড়িয়া গেল! দণ্ডায়মান ব্যক্তিবর্গের কঠোর পদচালনে তাহারা প্রাণত্যাগ করিল! কেবল আর্ত্তনাদ—"জল! জল!" জমাদার "মসক" কত জল আনাইয়া জানালার নিকট ধরিল! সকলেই "ত্রাহি" "ত্রাহি" শব্দে জানালার নিকট অগ্রসর হইতে লাগিল। জলে কিন্তু যাতনা বাড়িল! সকলেরই চেষ্টা অগ্রে জল খাইবে। যে বলবান্, সে দুর্ব্বলকে ঠেলিয়া জল খাইতে অগ্রসর হইল। দুর্ব্বল পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল! জানালার নিকট থাকিয়া, কেহ কেহ টুপিতে করিয়া জল লইয়া,

পশ্চাদ্বর্ত্তী লোককে দিল; কিন্তু তাহাতে তৃষ্ণা মিটিল না। পিপাসার বিষম বিকার! রক্ষিগণ দেখিয়া আমোদ করিতে লাগিল! কেহ বা জানালার নিকট আলো ধরিয়া বন্দীদিগের দুরবস্থা দেখিয়া বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ করিল! গাল খাইয়া, যদি রক্ষীরা গুলি করিয়া মারিয়া ফেলে, এই উদ্দেশ্যে অনেকে তাহাদিগকে গালি পাড়িল! কেহ বা অন্তিম ভাবিয়া ভগবানের নাম লইল! ক্রমে ক্রমে ২৩টী প্রাণী ব্যতীত আর সকলেই ইহলোক পরিত্যাগ করিল। হলওয়েল অজ্ঞান হইয়া মৃতবৎ পড়িয়াছিলেন। প্রাতঃকালে কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত হয়। জীবিত ব্যক্তিরা নবাবের নিকট প্রেরিত হইল। মৃতদেহসমূহ নিকটস্থ পয়ঃপ্রণালীতে সমাধি পাইল।

এইরূপ বিভীষণ বর্ণন সকল ইংরেজি ইতিহাসে দেখিতে পাইবে। দুই চারি জন ইংরেজি ইতিহাস-লেখক ভিন্ন সকলেই অন্ধকূপের নিষ্ঠুরতা জন্য সিরাজদ্দৌলাকে দায়ী করিয়া থাকেন।

মালিসন সাহেবের মতে অন্ধকূপের নিষ্ঠুরতা সিরাজুদ্দৌলার উপর আরোপিত হইতে পারে না।

এটা তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের কর্ম্ম। তাঁহার বিবেচনায় ইংরেজ বন্দীদিগকে বিনাশ করিবার আদেশ ছিল না। তিনি হলওয়েলের কথা প্রমাণে এইরূপ মত-পোষণে সক্ষম হইয়াছেন। *

ইতিহাস-লেখক টরেন্স বলেন,—"সিরাজুদ্দৌলার আদেশমতে যে এ কাজ হইয়াছে, এমন কোন তাহার প্রমাণ নাই। ইংরেজ বন্দীদিগকে হত্যা করিবার ইচ্ছা থাকিলে তিনি কখনই ২৩ জনকেও এ ভীষণবার্ত্তা ঘোষণা করিবার অবসর দিতেন না।" †

যে সকল ইতিহাস-লেখক অন্ধকূপের কথা তুলিয়া, নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে অতি বড় নিষ্ঠুর ভাবিয়া, ঘৃণা-কটাক্ষে দেখিয়া থাকেন, টরেন্স তাঁহাদিগকে "গ্লানকোর" হত্যাকাণ্ড স্মরণ করাইয়া দিতে চাহেন। হণ্টার সাহেবও সিরাজুদ্দৌলার ঘাড়ে দোষ চাপাইতে প্রস্তুত নহেন।

অন্ধকূপ-সূত্রে লর্ড মেকলে সর্ব্বাপেক্ষা ঘোরতর ঘনীভূত রঙ্গে সিরাজুদ্দৌলার প্রকট পৈশাচিক মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া নরচক্ষু-গোচর করিয়াছেন। ‡

* Malleson's Decisive Battles of India P. 46.

† Torrens' Empire in Asia P. 26.

‡ Lord Clive in Critical & Historical Essays P. 516.

অন্ধকূপের কথা কোন ইংরেজি ইতিহাসে অস্বীকৃত হয় নাই; কিন্তু সিরাজুদ্দৌলার দায়িত্ব সম্বন্ধে মতবিরোধ বহুবিধ। অন্ধকূপ-কাণ্ডের অস্তিত্বস্বীকারে কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ অসম্মত। পূর্ব্বোক্ত তিন খানি পারস্য ভাষায় লিখিত ইতিহাসে ইহার আদৌ উল্লেখ নাই। "মুতাক্ষরীণ" * একখানি প্রমাণ ইতিহাস। "মুতাক্ষরীণ" বলিয়াছেন,—"দুর্গ অধিকারের পর লুঠতরাজ হইয়াছিল। কতকগুলি ইংরেজ বন্দীকৃত হয়। কতকগুলি বিবি মীরজাফরের অনুগত অনুচর মীরজা আমীরবেগের হস্তগত হয়। মীরজা বেগ প্রভুর অনুমতি লইয়া তাহাদিগকে জাহাজে পৌঁছিয়া দিয়া আসেন। *

---

* मिष्टर डिरेक तंग होकर मुजतरिबाना कई आदमियोंसे जहाजपर सवार होकर अलग हो गया ; और बाकि मांदा जबतक बारूद गीला रहा लड़ते रहे। आखिरको बाजे मारे गये, और बाजे पकड़े आये ; और बड़ा माल और जिनसे नफीस कम्पनिये अङ्गरेज और दीगर सौदागरे हिन्द और इङ्गलिस्तान और आरमन वगैरह की कोठियोंसे, लश्करके गुर्गोंने लूट लिया। यह हाल २२ वीं तारीख रमजान के, सन ११६९ हिजरीमें दो महीने बड़े दिन बाद महाबत जंगके मरनेसे वाके हुआ।

मिष्टर हाटस वगैरह (जो कासिम बाजारकी कोठीमें थे) जिन्दा कैद

মুতাক্ষরীণের ইংরেজি অনুবাদক বলেন, এ ঘটনা সমস্ত বাঙ্গালা এমন কি কলিকাতারও বোধ হয়, কেহ জানিতে পারে নাই। অমি বলিতেছেন, এ ঘটনার পর কিন্তু অনেক ইংরেজ কলিকাতাবাসীর কুটীরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাহা হইলে কি করিয়া বলিব, কলিকাতার কেহ জানিতে পারে নাই ?

মহম্মদ আলি খাঁর কৃত, "টারিফি মুজফরি" গ্রন্থে অন্ধকূপের কোন উল্লেখ নাই। এই গ্রন্থ-খানিকে ঠিক বলিয়া ইংরেজী ইহিতাস-লেখকের সুদৃঢ় বিশ্বাস। কিন সাহেবের মতে এখানি খুব মান্য ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থেই লিখিত আছে,—

हुये ; और कई औरतें इङ्गलिस्तानी, मिरजा अमीर बेगके (जो कि रफीक महम्मद जाफर खां का था) हाथ आयी ; लेकिन मिरजाय मजकूरने कमाल अमानत और दियानतसे मीर महम्मद जाफर खांको खबर करके, पोशीदा सिराजुद्दौलासे, उनको मिष्टर डिरेगके जहाज पर, जो शहरसे दस बारह कोस था पहुंचा दी ; और कलकत्तेको वेरानीके बाद मानिक-चन्दको, जो दीवान था, राजा वर्द्धमानका पांच हजार सवार आठ सौ हजार पेयासे से, कलकत्तेमें छोड़ कर सिराजुद्दौला आप मुरशिदाबाद (अपने दारुल अमारत) को चला आया। खुलसाय तवारीख़ सियारुल मुता-खिरीं।

"ড্রেক সাহেব পলায়ন করিলে পর দুর্গের অবশিষ্ট লোক অতি সাহসের সহিত যুদ্ধ করে ; কিন্তু ক্রমে তাহাদের বারুদাদি ফুরাইয়া গেলে দুর্গ শত্রুর করতলগত হয়। যুদ্ধে কতক লোক মরিয়াছিল এবং কতক পরে বন্দী হইয়াছিল"।

হরিচরণ কৃত "চাহার গুলজারে" অন্ধকূপের নামমাত্র নাই।

অন্ধকূপের প্রকৃত অস্তিত্ব প্রমাণ কি ? সত্য সত্যই কি অন্ধকূপ বিবরণ কল্পনা বলিয়া মনে হয় না ? অন্ধকূপকে অমূলক বলিয়া সন্দেহ করিবার আরও অকাট্য প্রমাণ পাই। কলিকাতা পুনর্গ্রহণসঙ্কল্পে মাদ্রাজ হইতে আসিয়া ব্রিটীশ রণপোতাধ্যক্ষ ওয়াটসন সাহেব নবাবকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ ঘনীভূত হইয়া যায়। অন্ধকূপের নিষ্ঠুরতার কোন উল্লেখ সে পত্রে নাই। *

* নবাব ইংরেজকে এবং ইংরেজ নবাবকে অনেক পত্র লিখিয়াছিলেন। নবাবের পত্র অবশ্য পারস্য ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। আইভিস্ সাহেব তাঁহার ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। আইভিস্ সাহেব আডমিরাল ওয়াটসন সাহেবের জাহাজের ডাক্তার ছিলেন। এই আইভিস্ সাহেব

ওয়াটসনের পত্রে অন্ধকূপের আভাসমাত্র নাই। যে ... বার্ত্তা পাইয়া, বলিতেছ, বৈরনির্য্যাতনকল্পে ওয়াটসন ও ক্লাইব বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, ওয়াটসনের ও ক্লাইবের পত্রে তাহার উল্লেখমাত্র নাই। আছে ওয়াটসনের পত্রে "আমাদের কারখানা লুঠিয়াছ; অনেককে মারিয়াছ"

সে ভীষণ "অন্ধকূপের" কথা কৈ? সে নির্ম্মম নিষ্ঠুরতার আভাস কৈ? অত বড় সংঘর্ষণে কতকগুলি প্রাণিহত্যা হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? যুদ্ধে কতকগুলি লোক মরিয়াছে, পত্রে এই ভৎর্সনা-সূচনা মাত্র।

একটী ক্ষুদ্র গৃহে এক শত ছেচল্লিশ জন নর-জীব রুদ্ধ হইল; "জল জল" করিয়া আর্ত্তনাদ ছাড়িল; তৃষ্ণার যাতনায় এক শত তেইশটী প্রাণী

"Voyage from England to India" নামক যে পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাহাতে ইংরেজ ও নবাবের পত্রগুলি এবং সন্ধিসর্ত্তাদি সন্নিবেশিত আছে। পুস্তকের মধ্যে সেগুলি প্রকাশ করিলে পাঠসৌকর্য্যের ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা। এই জন্য সেগুলি অনুবাদ সহ পুস্তকের পরিশিষ্টে প্রকাশ করিলাম।

প্রাণত্যাগ করিল এবং অবশিষ্ট তেইশটী মাত্র মৃতপ্রায় রহিল। এ পত্রে সে দারুণ দৃশ্যের সে নির্ম্মম নিষ্ঠুরতার যাতনা-বিকাশ কিঞ্চিৎমাত্রও হইল না। অন্ধকূপ সত্য হইলে, যে পত্রের ছত্রে ছত্রে, অক্ষরে অক্ষরে, মর্ম্মতাপের তপ্তশ্বাস বিচ্ছুরিত, সেই পত্রে অন্ধকূপের বর্ণনা আগ্নেয় অক্ষরে লেখা থাকিত। পত্রে সে "কূপটীর" কথা, সে "কূপটী"র অঙ্গুলি-পরিমাণটী পর্য্যন্ত উল্লিখিত হইত। এইরূপ পত্রে পিপাসিত রুদ্ধশ্বাসমৃত প্রাণিগণের প্রেতাত্মার এবং তাহাদের শোণিতসম্বন্ধ জীবিত আত্মীয় জনের জীবাত্মার তৃপ্তি হয় কি?

ওয়াটসনের পত্রে অন্ধকূপের কথা নাই; ক্লাইবের পত্রেও নাই। ক্লাইব যখন মাদ্রাজ হইতে কালাপাণীতে উপস্থিত হন, তখন তিনি সিরাজুদ্দৌলাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। এই পত্রে এই কয়টী কথা ছিল,—"ড্রেকের অনাধিকারচর্চা হেতু যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা ক্ষমা করুন; টাকা দিতেছি, পূর্ব্বের মতন কুঠী স্থাপন করিবার অনুমতি দিন; আপনার রাজত্বে আবার ইংরেজের

বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক, ইহাতেই উভয়ের মনো-মালিন্য দূরীভূত হইবে। *

তবুও কি বলিবে না, অন্ধকূপের কথা অলীক? তবুও কি মনে হয় না, ইহা একমাত্র হলওয়েলের কল্পনা? দুরন্ত দুরাসদ ক্লাইব বৈর-নির্য্যাতনে বাঙ্গালায় আসিয়া বাঙ্গালার নবাবকে যে পত্র লিখিলেন, তাহাতে নবাবের দুরপনেয় কলঙ্ক অন্ধকূপের উল্লেখত আদৌ নাই; বরং স্পষ্টাক্ষরে ইংরেজপক্ষে ত্রুটী স্বীকার হইয়াছে। অন্ধকূপ প্রকৃত হইলে, বৈরনির্য্যাতনে আসিয়া সে কথা না বলিবার পাত্র ক্লাইব নহেন।

ইহার পর ক্লাইব ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর চেয়ারম্যানকে নবাবের সহিত সন্ধিসম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও অন্ধকূপের কথা লইয়া আন্দোলোনের অঙ্কুশমাত্র ছিল না। † তাৎকালিক অন্যান্য ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষের সহিত ক্লাইবের যে মনোবাদ হইয়াছিল, এই পত্রে তাহারই উল্লেখ ছিল; আর ছিল, এই কয়টী কথা,—"কলিকাতার

* মুতাক্ষরীণ।

† Thornton's British India Vol. I. P. 213.

হতভাগ্য ইংরেজ অধিবাসীদিগের পক্ষে নবাবকে যাহা কিছু বলিবার, তাহার কোন ত্রুটী করি নাই।” এ পত্রে অন্ধকূপের আভাসমাত্রও নাই। ইংরেজ ইতিহাস-লেখক থরনটন সাহেব লিখিয়াছেন,—“নবাবের সঙ্গে যে সব সন্ধিসর্ত্ত হয়, তাহাতে নবাবকৃত অনিষ্টের ক্ষতিপূরণ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে ; কিন্তু অন্ধকূপের কোন ক্ষতিপূরণ ধরিয়া লওয়া হয় নাই।” * অন্ধকূপ হইলেত তাহার ক্ষতিপূরণ। অন্ধকূপত হয় নাই ; পরে অন্ধকূপের একটা কল্পনা হইবে, বিধাতা যদি ক্লাইবকে এ ভবিষ্যদ্ বুঝিবার শক্তি দিতেন, তাহা হইলে যে ক্লাইব জাল-জুয়াচুরি করিতে কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত হন নাই, তিনি অন্ধকূপের কল্পনামাত্রেও নবাবের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ চাহিতে তিল পরিমাণে লজ্জানুভব করিতেন না। ক্লাইব মাদ্রাজ হইতে নবাবের নামে যে সব পত্র আনিয়াছিলেন, তাহাতেও অন্ধকূপের ঈষদ্ আভাসমাত্র থাকিলেও ক্লাইব নিশ্চিতই সে আভাসমাত্র হইতেই অন্ধকূপের

* সন্ধিসর্ত্তগুলি পরে প্রকাশিত হইয়াছে।

সর্ব্বত্রাসকর একটা ভীষণ বিকট বিশাল চিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া যাইতেন।

অন্ধকূপ হয় নাই। অন্ধকূপের কথা অলীক। অধুনা হলওয়েল সাহেবের "নারেটিভ" এবং "সিলেক্ট কমিটি"র রিপোর্ট অন্ধকূপের অকাট্য প্রমাণরূপে পরিচিত। যদি পলাশীর পূর্ব্বে এই সব প্রকটিত হইত, তাহা হইলে হয়ত সন্দেহ করিবার পক্ষে কতকটা বিঘ্ন হইত। পলাশীতে যখন ইংরেজভাগ্য নির্ণীত হইয়া গিয়াছে, যখন পলাশীর সেই কলঙ্ককাহিনী জগন্ময় বিঘোষিত হইয়াছে, তখন হলওয়েলের "নারেটিভ" এবং তাহার বহু পরে "সিলেক্ট কমিটি"র রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

যে সকল লোক "অন্ধকূপে" হত হইয়াছিল। বলিয়া কথিত হইয়াছে, সেই সকল লোকের স্মরণ-চিহ্ন স্বরূপ হলওয়েল সাহেব আপন ব্যয়ে একটী স্তম্ভ * প্রস্তুত করিয়াছিলেন

* এই স্তম্ভে যে কয়টী কথা লেখা ছিল বলিয়া প্রকাশ, তাহা এই,—

To
THE MEMORY
of
Edw. Eyre, Wm. Baillie, Esqrs. The Rev. Fervas Bellamy, Messrs, Jenks, Revely Law, Coales, Valicourt, Jebb, Torriano,

অন্ধকূপ হত্যার উল্লেখনির্ণয়ে যে সব ইতিহাসের নাম করিয়াছি, সেই সব ইতিহাসে এ স্মরণ-স্তম্ভ সম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ পাই নাই। ইতিপূর্ব্বে কলিকাতার হলমস্ কোম্পানীকর্ত্তৃক প্রকাশিত কোন গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায়, ১৮১৮ সালে "কষ্টম হাউস্" নির্ম্মাণের সময় এই স্মরণ-স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। বষ্টিদ্ সাহেবও এই কথার পোষকতা করেন। অন্ধকূপে যাঁহারা হত হইয়াছিলেন, শুদ্ধ তাঁহাদের নহে, যাঁহারা দুর্গ রক্ষার্থ আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন,

---

E. Page, S. Page Grub, Street, Harod, P. Johnstone, Ballard, N. Darke, Carse, Knapton, Gosling, Dod, Dalrymple ; Captains Clayton, Buchanan, Witherington ; Lieuts. Bishop, Hays, Blagg, Simpsom, J. Bellamy ; Ensigns Paccard Scot, Hastings, C. Wedderburn, Dumbleton : Sea Captains Hunt, Osburne, Purnell ; Messrs. Carey, Leech, Stevenson, Guy, Porter, Parker, Caulker, Bendall, Atkinson, who with sundry other Inhabitants, Miitary and Militia to the Number of 123 Persons, were by the tyranic violence of Siraj ud Dowal, Suba of Bengal suffocated in the Black Hole Prison of Fort William in the Night of the 20th Day of June 1756, and promiscuously thrown the succeeding morning into the Ditch of the Ravelin of this Place,

This
Monument is Erected
by
Their Surviving Fellow Sufferer,
J. Z. HOLWELL.

তাঁহাদের স্মরণ জন্য এই স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল, বষ্টিদ্ ইহাও বলেন। এহেন পবিত্র স্মরণ-স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল কেন? ইহাও কি কম সন্দেহোত্তেজক? তাহা না হইলেও অন্ধকূপের কথা যদি প্রকৃতপক্ষে কল্পনা হয়, তাহা হইলে, একটা "স্মরণ-স্তম্ভে"র কল্পনা করা বা "স্মরণ-স্তম্ভ" খাড়া করা কি বড় শক্ত কথা? ঠিক কোন্ সময়ে এ স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহারও ঠিক নাই। *

হলওয়েলকৃত গ্রন্থে যে পত্রখানিতে অন্ধকূপের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে, বুঝা যায়, হলওয়েল সাহেব ১৭৫৬ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি ডেভিড সাহেবকে পত্র লিখিয়াছিলেন। † কিন্তু ওয়াটসন্ সাহেব ১৭৫৬ সালে

* বষ্টিদ্ বলেন,—There is no record that I know of to show in what year this monument was put up. As Holwell got himself painted in the supposed act of supervising its erection, it raises the presumption that, the structure took place before he left India in 1760. Echoes from Old Calcutta, 2nd Edition, P, 46.

† বষ্টিদ্ লিখিয়াছেন,—"১৭৫৭ খৃঃ হলওয়েলের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাঁহাকে "সাইরেণ" জাহাজে করিয়া বিলাতে পাঠান হয়। পাঁচ মাসের পর তিনি বিলাতে পৌঁছান। জাহাজে থাকিয়া তিনি অন্ধকূপবিবরণ লিপিবদ্ধ করেন।" এতদিন ভারতে থাকিয়া এ কথা লিখেন নাই; আর সমুদ্র-বক্ষে

ডিসেম্বর মাসে নবাবকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে অন্ধকূপের কথার আভাসমাত্রও নাই। "কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরং ।" অধুনা অন্ধকূপের গৃহাবিষ্কার সম্বন্ধে নানারূপ "ধাষ্টাম" দেখিয়াও সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইয়া থাকে। *

চারি দিকের অবস্থা সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে অন্ধকূপের কথা কল্পনা বলিয়াই ধারণা হয়। হলওয়েলের এ কল্পনা অহেতুক বলিয়া মনে হয় না। এ কল্পনা কেন? ফরাসি শাসক ডুপ্লে

'সাইরেণে''র নিভৃত-কক্ষে বসিয়া লিখিলেন কেন, এ কথার উত্তর কেহ দিতে পারেন?

* জন্মভূমিতে "পলাশী" প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর একটী বন্ধু বলিয়াছিলেন,—"ওহে! তুমি বলিতেছ, অন্ধকূপ হয় নাই; তবে যে মধ্যে মধ্যে অন্ধকূপের গৃহ আবিষ্কৃত ও স্থান নির্দ্দেশিত হয়, সেটা কি? এই সে দিনও তো পোষ্ট আফিসে অন্ধকূপের ঘর আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এখনও পোষ্ট আফিসের উত্তর দিকের ফটকের খিলানে লেখা আছে—

"The stone-pavement close to this, marks the position and size of the prison cell in old Fort William, known in history as the Black Hole of Calcutta.

অধিকন্তু যেখানে অন্ধকূপের গৃহ ছিল বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে, সেই খানে একখানি পাথর বসান আছে। এই কথার উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম,—"বর্দ্ধমান যাইলে তথাকার অনেকেই একটী স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলেন, ঐ এখানে মালিনীর ঘর ছিল। তুমি কি বল, ঘর ছিল?" বন্ধু আর কোন উত্তর করিলেন না।

ভা[illegible] স্বদেশীয় কর্ত্তৃপক্ষগণের সহানুভূতি ও সহায়তা পান নাই। সেই জন্য তাঁহার অধঃপতন। তাঁহার অধঃপতনে ভারতে ফরাসির অধঃপতন। ভারতের ইংরেজ, বিলাতী কর্ত্তৃপক্ষগণের সহানুভূতিও সহায়তা অভাবে পাছে ভারতে দাঁড়াইবার স্থল না পান, হলওয়েলের এই ভাবনা হইয়াছিল। এই ভাবনার ফলে সিরাজুদ্দৌলার চরিত্রে চরম নৃশংসতার আরোপ করিয়া হলওয়েলের কল্পনায় অন্ধকূপের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই অন্ধকূপের বিভীষণ বিবরণ-বর্ণনায় বিলাতী কর্ত্তৃপক্ষের হৃদয়ে নিশ্চিতই সমবেদনার আবির্ভাব হইয়াছিল। এক জন স্বাধীন নবাবকে অকারণে রাজ্যচ্যুত করা হইয়াছে,পাছে ইংরেজের নামে এই এক সুদারুণ কলঙ্ক বিঘোষিত হয়, এই ভাবনায় স্বদেশপ্রিয় ও স্বদেশের সুনামপ্রত্যাশী হলওয়েলের মনে সেই কলঙ্কপ্রক্ষালনের উৎকট বাসনা হওয়াত অসম্ভব নহে। সেই কলঙ্কপ্রক্ষালনের প্রত্যক্ষ পথ সিরাজুদ্দৌলাচরিত্রে কলঙ্কারোপ। সেই কলঙ্কারোপের সহায় অন্ধকূপ-হত্যার সৃষ্টি। এখন যেমন ভারতে ইংরেজ রাজত্বে কোনরূপ অনর্থ বা অকার্য্যের দুর্নাম হইলে

বিলাতে পার্লিয়ামেণ্টের এক দল লোক তাহা লইয়া হৈ-চৈ করেন, তখনও বিলাতে এইরূপ এক দল লোক ছিলেন। পাছে তাঁহারা ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলঙ্ক কথা লইয়া হৈ চৈ করেন, হলওয়েল সাহেবের সে ভয়ও ছিল। তাঁহাদের মুখে চাপা দিবার জন্য যে হলওয়েল অন্ধকূপের সৃষ্টি করেন নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

"অন্ধকূপ সম্বন্ধে এখন অনেকেরই অবিশ্বাস হইয়াছে। জন্মভূমিতে "পলাশী" প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে এরূপ অবিশ্বাস কাহারও হইয়াছিল কি না জানি না। এখন কিন্তু কোন কোন কৃতবিদ্য সুলেখক অন্ধকূপে অবিশ্বাস করিয়া প্রবন্ধাদি লিখিতেছেন। ডাক্তার ভোলানাথ চন্দ্র একখানি ইংরেজি মাসিক পত্রে স্পষ্টই লিখিয়াছেন, অন্ধকূপের অস্তিত্ব অবিশ্বাস্য। তাঁহার প্রমাণ এই,—আঠার-বর্গ ফুট গৃহে এক শত ছেচ-ল্লিশ জন লোক কিছুতেই ধরিতে পারে না। *

ভোলানাথ বাবুর কথা উড়াইবার নহে। অন্ধ-কূপের কল্পনা সম্বন্ধে ইহা একটা প্রমাণ বটে;

* The Calcutta University Magazine, June 1896.

কিন্তু বলবৎ প্রমাণ নহে। ঘরটীর মাপে ও লোকের হিসাবে ত ভুল হইতে পারে। লোকের হিসাবটা যে হলওয়েলের কল্পনাসম্ভূত, আর এক জন সুলেখক, তাহার প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ইনি রাজসাহীর উকীল শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। ইনি ভারতীতে "সিরাজুদ্দৌলা" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ ধারাবাহিকরূপে লিখিতেছেন। প্রবন্ধের এক স্থানে উল্লেখ আছে, হলওয়েলের কথিত ১৪৬ জন বন্দী কারারুদ্ধ হওয়া বিশেষ সন্দেহজনক। ইহার প্রমাণ এই, যে দিন হলওয়েল সাহেব দুর্গ-রক্ষার ভার গ্রহণ করেন, সে দিন দুর্গে ১৭০ জন লোক ছিল বলিয়া ইতিহাসে লিখিত আছে। এই ১৭০ জন লোকের মধ্যে দুই দিবসের যুদ্ধে অনেকেই প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল; অনেকেই পলাইয়াছিল এবং অনেকেই মীরজাফরের কৃপায় নিরাপদে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছিল। তবে ১৪৬ জন থাকে কিসে? লোকের হিসাবসম্বন্ধে অক্ষয় বাবু যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে একান্ত নির্ভর করিতে পারা যায় না। এক কথা এই, যখন কত লোক মরিয়াছে, কত

লোক পলাইয়াছে, তাহার নির্দ্ধারণ নাই, তখন হলওয়েলের হিসাবটা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। আর এক কথা, অর্মি সাহেব স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন, ২০ জন হত ও আহত হইয়াছিল, ৭ জন অল্প আঘাত পাইয়াছিল এবং ৭০ জন পলাইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় হলওয়েলের হিসাবে ত্রুটি আছে, সহসা বলিব কিরূপে? তবে হলওয়েলের চরিত্র ও অবস্থা আলোচনা করিলে মনে হয়, সিরাজুদ্দৌলার নিষ্ঠুরতার প্রমাণ জন্য কারাগৃহের মাপটা কম করা এবং বন্দীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্বন্ধে কল্পনা অসম্ভব নহে। যাহা হউক, ইহা বলবৎ প্রমাণ না হইলেও, একটা প্রমাণ বটে। বলবৎ প্রমাণ ইতিহাসের প্রমাণাভাব।

অন্ধকূপ অলীক বলিয়াই ধারণা রহিল। ওয়াটসন বা ক্লাইব, কাহারও পত্রে অন্ধকূপের কথা নাই। বরং সিরাজুদ্দৌলা ইংরেজ কোম্পানীর দুর্গাদি লুণ্ঠন সম্বন্ধে আপনাকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিয়া আপনার সৈনিকদিগের উপর অনেকটা দোষারোপ করিয়াছেন।

অন্ধকূপ অলীক। তবে সিরাজুদ্দৌলা যে কলিকাতা আক্রমণ করিয়া ইংরেজকে তাড়াইয়াছিলেন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

সিরাজুদ্দৌলা কলিকাতা জয় করিয়া ১লা জুলাই পর্য্যন্ত কলিকাতায় অবস্থিত করিয়াছিলেন। তিনি আপন জয়ের কীর্ত্তিগৌরব স্বরূপ কলিকাতার নামটী "আলি নগর' অর্থাৎ "ভগবানের বন্দর" নামে পরিবর্ত্তন করেন।

বিজয়ে সিরাজ।

ইংরেজ ইতিহাস-লেখকগণ বলেন,—নবাবের কলিকাতায় অবস্থিতিকালে অন্ধকূপমুক্ত জীবিত হলওয়েল নবাবের সম্মুখে আনীত হন। নবাব তাঁহার প্রতি কোনরূপ সমবেদনা বা অপর মৃত বন্দীদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন নাই; বরং গুপ্ত ধন দেখাইয়া দিবার জন্য হলওয়েলকে পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। কোন ধন লুক্কায়িত আছে বলিয়া হলওয়েল স্বীকার করেন নাই। এই জন্য নবাব

তখন তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিতে হুকুম দেন। যাঁহাদের উপর হলওয়েলকে বন্দী করিয়া রাখিবার ভার দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া বন্দী করেন। তাঁহার সহিত কোর্ট এবং ওয়ালকট সাহেবও বন্দী হন। অবশিষ্ট ব্যক্তিরা অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। যে ইংরেজ রমণী অন্ধকূপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন, তাঁহাকে মীরজাফরের অন্দরমহলে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। *

মুতাক্ষরীণে এ সব কথা নাই। যখন অন্ধকূপেরই অস্তিত্ব নাই, তখন অন্ধকূপ হইতে যাঁহারা পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন বলিয়া ইংরেজ ইতিহাসে কথিত হইয়াছেন, তাঁহারা নবাবের সমবেদনার পাত্র হইবেন কিরূপে? তবে পরাজিত হলওয়েলকে যে বিজেতা নবাব গুপ্ত ধন দেখাইয়া দিবার কথা বলিবেন, তাহা অবশ্য বিচিত্র নহে। ইংরেজ বণিকের জন্য নবাবের অনেক টাকা ক্ষতি হইয়াছিল। সে ক্ষতিপূরণের

* Orme's Indostan vol. II. P. 77

প্রত্যাশায় ইংরেজের গুপ্ত ধন বাহির করিবার চেষ্টাটা নবাবের পক্ষে কিছু অসম্ভব নহে। * চতুর হলওয়েল জানিয়া শুনিয়া টাকা বাহির করিয়া দিতেছেন না, এরূপ বিশ্বাস হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নহে। ইংরেজ রমণীকে মীরজাফরের অন্দরমহলে পাঠান হইয়াছিল, একথা মুতাক্ষরীণে নাই। বরং মুতাক্ষরীণে ইহাই লিখিত আছে, মীরজাফরের সাহায্যে অনেক ইংরেজ রমণী ও পুরুষ পলাইবার পথ পাইয়াছিলেন।

২রা জুলাই নবাব কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া মুরশিদাবাদাভিমুখে যাত্রা করেন। যাইবার দুই তিন দিন পূর্ব্বে তিনি পরাজিত ইংরেজদিগকে সহরে থাকিতে হুকুম দিয়াছিলেন। উমিচাঁদ এই সব ইংরেজের আহারবাসের যথাযোগ্য

* অর্ম্মি লিখিয়াছেন,—ইংরেজদিগকে বাণিজ্য করিবার অধিকার দিয়া যে ছাড় দেওয়া হইয়াছিল, অনেক নীচমনা নীচপদবী ইংরেজ বণিক এদেশীয় ও অন্য দেশীয় বণিককে সে ছাড় বিক্রয় করিয়াছিলেন। এই সব এদেশীয় বণিক ও অন্য দেশীয় বণিকের বাণিজ্য করিবার অধিকার ছিল না; সুতরাং এইরূপ ছাড় বিক্রয়ে নবাবের অনেক অর্থ ক্ষতি হইত। নবাব ইংরেজের উপর যে বিরক্ত হইয়াছিলেন, ইহাও তাহার আর একটা কারণ।

ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। মাণিকচাঁদ কলিকাতার কর্ত্তৃত্ব ভার পাইয়াছিলেন। *

মাণিকচাঁদের আধিপত্য দেখিয়া মীরজাফর রহিম খাঁ প্রভৃতি নবাবের পুরাতন কর্ম্মচারীরা বিদ্বেষবিষে জর্জরীভূত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে যখন নবাব মোহনলালকে মন্ত্রিপদে এবং মীরমদনকে সেনাপতিপদে অধিষ্ঠিত করেন, তখন মীরজাফরের হৃদয়ে বিদ্বেষ-বীজ রোপিত হইয়াছিল। † এখন মাণিকচাঁদের আধিপত্যে তাহা অঙ্কুরিত হইল। মীরজাফরের বিদ্বেষ হইতে পারে। কেননা, সমগ্র বঙ্গের মসনদের জন্য এবং যুবক সিরাজের উপর আধিপত্য স্থাপন করিবার জন্য উৎকট লালসায় মীরজাফর উদ্ভ্রান্ত হইয়া

* এখানে ইতিহাস-লেখকদের মতভেদ আছে। মুতাক্ষরীণে লেখা আছে, মাণিকচাঁদ বর্দ্ধমানরাজের দেওয়ান। তিনি ৮।৯ সহস্র পদাতিক ও ৬৫ সহস্র অশ্বারোহীর আধিপত্য পাইয়াছিলেন। ইংরেজ ইতিহাস-লেখকেরা বলেন, মাণিকচাঁদ হুগলীর ফৌজদার এবং সহস্র সৈন্যের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন।

† মোহনলাল মহারাজা উপাধি পাইয়াছিলেন। তাঁহার উপর পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী-রক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছিল। Stewart's History of Bengal, P. 309.

পড়িয়াছিলেন। সিরাজুদ্দৌলা কি তাহা বুঝেন নাই? সিরাজুদ্দৌলা জানিতেন, এক দিন বঙ্গের মসনদলোভে এই মীরজাফর বৃদ্ধ মাতামহ আলীবর্দ্দী খাঁর বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছিলেন। * সুচতুর সিরাজ কোন্ সাহসে এই মীরজাফরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবেন? মীরজাফরের উপর বিশ্বাস ছিল না বলিয়া সিরাজ আপনার রাজপথ পরিষ্কৃত রাখিবার জন্য মোহনলাল ও মীরমদনকে উচ্চপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। এ নিয়োগের অপব্যবহার হয় নাই। পাঠক! পরে পরিচয় পাইবেন, এই দুইটী পুরুষ প্রভুকে রক্ষা করিবার জন্য কিরূপ আত্মবিসর্জ্জনে উদ্যত হইয়াছিলেন এবং মীরজাফর কিরূপ ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করিয়া সিরাজের সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন।

মাণিকচাঁদ কলিকাতার ভার পাইয়া ইংরেজের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। এক দিন একটী ইংরেজ সৈন্য মাতাল হইয়া একটী মুসলমানকে হত্যা করিয়াছিলেন। মাণিকচাঁদ ক্রুদ্ধ

* মুতাক্ষরীণ।

হইয়া সকল ইংরেজকে হত্যা করিবার হুকুম দেন। ইংরেজরা ভয়ে ফরাসী, ওলন্দাজ ও প্রুসিয়াদিগের কুঠীতে পলাইয়া যান। পরে তথা হইতে তাঁহারা পলতায় আসিয়া আশ্রয় লন। তাঁহাদিগকে পলতার নিকট নদীর উপর জাহাজেই থাকিতে হইয়াছিল।

নবাব মুরশিদাবাদ যাইবার সময় হুগলী হইয়া যান। হুগলীতে ওলন্দাজেরা সাড়ে চারি লক্ষ টাকা এবং ফরাসীরা সাড়ে তিন লক্ষ টাকা উপঢৌকন দিয়াছিলেন। মুরশিদাবাদে উপস্থিত হইয়া নবাব ১১ই জুলাই মাতামহীর অনুরোধে বন্দী হলওয়েল ও তাঁহার সঙ্গীদিগের মুক্তি প্রদান করেন। ইতিপূর্ব্বে হুগলীতে বন্দী ওয়াটস্ ও তাঁহার সঙ্গীরা মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

ইংরেজকে কলিকাতা হইতে তাড়াইয়া সিরাজ কতকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন। ইংরেজ অবশ্য নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। আর নিশ্চিন্ত হন নাই, সেনাপতি মীরজাফর, রহিম খাঁ, প্রাচীন কর্ম্মচারী ওমার খাঁ, রাজ দুর্ল্লভ এবং জগৎসেট। তাঁহাদের হৃদয়ে বিদ্বেষের দাবানল ধু ধু প্রজ্বলিত

হইয়াছিল। তাঁহারা অতি সন্তর্পণে ও সাবধানে সিরাজের সর্ব্বনাশ করিবার সংকল্পসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া পূর্ণিয়ার নবাব শকৎজঙ্গকে বাঙ্গালার সিংহাসনে বসাইবার সংকল্পে সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। নির্ব্বোধ শকৎজঙ্গকে বাঙ্গালার মসনদের মরীচিকায় মুগ্ধ করিয়া ষড়যন্ত্রকারীরা শকৎজঙ্গকে গোপনে পত্র লিখিয়াছিলেন।

শকৎজঙ্গ ষড়যন্ত্রের মোহ জালে আবদ্ধ হইয়া সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। তাঁহার সুবিজ্ঞ সুচতুর শিক্ষক ও সচিব তাঁহাকে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য নিষেধ করিয়াছিলেন।* তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন,—"ষড়যন্ত্রকারীরা আজ তোমায় উৎসাহ দিতেছে, ইহার পর তাহারাই যে তোমায় তাড়াইবে না, কে বলিতে পারে?" শকৎজঙ্গ এ সদুপদেশ শুনিবার পাত্র নহেন। তিনি কুলোকের কুপরামর্শে বুদ্ধিমান্ সচিবের কথা অগ্রাহ্য করিয়া

* ইনি মুতাক্ষরীণ রচয়িতা সৈয়দ গোলাম হোসেন।

সিরাজুদ্দৌলার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইয়াছিলেন। তিনি নানা উপায়ে দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে আদেশপত্র আনাইয়া আপনাকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব বলিয়া ঘোষণা করেন।

সিরাজ রায় দুর্লভের ভ্রাতা রাসবিহারীকে পূর্ণিয়ার বীরনগরের ফৌজদারীপদে নিযুক্ত করেন। শকৎজঙ্গ রাসবিহারীর হস্তে বীরনগরের ভার অর্পণ করেন, এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিয়া সিরাজ রাসবিহারীকে শকৎজঙ্গের নিকট পাঠাইয়া দেন। রাসবিহারী রাজমহলের নিকট উপস্থিত হইয়া শকৎজঙ্গকে সিরাজের পত্র প্রেরণ করেন। শকৎজঙ্গ সিরাজের পত্র পাইয়া, কি করা কর্ত্তব্য, ইহা স্থির করিবার জন্য আপনার মন্ত্রিবর্গকে আহ্বান করেন। মন্ত্রীদিগের মধ্যে সৈয়দ গোলাম হোসেন পরামর্শ দেন,—"আপাততঃ সিরাজুদ্দৌলাকে সৌজন্য সহকারে একখানি পত্র লেখা হউক। সম্মুখে বর্ষা। এই সময় কোন রূপ গোলযোগ বাধাইলে যুদ্ধ করা কষ্টকর হইবে। বর্ষাবসানে যুদ্ধ করিবার সুবিধা। সেই সময়

ইংরেজের সাহায্য পাইবারও অনেক প্রত্যাশা আছে।"

শকৎজঙ্গ সৈয়দ গোলাম হোসেনের পরামর্শ না লইয়া সিরাজুদ্দৌলাকে এই মর্ম্মে পত্র লিখেন,—"আমি বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব। তুমি আমার আত্মীয়। তোমার কোন ক্ষতি করিব না। তুমি রাজ্য ধন আমাকে অর্পণ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের যথা ইচ্ছা চলিয়া যাও।" রাজমহলে রাসবিহারীর নিকট এই পত্র প্রেরিত হয়। রাসবিহারীর নিকট হইতে সিরাজ অবশ্য এই পত্র প্রাপ্ত হন। পত্র পাইয়া সিরাজুদ্দৌলার কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তিনি তদ্দণ্ডেই আপন সেনাপতিদিগকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবার জন্য আদেশ করিলেন। বিহারের সহকারী শাসনকর্ত্তা রাজা রামনারায়ণের প্রতি হুকুম হইল, তিনি যেন সৈন্যগণ লইয়া পূর্ণিয়া আক্রমণ করেন। অতঃপর সিরাজ স্বয়ং সৈন্যসহ রাজমহলের দিকে অগ্রসর হন।

---

* ইংরেজের নিকট সাহায্য পাইবার প্রত্যাশা আছে, এ কথায় সহসা কাহার না সন্দেহ হয়, সিরাজের বিপক্ষে মীরজাফরপ্রমুখ মুরশিদাবাদের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, তাহাতে ইংরেজেরও সংস্রব ছিল?

তাঁহার সেনাপতি রাজা মোহনলাল অপর এক দল সৈন্য লইয়া অপর দিকে যাত্রা করেন।

সিরাজের যুদ্ধযাত্রার বার্ত্তা পাইয়া শকৎজঙ্গ আপন সৈনাধ্যক্ষদিগকে যুদ্ধার্থ আদেশ করেন। নবাবগঞ্জের নিকট একস্থানে শকৎজঙ্গের সেনারা শিবির স্থাপন করেন। যে স্থানে সেনানিবেশ হইয়াছিল, তাহার সম্মুখে জলাভূমি এবং চারিদিকে হ্রদ ছিল। জলার মধ্যে কেবলমাত্র একটী পথ ছিল। শকৎজঙ্গের সেনাপতিরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। পরে শকৎজঙ্গ সৈন্যসহ আসিয়া উপস্থিত হন। এই সময় সিরাজসৈন্য অগ্রসর হইয়া শকৎজঙ্গের শিবির অভিমুখে গোলাবর্ষণ করিল।

উভয় পক্ষে গোলা চলিয়াছিল। কিন্তু শকৎজঙ্গের সৈন্যমণ্ডলে শৃঙ্খলা ছিল না। এই বিশৃঙ্খল অবস্থায় শ্যামসুন্দর নামে শকৎজঙ্গের এক জন হিন্দু সৈন্যাধ্যক্ষ অসম সাহসে ও বিপুল বীর্য্যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

শকৎজঙ্গ ভাঙ্গে উন্মত্ত; বারাঙ্গনা বাইজির মধুর তানে বিমোহিত। এদিকে তাঁহার সেনাগণ

সিরাজসৈন্যের প্রবল প্রতাপে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। বিষম অবস্থা বুঝিয়া সেনাপতিরা ভাঙ্গমত্ত শ্লথশক্তি শকৎজঙ্গকে একটী হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আনয়ন করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইবামাত্র সিরাজসৈন্যের এক ভীম গোলার আঘাতে তিনি হস্তী হইতে পতিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। শকৎজঙ্গের এই অবস্থা দেখিয়া তদীয় সৈন্যগণ পলায়ন করে।

দুই দিন পরে রাজা মোহনলাল পূর্ণিয়ায় প্রবেশ করিয়া ধন-রত্নরাজি হস্তগত করেন এবং আপন পুত্রকে পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা করিয়া অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকদিগকে মুরশিদাবাদে পাঠাইয়া দেন। *

ইংরেজ বিতাড়িত; শকৎজঙ্গ নিহত; দুই মহাশক্রদায় হইতে নিস্তার পাইয়াছেন ভাবিয়া সিরাজ আপনাকে অনেকটা নিশ্চিন্ত ভাবিয়াছিলেন। জয়োল্লাসে মুরশিদাবাদ পূর্ণ প্রবাহে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। হতভাগ্য সিরাজ ত তখন বুঝেন নাই, ষড়যন্ত্রের কি পূর্ণপ্রদীপ্ত নিত্য-

* শকৎজঙ্গের বিস্তারিত বিবরণ মুতাক্ষরীণে বর্ণিত আছে।

ঘূর্ণমান্ মহাচক্রের মধ্যে তিনি অধ্যুষিত! তিনিত বুঝেন নাই, নবাবী মসনদের মহালক্ষ্মী ভবিষ্যদ্ বিভীষিকার বিরাট বিশাল যবনিকা ধীরে ধীরে আকুঞ্চিত করিতে করিতে সতর্ক পদক্ষেপে কোন্ দিকে অগ্রসর হইতেছেন!

মান্দ্রাজে মন্ত্রণা।

সিরাজ নিশ্চিন্ত ছিলেন; ইংরেজ কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? কলিকাতা-দুর্গের অধঃপতনে ভারতে ব্রিটিশ বণিকের ভবিষ্যদ্ দুর্ভাগ্য সূচিত হইয়াছিল। বণিকের বাণিজ্য-বিলুপ্তির আশঙ্কা অপেক্ষা দুর্ভাবনা বা দুর্ভাগ্যসূচনা আর কি আছে? কলিকাতায় যখন ইংরেজ বণিক ঈদৃশ হৃতসর্ব্বস্ব এবং হতবিক্রম, তখন বাণিজ্য-সমৃদ্ধির সম্ভাবনা কোথায়? তাই কলিকাতা-দুর্গের পতনসংবাদে মান্দ্রাজে ইংরেজ কোম্পানীর প্রভু-শক্তি বাত্যা-বিক্ষুব্ধ সাগরবদ্ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল।

দাক্ষিণাত্যে "আরকট অবরোধে"র পর হইতে নানা সংঘর্ষণে ইংরেজ কোম্পানী বিজয় লাভ করিয়া বাণিজ্যবৃদ্ধি সম্বন্ধে বড় আশান্বিত হইয়াছিলেন। তদপেক্ষা একটা উচ্চতর আশাও তাঁহারা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন। সত্য সত্যই তখন ভারতের শাসনশক্তিরই একটা আশাঙ্কুর ইংরেজ বণিকের হৃদয়ে উদ্ভূত হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় কলিকাতার পতনসংবাদে মাদ্রাজের কর্তৃপক্ষ যে মর্ম্মাহত হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? তবে এ দারুণ মর্ম্মাঘাতে কলিকাতার পুনরুদ্ধার জন্য একটা উৎকট উত্তেজনা উত্থিত হইয়াছিল।

১৫ই জুলাইয়ের পূর্ব্বে মাদ্রাজে কাশীমবাজার-পতনের সংবাদ পৌঁছায় নাই। যখন সিরাজ কলিকাতা আক্রমণ করেন, তখন ড্রেক সাহেব এবং তৎপশ্চাদ্ অন্যান্য ইংরেজ পলায়ন করিয়া পলতায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহারা পলতার নিকটেই জাহাজের উপর অবস্থিতি করিতেছিলেন। পলতা অস্বাস্থ্যকর বলিয়া কেহ সাহস করিয়া জাহাজ হইতে অবতরণ করেন নাই। তথাকার অনেক গৃহাদি গোলাঘাতে ভগ্ন-

জীর্ণ হইয়াছিল। কাজেই জাহাজে অবস্থিত ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। পলতায় ওলন্দাজদিগের জাহাজ রাখিবার প্রধান আড্ডা। নবাবের ভয়ে ওলন্দাজেরা এবং অন্যান্য অধিবাসীরা ইংরেজ-দিগকে কোনরূপ সাহায্য করিতে অগ্রসর হন নাই। নবাব কলিকাতা পরিত্যাগ করিলে পর এদেশের লোকেরা ইংরেজদিগকে আহারাদি সম্বন্ধে সাহায্য করিয়াছিল।

পলায়িত ইংরেজমণ্ডলী এই দারুণ দুর্দ্দশার জন্য ড্রেক সাহেবকে দোষী করিয়াছিলেন। মনোভঙ্গে ও মতভেদে বাস্তবিক তখন ইংরেজ-দের মধ্যে একটা বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়া-ছিল। তবে ইংরেজের সৌভাগ্য এই যে, এই-রূপ বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও সকলে গবরণর ও কৌন্সি-লের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। জুলাই মাসের প্রথমে গবরণর ড্রেক সাহেব, এক জন সামরিক কর্ম্মচারীসহ সিবিলিয়ন মানিংহাম সাহেবকে মাদ্রাজে পাঠাইয়া দেন। মাদ্রাজের কর্ত্তৃপক্ষরা তাঁহাদের মুখ হইতে ইংরেজের দুঃসংবাদ পাইয়া ব্যথিত হইয়াছিলেন। বিশেষ

এই সময় ইংলণ্ড হইতে সংবাদ আসিয়াছিল যে, ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ হইতেছে। তখন কি করা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণার্থ সকলেই পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পরামর্শে সিদ্ধান্ত হইল, বাঙ্গালায় ইংরেজের দুর্গাদি সুদৃঢ় করা কর্ত্তব্য। এইরূপ কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ করিয়া মাদ্রাজের কর্ত্তৃপক্ষরা দুই শত ত্রিশ জন সৈন্যসহ মেজর কিল পেটরিককে বাঙ্গালায় প্রেরণ করেন।

৫ই আগষ্ট মাদ্রাজের কর্ত্তৃপক্ষরা কলিকাতা-পতনের সংবাদ পাইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সময় পিগট সাহেব মাদ্রা-জের গবরণর ছিলেন। তিনি সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া ধার্য্য করিলেন, যেরূপেই হউক বৈরনির্য্যাতন করিয়া কলিকাতার উদ্ধার সাধন করিতেই হইবে। পিগট স্বয়ং বৈরনির্য্যাতনকল্পে সৈন্যাধ্যক্ষপদ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, রণকৌশলে তাঁহার তাদৃশ ভূয়োদর্শন ছিল না; অধিকন্তু তিনি যত সৈন্য লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিতেছিলেন, তাঁহার অন্যান্য সঙ্গী কর্ত্তৃপক্ষ তত সৈন্য সরবরাহ করা অসম্ভব বলিয়া সিদ্ধান্ত

করিয়াছিলেন। সুতরাং পিগটের সৈন্যাধ্যক্ষ-পদ গ্রহণের চেষ্টা বিফল হইল।

উপস্থিত বিপত্তি-ত্রাণের উপায় কি? কলিকাতার পুনরুদ্ধার ভিন্ন ত ভারতে ইংরেজের অস্তিত্ব অসম্ভব। সেই জন্য সাগর-লঙ্ঘনবৎ দুষ্করাদপি দুষ্কর কার্য্য-ভার কাহার উপর সমর্পিত হইবে, তাহাই হইল বিষম ভাবনার বিষয়। যিনি মনে করিলে, রণক্ষেত্রে মুহূর্ত্তে ৫০।৬০ সহস্র সৈন্য সমাবেশ করিতে পারেন, তাঁহার সঙ্গে সহস্রাধিক-মাত্র সৈন্য-সহায়ে যুদ্ধ করা অমানুষিক অসম-সাহসের কাজ। সে সাহস কাহার আছে? কর্ণেল আলডরকন্ সাহসী ও শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন বটে; কিন্তু ভারতে কোথায় কি ভাবে কেমন করিয়া যুদ্ধ করিতে হয়, সে সম্বন্ধে তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র অভিজ্ঞতা ছিল না। তাঁহাকে বিশ্বাস না করিবারও আর একটা বিশেষ কারণ ছিল। তিনি ইংলণ্ডেশ্বরপ্রেরিত কোন সেনাদলের অধ্যক্ষ স্বরূপে ভারতে অবস্থিতি করিতেছিলেন, ব্রিটিশ বণিককোম্পানীর শাসনশক্তি মানিতে কোনরূপেই বাধ্য ছিলেন না; সুতরাং তাঁহার প্রতি যুদ্ধভার

সমর্পণ করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইল না। কলিকাতা-পতনের প্রতিশোধ লইবার যোগ্যপাত্র একমাত্র কর্ণেল লরেন্স। তিনি যদি অসুস্থ না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকেই মনোনীত করা হইত।

উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের মধ্যে অবশিষ্ট রহিলেন, আরকট-বিজয়ী বীর ক্লাইব। ক্লাইবের সাহস-প্রতিষ্ঠা তখন পূর্ণমাত্রায় সমুত্থিত। যখন পর্য্যায়-ক্রমে অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের কলিকাতায় যুদ্ধ-যাত্রা করিবার পক্ষে একটা না একটা বিঘ্ন-বাধা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল, তখন সেই দুঃসাহসিক দুরন্ত ক্লাইবের প্রতি একেবারে সকলেরই দৃষ্টি পতিত হইল। অর্মি * সাহেব, ক্লাইবকে সেনাপতি-পদে বরণ করিবার জন্য, প্রথম প্রস্তাব করেন। কর্ণেল লরেন্স কর্ত্তৃক সে প্রস্তাব সমর্থিত হয়। তখন সকলে এক বাক্যে ক্লাইবকে সৈন্যাধ্যক্ষপদে অভিষিক্ত করিলেন। সহস্রাধিক মাত্র সৈন্য লইয়া বিপুল বলসম্পন্ন দুদ্ধর্ষ নবাব সিরাজুদ্দৌলার সঙ্গে যুদ্ধ করা বড় সহজ

* ইনিই "History of Indostan" নামক গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

কথা নহে। ক্লাইব তাহা বুঝিয়াও আপনার গৌরব-ক্ষয়-ভয়ে কেবল অসীম সাহসে নির্ভর করিয়া সহযোগীদের অমৃতায়মান অভিষেক-বাণী মস্তক পাতিয়া লইয়াছিলেন।

সিদ্ধান্ত হইল, কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর এবং কৌন্সিল, অসামরিক এবং ব্যবসায়িক শক্তি সঞ্চালন করিবেন; কিন্তু সকল সামরিক ব্যাপারে ক্লাইব সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলিবেন। মিঃ মানিং-হাম ইহাতে আপত্তি তুলিলেন। কলিকাতা আক্রমণকালে এই মানিংহাম সাহেব, সর্ব্বাগ্রে পলায়নের পথ দেখিয়াছিলেন এবং অন্যান্য পলাতকদিগের প্রতিনিধিস্বরূপে মান্দ্রাজে প্রেরিত হইয়াছিলেন। আপত্তিটা খুব সুদৃঢ় ভাবেই উত্থিত হইয়াছিল; কিন্তু কিছুতেই টিকিল না।

আলডরকনকে সৈন্যাধ্যক্ষপদ প্রদান করা হয় নাই বলিয়া ক্ষোভরোসে তাঁহার দারুণ মর্ম্ম-দাহ ঘটিয়াছিল। প্রত্যক্ষপ্রমাণে সে মর্ম্মদাহ ফুটিয়াও বাহির হইয়াছিল।

ক্লাইব স্থলভাগে সৈন্য সঞ্চালনের ভার পাইলেন; আডমিরল ওয়াটসন রণ-পোতের

অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত হইলেন। বঙ্গের বৈর-নির্য্যাতনকল্পে নয়শত ইউরোপীয় এবং পনের শত মাত্র সিপাহী সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছিল। ক্লাইব ও ওয়াটসন অসমসাহসে অকূল পাথারে ঝাঁপ দিলেন। এই সামান্য সংখ্যক সৈন্য লইয়া, তাঁহারা পাঁচখানি রণ-পোতে আরোহণ করিলেন।* পাঁচখানি পোতে ২৬৪টী কামান ছিল। এতদ্ব্যতীত রসদাদি বহনার্থ তাঁহারা আর পাঁচখানি পোত সঙ্গে লইয়াছিলেন। আডমিরল ওয়াটসন একখানি পোতে আপন পতাকা উড়াইয়া দিলেন। ক্লাইব অপর একখানিতে আরোহণ করিলেন। দাক্ষিণাত্যের নবাব সলবৎজঙ্গ এবং আরকটের নবাব মহম্মদ-আলি সিরাজুদ্দৌলাকে ভয়মৈত্রী প্রদর্শন করিয়া, এই ভাবে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার দ্বারা ইংরেজ কোম্পানীর যে ক্ষতি হইয়াছিল, ত্বরায় তাহা পূরণ করিয়া দিতে হইবে। ক্লাইব এই পত্রগুলি সঙ্গে করিয়া লইয়াছিলেন। †

* পাঁচখানি রণপোতের নাম,—কেণ্ট, কম্বর্লাণ্ড, টাইগার, সলসবারি এবং ব্রিজওয়াটার।

† এই পত্রে অন্ধকূপের উল্লেখমাত্র ছিল না।

সকলেই সুসজ্জিত। বন্দর পরিত্যাগ করিবার অপেক্ষামাত্র। এই সময় এক ঘোর বিভ্রাট উপস্থিত হইল। মাদ্রাজের ব্রিটিশ বণিক আপনাদের পোতসমূহে আলডরকনের কর্ত্তৃত্বাধীন ইংলণ্ডেশ্বরের কতিপয় সৈন্য, কামান এবং রসদাদি তুলিয়া দিয়াছিলেন। আলডরকন পূর্ব্বাপমানের প্রতিশোধ লইবার অবসর বুঝিয়া বণিক-পোত হইতে আপনার যাবতীয় সৈন্যাদি নামাইয়া লইলেন। সেও প্রায় দুই শত জন হইবে।

সাহসী নির্ভীক ক্লাইব তাহাতেও কিঞ্চিৎমাত্র বিচলিত না হইয়া অদম্য বীরদম্ভে বুক বাঁধিয়া ১৮৫৬ সালের ১৬ই অক্টোবর মাদ্রাজবন্দর পরিত্যাগ করেন।

কলিকাতায় ক্লাইব।

পথে বাত্যাবর্ত্তে বহু বিঘ্ন সংঘটিত হইয়াছিল; কিন্তু বিধি যা'রে সুপ্রসন্ন, তা'র বিপদ কতক্ষণ?

সকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ক্লাইব ও ওয়াট-সন সাহেব ১৫ই ডিসেম্বর পলতায় আসিয়া উপ-স্থিত হন। দুইখানি বাদে অবশিষ্ট কয়েকখানি জাহাজ ২০শে ডিসেম্বর তথায় আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হয়। কম্বর্লাণ্ড নামক রণপোত খানি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। সেই খানিতে আডমিরল্ পিগট সাহেব ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে প্রায় আড়াই শত ইউরোপীয় সৈন্য ছিল। সেইখানি আসে নাই; আর আসে নাই, মালবরো নামক এক-খানি জাহাজ। এ খানিতেও অনেকগুলি কামান ছিল।

ক্লাইব কাহারও জন্য অপেক্ষা করিতে চাহি-লেন না। ইতিপূর্ব্বে ক্লাইব বঙ্গোপসাগরে পৌঁছি-য়াই নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। সে পত্রের মর্ম্ম পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। এ পত্রের তিনি কিন্তু উত্তর পান নাই। যাহাই হউক, তিনি যুদ্ধার্থেই দৃঢ় সংকল্প করিয়াছিলেন। ২রা আগষ্ট তারিখে মেজর কিলপেট্রিক দুই শত ত্রিশটী সৈন্য লইয়া পলতায় উপস্থিত হইয়া শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। এখানে

প্রায় অর্দ্ধেক সৈন্য ব্যারামে মারা পড়িয়াছিল। যখন ক্লাইব আসিয়া উপস্থিত হন, তখন পেট্রি-কের অধীন ত্রিশ জনের অধিক যুদ্ধক্ষম সৈন্য ছিল না। ক্লাইব তাহাতেও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একে-বারে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিতে দৃঢ়-সংকল্প হন।

সিরাজুদ্দৌলার নামে ক্লাইব যে সব পত্র আনিয়াছিলেন, পলতায় পৌঁছিয়াই, তিনি তাহা নবাবের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার জন্য কলিকা-তার তাৎকালিক গবরণর মাণিকচাঁদকে পাঠাইয়া দেন। মাণিকচাঁদ উত্তরে লিখিয়া পাঠান,—"পত্র নবাবকে পাঠাইতে পারিব না।"

১৫ই ডিসেম্বর ওয়াটসন সাহেব নবাবকে পত্র লিখিয়াছিলেন। অন্ধকূপবিচারে এ পত্রের মর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতা এবং হুগলী পুনরধিকৃত হইবার পূর্ব্বে ওয়াটসন এ পত্রের কোন উত্তর প্রাপ্ত হন নাই।

যুদ্ধ অনিবার্য্য, এই সিদ্ধান্ত করিয়া ওয়াটসন ও ক্লাইব কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। ২৭শে ডিসেম্বর তাঁহারা মায়াপুরে উপস্থিত হন।

এইখানে সৈন্যেরা জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া বজ্‌বজ্‌-দুর্গাভিমুখে যাত্রা করে। *

ক্লাইব স্থল-পথে সৈন্য সঞ্চালন করিয়া দারুণ কষ্টে বজ্‌বজের নিকট একটা স্থল অধিকার করিয়া লন। সেই খানে পথশ্রম-ক্লান্ত সৈনিকগণ নিদ্রিত হইলে শত্রুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। আক্রমণে জাগরিত হইয়া সকলেই ভীত, চকিত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। কেবল ক্লাইবের রণোৎসাহ-বাক্যে উত্তেজিত হইয়া তাহারা শত্রুগণসনে অদম্য বিক্রমে যুঝিয়াছিল। মাণিকচাঁদের সমভি-ব্যহারে তিন সহস্রাধিক অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য ছিল। অকস্মাৎ একটা গোলা তাঁহার উষ্ণীষের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যায়। ইহাতে তিনি ভীত হইয়া, হস্তীকে ফিরাইয়া, রণে ভঙ্গ দিয়া, পলায়ন করেন।

ক্লাইব যখন স্থলপথে মাণিকচাঁদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, ওয়াটসন সাহেব তখন নদীবক্ষ হইতে বজ্‌বজ্‌ দুর্গে গোলাবর্ষণ করিতেছিলেন।

---

* বজ্‌বজ্‌ কলিকাতার দক্ষিণ-পুর্ব্বে। ছয় ক্রোশ পথ হইবে। মায়াপুর বজ্‌বজের পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণ।

দুর্গ হইতেও তদুত্তরচ্ছলে গোলাবর্ষিত হইয়াছিল। দুর্গের গোলাবর্ষণ বহুক্ষণ স্থায়ী হয় নাই। দুর্গের বর্ষণ থামিল; কিন্তু দুর্গবাসীরা বশ্যতা স্বীকার করিল না। কেণ্ট রণপোতে সদুপায় নির্দ্ধারণার্থ একটা সভা বসিয়া গেল। সভায় সিদ্ধান্ত হইল, ক্লাইবই সসৈন্য স্থল-পথে দুর্গ আক্রমণ করিবেন। দুর্গটী সুদৃঢ়; মৃত্তিকায় নির্ম্মিত; সলিলপূর্ণ পরিখায় পরিবেষ্টিত। পর দিন দুর্গ আক্রমণ করা হইবে, ইহাই স্থির সঙ্কল্প হইয়া রহিল। স্থল-ভাগে শিবি-রের মধ্যে এবং নদী-বক্ষে পোত-কক্ষে সেনাসমূহ ঘণ্টা কতকের জন্য বিশ্রাম লাভার্থ নিদ্রা যাইবার উপক্রম করিল।

অকস্মাৎ নদী-তটে একটা মহা জয়োল্লাসের কোলাহল উত্থিত হইল। পোতারোহী আডমিরল ওয়াটসন সংবাদ পাইলেন, দুর্গ অধিকৃত হইয়াছে। যে কৌশলে দুর্গ অধিকৃত হইয়াছে, তাহা শুনিয়া তিনি চমৎকৃত হইলেন।

শিবিরে প্রগাঢ় শান্তি বিরাজমান। এমন সময় ষ্ট্রেবান নামে এক "মাল্লা" মদ খাইয়া, "নেশায়" কথঞ্চিৎ উৎফুল্ল হইয়া, দুর্গের কোন ভগ্নাংশ দিয়া,

দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করে। সেই সময় দুর্গে কতক-গুলি মুসলমান তাহাকে দেখিতে পাইয়া আক্রমণ করে। সেও 'অসি' ও 'পিস্তল' সাহায্যে সুদৃঢ় বিক্রমে অনেকক্ষণ যুঝিয়াছিল। তাহার তরবারীর বাঁট ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু তাহাতে সে নিরুৎসাহ না হইয়া, গভীর গর্জ্জনে, অতুল সাহসে, প্রাণ-পণে যুঝিতে লাগিল। সেই সময় দৈবক্রমে আরও কয়েকজন সশস্ত্র মাল্লা তথায় গিয়া উপস্থিত হয়। ক্রমে সমস্ত ব্যাপার ব্রিটিশ শিবিরে বিজ্ঞাপিত হইলে, দলে দলে ব্রিটিশ সৈন্য উত্থিত হইয়া, দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করে। দুর্গ অধিকৃত হইল। ইতিপূর্ব্বে যখন দুর্গ হইতে গোলাবর্ষণ থামিয়া যায়, তখন অনেকে দুর্গ হইতে পলায়ন করিয়া-ছিল; কয়েকজনমাত্র দুর্গে অবস্থিতি করিতেছিল। তাই বোধ হয়, তত সহজে দুর্গ অধিকৃত হইল।

৩০শে ডিসেম্বর বজবজ্ দুর্গ অধিকৃত হয়। সেই দিন অপরাহ্নে জল-পথে ব্রিটিশ সেনা এবং স্থল-পথে সিপাহী সৈন্য কলিকাতা অভিমুখে অগ্রসর হয়।

১৭৫৭ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারি টানার ইষ্টক-

নির্ম্মিত দুর্গটী ইংরেজ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। এতদ্ব্যতীত আর একটী মৃত্তিকানির্ম্মিত দুর্গও ব্রিটিশ-বাহিনীর করতলগত হইয়াছিল।

২রা জানুয়ারি ব্রিটিশ রণপোত কলিকাতায় ভাগীরথীর বক্ষে প্রাচীন দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হয়। দুর্গ হইতে অবিরল ধারে ব্রিটিশ পোতাভিমুখে গোলা বর্ষিত হইতে লাগিল। ব্রিটিশ বাহিনীও বিচিত্র বিক্রমে দুর্গের দিকে গোলা বর্ষণ করিল। ওদিকে ক্লাইব স্থল-পথে আসিয়া সহর আক্রমণ করেন। দুর্গাধিকারীরা অত্যন্ত বিপদ বিবেচনা করিয়া, রণে ভঙ্গ দিয়া, পলায়ন করে। এই সময় কতকগুলি প্রাচীন নগরবাসী নদীতট হইতে হস্তান্দোলন করিয়া, পোতবাসী ব্রিটিশ সেনাপতিকে বিজয়বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিল। একটী বৃক্ষের উপর একটী ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন হইল। আডমিরল ওয়াটসন দুর্গাধিকার জন্য তদ্দণ্ডেই কাপ্তেন কিংকে পাঠাইয়া দিলেন। দুর্গ সুরক্ষিত হইল। কাপ্তেন কুট এই নববিজয়ে গবরণর নিযুক্ত হইলেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে যে দুর্গ হইতে ব্রিটিশ জাতি জঘন্য বন্য

বরাহবং বিতাড়িত হইয়াছিল, বিধাতার কৃপায় ব্রিটিশ কর্ত্তৃক তাহা পুনরধিকৃত হইল।

দুর্গ পুনরধিকৃত হইল বটে; কিন্তু দুর্গের কর্ত্তৃত্বকল্পে একটা মহা গোলযোগ উত্থিত হইল। কাপ্তেন কুক আডমিরল ওয়াটসন কর্ত্তৃক গবরণর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ক্লাইব কিন্তু কর্ত্তৃত্ব চাহেন। ক্লাইবকে ওয়াটসনের লিখিত নিয়োগপত্র দেখান হইল। ক্লাইব তাহা মানিলেন না। আডমিরল ওয়াটসনের নিকট সংবাদ গেল। ওয়াটসন সাহেব কাপ্তেন স্পেকিকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, ক্লাইবের কর্ত্তৃত্বাধিকার কিসে? তদুত্তরে ক্লাইব বলিয়া পাঠাইলেন,—"আমি ইংলণ্ডেশ্বরের নিযুক্ত কর্ণেল এবং সকল সৈন্যের অধ্যক্ষ; অতএব কর্ত্তৃত্বাধিকার আমারই।" স্পেকি ওয়াটসনের নিকট ফিরিয়া গেলেন। ওয়াটসন আবার বলিয়া পাঠাইলেন,—"তুমি যদি দুর্গ পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে তোমাকে গুলি করিব।" নির্ভীক ক্লাইব তাহাতে বিচলিত হইলেন না। তিনি কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিলেন না। ওয়াটসন সাহেব পুনরায় ক্লাইবের পরম বন্ধু কাপ্তেন

লাথেমকে পাঠাইয়া দিলেন। উভয়ে ধীর ও শান্ত-ভাবে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। ক্লাইবের নির্ব্বা-তিশর্য্য অনেকটা কমিয়া আসিল। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, যদি ওয়াটসন সাহেব স্বয়ং আসিয়া দুর্গাধিকার করেন, তাহা হইলে তাঁহার কোন আপত্তি থাকিবে না। ওয়াটসন এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং দুর্গমধ্যে আগমন করেন। তখন ওয়াট-সনের হস্তে দুর্গের চাবি অর্পিত হইল। বিধাতা সুপ্রসন্ন। সকল গোল মিটিয়া গেল। ওয়াট-সন সাহেব ভূতপূর্ব্ব গবরণর ড্রেক ও তদীয় কৌন্সিলের উপর দুর্গভার অর্পণ করেন। ইহাঁরা ক্লাইবের নির্ব্বন্ধতাতিশয্যে বাধ্য হইয়া নবাবের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

পূর্ব্বে নবাব যখন কলিকাতার দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন, তখন অনেক বাণিজ্য-দ্রব্য দুর্গমধ্যে নিহিত ছিল। এ সব নবাবের ভোগ্য বিবেচনা করিয়া সৈন্যগণ তাহা অবিকৃত অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া যায়। এ পর্য্যন্ত সে সব অবিকৃতা-বস্থায় ছিল। সৌভাগ্য-সূচনা আর কাহাকে বলে? বজ্-বজ্-দুর্গ অনায়াসে অধিকৃত হইল;

কলিকাতা-দুর্গের পুনরুদ্ধারে তাদৃশ শ্রম স্বীকার করিতে হয় নাই। ইহার পর হুগলীও অল্পায়াসে ব্রিটিশ বণিকের করতলস্থ হয়। পলাসী-ক্ষেত্রে কেবল চাতুর্য্য-কৌশলে বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। ব্রিটিশ বণিকের সে সৌভাগ্যস্তর পাঠকবর্গকে ক্রমে ক্রমে প্রদর্শিত হইবে।

সিরাজের যুদ্ধ-যাত্রা।

বজবজ্ দুর্গ ইংরেজের অধিকারভুক্ত হইলে মাণিচাঁদ মুরশিদাবাদে নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে সে সংবাদ প্রদান করেন। ইতিপূর্ব্বে নবাব ইংরেজের আগমন-বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া বিপুল বল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন; এক্ষণে মাণিকচাঁদের নিকট হইতে বজবজ্ দুর্গ-পতনের সংবাদ পাইয়া তিনি যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

কলিকাতায় সংবাদ আসিল, নবাব বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ আগমন করিতেছেন। তখনই কলিকাতার বিজয়ী ব্রিটিশ বণিক 'পূর্ব্বাহ্নে'ই হুগলী আক্রমণ করিবার সংকল্প করেন।

হুগলী আক্রমণার্থ ১৫০ মাল্লা, ২০০ ইউরোপীয় সৈন্য এবং ২৫ শত সিপাহী প্রেরিত হইল। ব্রিটি-শের সৌভাগ্যবলে হুগলী অল্পায়াসে অধিকৃত হইল। অধিকার-প্রক্রিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণন এ প্রসঙ্গে নিষ্প্রয়োজন।

ব্রিটিশ বণিকের এই বিজয়-বার্ত্তা ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষকে বিদিত করিবার জন্য আডমিরল ওয়াটসন কাপ্তেন রিচার্ড কিংকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন।

সিরাজুদ্দৌলার ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি তখন সসৈন্য কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইতিপূর্ব্বে ওয়াটসন সাহেব তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, এখন নবাব তাহার উত্তর-চ্ছলে ১৭৫৭ সালের ২৩শে জানুয়ারি তারিখে এই মর্ম্মে পত্র লিখেন,—

"ড্রেক আমার আজ্ঞা অবজ্ঞা করিয়া আমার শাসনযোগ্য প্রজাকে আশ্রয় দিয়াছিল। সেই জন্য আমি কলিকাতা আক্রমণ করি এবং ব্রিটিশ কোম্পানীকে তাড়াইয়া দিই। তোমরা যদি শান্ত সওদাগরের মতন ব্যবহার কর, তাহা হইলে

তোমাদের ভাবনা থাকিবে না ; কিন্তু যদি মনে কর, আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া, আপনাদের বাণিজ্য-স্থাপনে সক্ষম হইবে, তাহা হইলে যথাভিরুচি করিতে পার।”

এতদুত্তরে ওয়াটসন সাহেব এই ভাবে পত্র লিখিয়াছিলেন,—

“আপনি ড্রেকের ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃত নহে। স্বকর্ণে সকল শুনিয়া বা দেখিয়া কোন কার্য্য না করা রাজার কর্ত্তব্য নহে। আপনার কুপরামর্শদাতাদিগকে দণ্ড দিন; আমাদিগকে সন্তুষ্ট করুন; যাহারা আপনার দ্বারা অত্যাচারিত ও বঞ্চিত হইয়াছে, তাহাদের সন্তোষ-সাধনে কৃতসংকল্প হউন। ড্রেকের বিচার কোম্পানী করিবেন।”

ওয়াটসন সাহেবের পত্রে ব্রিটিশ পক্ষের দোষ স্বীকৃত হইতেছে। নবাব অকারণে কলিকাতা আক্রমণ করিয়া ইংরেজকে কলিকাতা হইতে তাড়াইয়া দেন নাই। পরে ক্রমে ক্রমে সিরাজ-চরিত্রের স্পষ্ট পরিচয় পাইবেন।

ব্রিটিশ বণিক হুগলী অধিকার করিয়াছিলেন।

সিরাজুদ্দৌলার ক্রোধ হওয়া অস্বাভাবিক নহে। তবুও তিনি যুদ্ধে লোকক্ষয় হইবে ভাবিয়া শান্তির প্রত্যাশায় ইংরেজ বণিকের ক্ষতিপূরণ করিতে ও তাহাদের দাবী দাওয়ার প্রার্থনা শুনিতে প্রস্তুত হন। তিনি পত্রে স্বহস্তাক্ষরে লিখিয়াছিলেন,—"পূর্ব্বে আমার সৈনিকগণ কর্ত্তৃক কলিকাতা-দুর্গে ইংরেজের দ্রব্যাদি লুণ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা হইলেও আমি তৎক্ষতিপূরণে অসম্মত নহি।" কেবল ইহাই নহে, ইংরেজ ইতিহাসে নরাকার পিশাচ-রূপে বর্ণিত নবাব সিরাজুদ্দৌলা বলিয়াছিলেন,—"তোমরা খৃষ্টান; অবশ্যই অবগত আছ, কোন রকমে বিবাদ-বিসম্বাদ না রাখাই কর্ত্তব্য। তবে যদি তোমরা তোমাদের কোম্পানীর এবং অন্যান্য বণিকের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া যুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হও, তাহা হইলে দোষ আমার নহে; আমি কিন্তু এমন লোক-ক্ষয়কর যুদ্ধের বাসনা করি না।"

এই কি নরকী নৃশংস পাপাচারী নরপিশাচের কথা? সিরাজুদ্দৌলা শান্তিকামী; অথচ তেজস্বী। পত্রে তাহার পরিচয়।

যাহা হউক, ইংরেজ-পক্ষ হইতে নবাব সিরাজু-দ্দৌলা এ পত্রের আর কোন-উত্তর পান নাই। উত্তর না পাইয়া তিনি সসৈন্য কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিল,—১৮ সহস্র অশ্বারোহী, ১৫ শত পদাতিক, ১০ সহস্র পথপ্রদর্শক, ৪০ সহস্র কুলি, বরকন্দাজ প্রভৃতি, ৫০ টী হস্তী এবং ৪০ টী কামান। ইংরেজ-পক্ষে ছিল,—৭১১ জন ইউরোপীয়, ১০০ জন ওলন্দাজ এবং ১৩ শত সিপাহী। এতদ্ব্যতীত কতগুলি কামান ছিল।

ক্লাইব কলিকাতার প্রায় দুই ক্রোশ উত্তরে নদীর ধারে ছাউনি গাড়িয়া নবাবের আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। * ২রা ফেব্রুয়ারি আড-মিরল ওয়াটসন ক্লাইবের শিবিরে আহারের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। আহার সাঙ্গ না হইতে হইতে তাঁহারা সংবাদ পাইলেন

* এই সময় একটী মহিষ ক্লাইবের প্রহরীকে আক্রমণ করিবার উপ-ক্রম করে। প্রহরী আত্মরক্ষার্থ মহিষকে গুলি করিয়াছিল। মহিষ কিন্তু গুলি খাইয়াও প্রহরীকে আক্রমণ করে। সেই আক্রমণে প্রহরীর প্রাণ নষ্ট হয়। মহিষ মরে নাই; প্রহরীকে মারিয়া পলাইয়া যায়।

যে, নবাব অৰ্দ্ধক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র ওয়াটসন সাহেব ফিরয়া যান। সেই দিন সন্ধ্যার সময় ক্লাইবের সঙ্গে নবাবের সামান্যমাত্র সংঘর্ষণ হইয়াছিল। কোন বিশেষ ফললাভের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া ক্লাইব সে দিন সসৈন্যে ফিরিয়া আসেন। ইহার পর আর একবার ক্লাইব নবাবের শিবির আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এবারও বিশেষ ফল লাভ হয় নাই। * ক্লাইব এক্ষণে নানা কারণে নবাবের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন। † প্রথম কারণ, নবাবের ভয়ে তাঁহাকে সহরবাসীরা রসদাদি সরবরাহ করিতে সঙ্কুচিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় কারণ, মাদ্রাজের কর্ত্তৃপক্ষ, তাঁহাকে স্বাধীন সৈন্যাধ্যক্ষ-পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বলিয়া,

* আইবস্ বলেন, নবাব এই সময় সহরের পূর্ব্বভাগে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। ৬ই ফেব্রুয়ারি ক্লাইব এক জন এ দেশীয় পথপ্রদর্শককে সঙ্গে লইয়া নবাবের শিবির আক্রমণ করিতে যাত্রা করেন; কিন্তু ঘোরতর কুজ্ঝটিকায় পথভ্রান্ত হইয়া স্থানান্তরে গিয়া পড়েন। এরূপ না হইলে সেই দিনই সিরাজুদ্দৌলা সসৈন্য বিনষ্ট হইতেন। তবুও যে একটু যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে সিরাজুদ্দৌলার বহু লোক হত ও আহত হইয়াছিল।

† Orme's Hist Vol. II. P. 129.

অনেকেই তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। * সেই শত্রুতা জন্য রণকার্য্যে অনেক অন্তরায় ঘটিবার সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া তিনি নবাবের সঙ্গে সন্ধি করিতে প্রস্তুত হন। নবাবের নিকট সন্ধি-প্রার্থনায় পত্র প্রেরিত হইল। এইখানে ক্লাইবের অবস্থাভিজ্ঞতার পরিচয়।

সিরাজুদ্দৌলা এই সময় আপনার শ্বশুর মহম্মদ ইরেজ খাঁ এবং অন্যান্য সহচরগণের সহিত পরামর্শ করিয়া সন্ধি-স্থাপন করাই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিলেন। ১৭৫৭ সালের ৯ই আগষ্ট নিম্নলিখিত সর্ত্তানুসারে সন্ধিবন্ধন হইয়াছিল,—

ঈশ্বর ও তাঁহার দূতগণ সাক্ষী,—অদ্য ইংরেজ কোম্পানীর সহিত যে সন্ধি করিলাম, তাহা হইতে বিচ্যুত হইব না। তাঁহাদের উপর আমি সর্ব্বদা অনুগ্রহ প্রকাশ করিব। নবাব।

১। বাদসাহ ফারমান্দ ও হুসবালবুকুম ইংরেজ কোম্পানীকে পাঠাইয়া উহাদিগকে যে সকল অধিকার ও ক্ষমতা দিয়াছেন, তাহাতে কোন আপত্তি করা হইবে না। তাহা কাড়িয়া লওয়া হইবে না। তাহাতে যে সকল রেহাই দেওয়া হইয়াছে, তাহাও স্বীকার করা হইবে। ফারমান্দে যে সকল গ্রাম দেওয়া হইয়াছে,

---

* এই সময় ক্লাইব ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর চেয়ারম্যানকে এই কথাই লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সুবাদারগণ যদিও তাহা দিতে আপত্তি করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে তাহা দান করা হইবে। তবে ইংরেজ কোম্পানী এই সকল গ্রামের জমিদারদিগকে বিনা কারণে উচ্ছেদ বা তাহাদের ক্ষতি করিতে পারিবেন না।

ফারমান্দের এই সকল সর্ত্ত আমিও স্বীকার করিতেছি। নবাব।

২। ইংরেজের দস্তক লইয়া বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার ভিতর দিয়া যে কোন স্থান দিয়া ইংরেজের মালপত্র গমনাগমন করিবে। চৌকিদার, গৌলিস্তা ও জমিদার তাহাদের নিকট হইতে টেক্স বা মাসুল আদায় করিতে পারিবেন না।

ইহা আমার স্বীকার করা হইল। নবাব।

৩। নবাব কোম্পানীর যে সকল কুঠি দখল করিয়াছেন, তাহা ছাড়িয়া দিবেন। সেই সঙ্গে কোম্পানীর লোকের যে সকল টাকাকড়ি ও দ্রব্যাদি লওয়া হইয়াছে, তাহা ফেরত দেওয়া হইবে। আর যে সকল দ্রব্যাদি লুটপাট করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহার ন্যায্যমত মূল্য ধরিয়া দেওয়া হইবে।

আমার সিক্কানি অর্থাৎ রাজস্ব ও মাসুল সংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণ আমার হুকুমমত যাহা কিছু অধিকার করিয়াছে, তাহা প্রত্যর্পিত হইবে। নবাব।

৪। আমরা ইংরেজ যে রূপ আবশ্যক ও ভাল বুঝিব, সেইমত করিয়া আমরা আমাদের কলিকাতা-দুর্গ সুদৃঢ় করিব।

আমি ইহাতে সম্মত হইলাম। নবাব।

৫। মুরশিদাবাদে যেরূপ মুদ্রা প্রস্তুত হয়, সেইরূপ ওজনের সুন্দর সিক্কা টাকা ও মোহর আমরা ইংরেজ প্রস্তুত করিব। তাহাও দেশে চলিবে এবং তাহাতে কেহ বাটা লইতে পারিবে না।

ইংরেজ কোম্পানী নিজের ধাতুতে নিজে মুদ্রা প্রস্তুত করিবেন। তাহাতে আমি সম্মত আছি। নবাব।

৬। এই সন্ধিপত্র ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত দূতগণের সম্মুখে সই করিবেন, সিলমোহর করিবেন ও শপথপূর্ব্বক পালন করিবার জন্ত নবাব নিজে ও তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারিগণ প্রতিজ্ঞা করিবেন।

আমি ঈশ্বর ও তাঁহার দূতগণের সমক্ষে ইহাতে সই ও সিলমোহর করিলাম। নবাব।

৭। নবাবের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করিয়া, যত বিবাদ-বিসম্বাদ দূর করিয়া, নবাব যত দিন এই সন্ধিপত্রের মতানুসারে চলিবেন, তত দিন ইংরেজদিগের পক্ষ হইয়া এডমিরাল চার্লস ওয়াটসন্ ও কর্ণেল রবার্ট ক্লাইব নবাবের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিবেন।

এই সকল প্রতিজ্ঞায় এই সকল সর্ত্তে যদি গবরণর ও কৌন্সিল ইহাতে সই দেন ও সিলমোহর করেন, তবে আমি ইহাতে স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইলাম। নবাব।

ইহাতে নবাব, মীরজাফর, রাজা দুর্ল্লভ ও দুই জন রাজকর্ম্মচারীর সই আছে।

বলা বাহুল্য, সন্ধি-সর্ত্ত ইংরেজের পক্ষে সম্পূর্ণ সুবিধাজনক। সিরাজুদ্দৌলা চারিদিকের অবস্থা বুঝিয়া সন্ধি-সর্ত্ত স্বীকার করেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, এ যাত্রা ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করা সুবিধাজনক নহে; আরও বলসঞ্চয়ের প্রয়োজন। ওয়াটসন সাহেবের আদৌ ইচ্ছা ছিল না, এত তাঁড়া-

তাড়ি সন্ধি হয়। তিনি ক্লাইবকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিলেন,—"সিরাজুদ্দৌলা চালাকী করিতেছেন। সন্ধিসূত্রে তিনি এখান হইতে প্রস্থান করিবেন এবং সময় পাইয়া বলসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইবেন। ইহার ফল বড় শোচনীয় জানিও। অতএব আমার মতে তাঁহাকে আক্রমণ করাই উচিত। তাঁহার রাজনীতিক চতুরতায় ভুলিও না।"

ক্লাইবও সিরাজুদ্দৌলার রজনীতি-চতুরতা অবিশ্বাস করিতেন না; কিন্তু তিনি যেরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, তাহাতে আপাততঃ সন্ধি ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না।

সন্ধি-স্থাপন হইল বটে; কিন্তু পুনঃসংঘর্ষণের আবার নানা কারণ দেখা দিল।

সিরাজ ও ফরাসি।

কলিকাতায় ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি-স্থাপন করিয়া নবাব সিরাজুদ্দৌলা সসৈন্য মুরশিদাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময় ফরাসি ও ইংরেজের সন্ধি-বন্ধন ছিন্ন হইয়া পুনরায় ঘোরতর শত্রুতার

সঞ্চার হইয়াছিল। ক্লাইব যখন মাদ্রাজ হইতে আগমন করিবার উদ্যোগ করেন, তখন তথাকার কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে এই পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, সুযোগ ঘটিলেই যেন চন্দননগর আক্রমণ করা হয়। ক্লাইব এক্ষণে সেই সুযোগই অনুভব করিলেন। অবসরাভিজ্ঞ চতুর ক্লাইব ভাবিলেন, এই সময় ফরাসিরা যদি নবাবের সঙ্গে যোগ দেয়, তাহা হইলে মহা অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা; অতএব নবাব ও ফরাসির সম্মিলন সংঘটিত হইবার পূর্ব্বেই চন্দননগর আক্রমণ করা হউক। তিনি ওয়াটসন সাহেবকে আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। ওয়াটসন সাহেব কিন্তু নবাবের অনুমতি ব্যতিরেকে চন্দননগর আক্রমণ করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। ইংরেজ চন্দননগর আক্রমণ করিবেন, এ সংবাদ নবাব ইতিপূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি ১৯শে ফেব্রুয়ারি ওয়াটসন সাহেবকে এই ভাবে পত্র লিখেন,—"চন্দননগর আক্রমণ করিলে সন্ধিসর্ত্তের মর্য্যাদা রক্ষা হইবে না; অনর্থক আমার প্রজাপীড়ন করা হইবে; অতএব সে কার্য্য যেন না হয়।"

২১ শে ফেব্রুয়ারি ওয়াটসন সাহেব এ পত্রের জবাব দিয়াছিলেন। সে পত্রে অবশ্য ফরাসিদের উপর সম্পূর্ণ দোষারোপ করা হইয়াছিল। ওয়াটসন সাহেব চন্দননগর আক্রমণ অহেতুক নহে বলিয়া নবাবকে বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

সিরাজুদ্দৌলা ফরাসি ও ইংরেজের সদ্ভাব-সংরক্ষণে চেষ্টা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। ইহার পর এ সম্বন্ধে নবাব ওয়াটসন সাহেবকে এবং ওয়াটসন সাহেব নবাবকে অনেক পত্র লিখিয়াছিলেন। ইংরেজ চন্দননগর আক্রমণ করেন, এ কামনা নবাবের আদৌ ছিল না; কিন্তু তাঁহার সম্মতি না পাইয়া, চন্দননগর আক্রমণ করিয়া, ইংরেজ সমগ্র চন্দননগর আপনাদের হস্তগত করেন।

তাহাতেও ইংরেজ পরিতৃপ্ত হন নাই। যে সব ফরাসি চন্দননগর পরিত্যাগ করিয়া নবাবের শরণাগত হইয়াছিলেন, ইংরেজ নবাবের নিকট হইতে তাহাদিগকে চাহিয়া পাঠান।

চন্দননগর ইংরেজের হস্তগত হইলে পর, মুঁসে ল নামক কোন ফরাসি সেনাপতি আপনার

দল বল এবং অস্ত্রসস্ত্র সমভিব্যাহারে মুরশিদাবাদে যাত্রা করেন। তথায় তিনি নবাবের শরণাগত হইয়া তদীয় কৃপায় সেনাবিভাগে কার্য্য প্রাপ্ত হন। সেখানে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি হইয়াছিল। নবাব তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহার অনেক কপটাচারী সভাসদ ল সাহেবের উপর বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। ল সাহেবকে তাড়াইবার তাঁহাদের সম্পূর্ণ চেষ্টা হইয়াছিল। সুযোগও উপস্থিত হইল। সিরাজুদ্দৌলার উচ্ছেদ-কামী ব্রিটিশ বণিক যখন শুনিলেন, ল সাহেবের ন্যায় এক জন শক্তিশালী সৈনিক পুরুষ সিরাজুদ্দৌ-লার সৈনিকদলভুক্ত, তখন তাঁহারা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা তখনই সন্ধিসর্ত্তের সূত্র ধরিয়া নবাবকে লিখিয়া পাঠাইলেন,—"ফরাসি আমাদের শত্রু; আপনি ফরাসি ল সাহেবকে আশ্রয় দিয়া সন্ধির অমর্য্যাদা করিতেছেন। অত-এব এখনই তাঁহাকে তাড়াইয়া দিউন।" নবাব সভাসদগণের সহিত পরামর্শ করিলেন। কপটা-চারী সভাসদবর্গ হিতৈষিরূপে নবাবকে বলিলেন, "হুজুর! ল সাহেবকে আর রাখা বিধেয় নহে;

কেননা ইহাতে সন্ধির অমর্য্যাদা হয়। ইহাতে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা; অতএব ল সাহেব এবং তদীয় অনুচরবর্গকে এখনই পদচ্যুত করা হউক।" নবাব কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলেন। তিনি তখন ল সাহেবকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ল সাহেব আসিয়া নবাবের সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া, যখন সকল বিষয় অবগত হইলেন, তখন তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিলেন,—"হুজুর! যদি কতকগুলি ফরাসি পলাতক আশ্রিত জনের জন্য সমুদায় ফরাসি কোম্পানীকে সাহায্য করা হয়, তাহা হইলে অবশ্য সন্ধির অমর্য্যাদা হইতে পারে; কিন্তু যাঁহার অধীনে নানা জাতি চাকুরী করিতেছে, তিনি যদি তাহাদের মধ্যে কয়েক জন আশ্রিত ফরাসিকে চাকুরী দেন, তাহা হইলে নিশ্চিতই সন্ধির অবজ্ঞা হইবে না।"

ল সাহেবের মুখের কথা শুনিয়া নবাব বড় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি ইংরেজকেও একথা জানাইলেন। ইংরেজ কিন্তু কিছুতেই কিছু শুনিলেন না। নবাবের পয়োমুখ-বিষকুম্ভ সভাসদেরাও তাঁহাকে পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন,—"ল সাহে-

বকে এখনই পদচ্যুত করুন; নহিলে ইংরেজের সঙ্গে পুনরায় সংঘর্ষণ সংঘটিত হইবে।”

নবাব বুঝিতেন, অনুগত আশ্রিত শক্তিশালী কিঙ্করকে ত্যাগ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু সভাসদবর্গের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে ল সাহেবকে বলিলেন,—“আপাততঃ তুমি আজিমাবাদে গিয়া অবস্থিতি কর।” ল সাহেব গদ্গদ বচনে বলিলেন,—“হুজুর! আমি যাই তায় ক্ষতি নাই; কিন্তু আপনি জানিবেন, আপনার অধিকাংশ কর্ম্মচারী, মন্ত্রী এবং সেনাপতি আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছে। হয় ত তাহারা ইতিমধ্যে ইংরেজের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে। আপনার উপর তাহারা অসন্তুষ্ট হইয়াছে। হয় ত তাহারা ইতিমধ্যে ইংরেজের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে। আপনার উপর তাহারা অসন্তুষ্ট বলিয়া তাহারা ফরাসিদিগকে দূরে রাখিতে চাহে। ফরাসিরা চলিয়া গেলে তাহারা ইংরেজের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ঘনীভূত করিয়া তুলিবে। তাহাতেই তাহারা প্রভুর সর্ব্বনাশ করিয়া আপনার আপনার স্বার্থপুষ্টি করিয়া লইবে। কিন্তু যতক্ষণ আমি আমার সহচরবর্গকে লইয়া

আপনার নিকট থাকিব, ততক্ষণ তাহাদের কার্য্যসিদ্ধি সুদূরপরাহত। এখন হুজুর! আপনার যাহা অভিরুচি হয় করুন।"

ল সাহেবের বাক্যে নবাব সিরাজুদ্দৌলা বিমোহিত হইলেন; কিন্তু তিনি আপাততঃ ইংরেজকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য বলিলেন,—"ল! এখন তুমি আজিমাবাদে গিয়া অবস্থিতি কর; সময় হইলে আবার তোমায় ডাকিয়া আনিব।" নবাবের কথা শুনিয়া, ল সাহেব একটী দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন;—"আবার! নবাব বাহাদুর এই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ; পুনরায় সম্মিলন অসম্ভব"। এই কথা বলিয়াই ল সাহেব নবাবদরবার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

ষড়যন্ত্র।

বুদ্ধিমান্ ল সাহেব ভবিষ্যদ্বাণীরূপে যাহা বলিয়া গেলেন, যথার্থই তাহাই সংঘটিত হইল। সেনাপতি মীরজাফর, মন্ত্রী দুর্ল্লভরাম এবং দুই সহস্র সেনার অধ্যক্ষ য়ার লুৎফ খাঁ ইতিপূর্ব্বেত বহুকারণে নবাবের উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে বিরক্তি

চরম-সীমায় উত্থিত হইয়াছিল। জগৎশেঠ এবং অন্যান্য কয়েকজন সভাসদ ও শক্তিশালী সম্ভ্রান্ত দেশ-বাসী নবাবের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এই বিরক্তি ও অসন্তুষ্টি নবাব সিরাজুদ্দৌলার অধঃ-পতনের মূল। অনেকেই নবাবের নৃশংসতাকেই ইহার মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমরা কিন্তু ইহার অন্য কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি। মীরমদন ও মোহনলাল * নবাবের শক্তিশালী সৈনিক পুরুষ ছিলেন। মীরজাফর, লুৎফ খাঁ † এবং দুর্ল্লভ রাম অপেক্ষা নবাব, মোহনলাল ও মীরমদনকে অধিকতর বিশ্বাস করিতেন। এই জন্যই মীরজাফর, লুৎফ ও দুর্ল্লভরাম নবাবের উপর বিরক্ত হন। জগৎশেঠ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত দেশবাসীরা নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সময় যেরূপ শক্তি সঞ্চালন

---

* মুতাক্ষরীণের অনুবাদক বলেন,—"মোহনলাল আপন ভগিনীকে সিরাজুদ্দৌলার হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন"। মূলে কিন্তু এ কথা নাই।

† রায় লুৎফ খাঁ উমিচাঁদের নিকটও বেতন পাইতেন। সেই জন্য উমিচাঁদের বিপদ-আপদে রায় লুৎফ তাঁহাকে রক্ষা করিতেন। রায় লুৎফ উমিচাঁদের এত বাধ্য ছিলেন যে, নবাব বিরুদ্ধাচরণ করিলেও বোধ হয় পার পাইতেন না।

করিতেন, সিরাজুদ্দৌলার সময় সেরূপ করিতে পাইতেন না। এই জন্য তাঁহারাও সিরাজুদ্দৌলার উপর বিরূপ হইয়াছিলেন। কেহ কেহ লিখিয়াছেন, নবাব সিরাজুদ্দৌলা জগৎশেঠের সুন্দরী পুত্রবধূকে দেখিবার জন্য জগৎশেঠকে একান্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন। জগৎশেঠ নবাবের ভয়ে আপনার পুত্রবধূকে পাল্কী করিয়া নবাবের অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। নবাব তাঁহাকে একটীবার মাত্র দেখিয়া, তাঁহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দেন। ইহাই হইতেছে, জগৎশেঠের উপর বিরক্ত হইবার কারণ। আমরা কিন্তু অর্ম্মির ইন্দোস্তানপাঠে অবগতি হই, আলিবর্দ্দী খাঁর পূর্ব্বগত নবাব সফরেজ খাঁ জগৎশেঠের পুত্রবধূকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহারই অন্দর-মহলে পুত্রবধূ প্রেরিত হইয়াছিল। *

মীরজাফর, দুর্ল্লভরাম প্রভৃতি নবাবের উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু ষড়যন্ত্রের কল্পনা করিতে কেহ সাহসী হন নাই। ইংরেজ তাঁহাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে ষড়যন্ত্র করি-

* Orme's History of Indostan, Vol. 11. Sec I. P. 30.

বার জন্য উত্তেজিত করিয়াছিলেন। আমাদের কথা নহে, ইংরেজ ইতিহাসলেখক মালিসন সাহেব স্পষ্টাক্ষরে এই কথা বলিয়াছিলেন। *

কেবল ষড়যন্ত্র করিতে উত্তেজিত নহেন, মালিসন সাহেবের মতে সেনাপতি এবং সভাসদ-গণ কলুষিত হইয়াছিলেন।

ইংরেজের প্ররোচনায় মীরজাফরপ্রমুখ ব্যক্তি-বর্গ গোপনে রুদ্ধদ্বার গৃহে কাশীমবাজারের কুঠির অধ্যক্ষ ওয়াটস্ সাহেবের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হই-য়াছিলেন। † উমিচাঁদ এই ষড়যন্ত্রের মধ্যস্থ ব্যক্তি ছিলেন। গোপনে গোপনে তিনি উভয় পক্ষের কথা সঞ্চালন-করিতেন। ইংরেজ ইতিহাসলেখ-কেরা বলেন, উমিচাঁদ অবসর বুঝিয়া ৩০ লক্ষ

* "Whilst the unhappy boy Nawab was the sport of the passion, to which the event of the moment gave mastery in his breast, the Engliaman was engaged slowly, persistently and continuously in undermining his position in his own Court, in seducing his generals, and in corrupting his courtiers."

† মুরশিদাবাদে জগৎ শেঠের ভবনে রাজা মহেন্দ্র, রাজা রামনারায়ণ রাজা কৃষ্ণদাস, মীরজাফর প্রভৃতি সিরাজুদ্দৌলাকে রাজচ্যুত করিবার সংকল্পে গোপনে মন্ত্রণা করিয়াছিলেন। দুইবার মন্ত্রণা হইয়াছিল। ক্ষিতীশবংশা-বলী-চরিত।

টাকার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার উপর ক্লাইবের সন্দেহ হইয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, উমিচাঁদ যাহা চাহিতেছেন, তাহা না দিলে সকল রহস্যভেদ হইবে। নবাব যখন পূর্ব্বে কলিকাতা আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন উমিচাঁদের যে অর্থ নষ্ট হইয়াছিল, ইংরেজ কোম্পানী তাঁহাকে তাহাই দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। উমিচাঁদ তাহাতে তৃপ্ত হন নাই। ক্লাইব ভাবিলেন, উমিচাঁদকে জব্দ করিতে হইবে। মুহূর্ত্তে তিনি উপায়ও কল্পনা করিলেন। উমিচাঁদ বলিয়াছিলেন, মীরজাফরের সঙ্গে যে সন্ধি হইবে, সেই সন্ধিপত্রে তাঁহার প্রাপ্য বিষয়ের উল্লেখ থাকিবে। সে বিষয়ের উল্লেখ হইল কি না, উমিচাঁদ তাহা স্বচক্ষে দেখিতে চাহেন। এইখানে ক্লাইব চাতুরী খেলিলেন। দুইখানি সন্ধি-পত্র লিখিত হইল; একখানি সাদা কাগজে; আর একখানি লাল কাগজে। প্রথম খানি প্রকৃত; অপর খানি অপ্রকৃত। প্রথম খানিতে উমিচাঁদের নামোল্লেখও হইল না; অপর খানিতে উমিচাঁদের আকাঙ্ক্ষিত টাকার উল্লেখ রহিল। প্রথম খানিতে ক্লাইব ও ওয়াটসন সাহেব

স্বাক্ষর করেন; দ্বিতীয় খানিতে ওয়াটসন সাহেব স্বাক্ষর করিতে সম্মত হন নাই; ক্লাইবই তাঁহার স্বাক্ষর করেন, দ্বিতীয় খানি উমিচাঁদকে দেখান হইয়াছিল। গোপনে ষড়যন্ত্র হইল; গোপনে মীরজাফরের সঙ্গে সন্ধি হইল।

মীরজাফর যে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিলিপি বাঙ্গালা ভাষায় এইখানে প্রকাশ করিলাম,—

আমি যতদিন বাঁচিব, ততদিন এই সন্ধিপত্রের নিয়ম পালন করিব। ইহা ঈশ্বর ও তাঁহার দূত সমীপে আমি শপথপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিতেছি।

১। নবাব সিরাজুদ্দৌলার সহিত শান্তির সময় যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহার সর্ত্ত আমি পালন করিতে সম্মত হইলাম।

২। দেশীয় হউক বা ইউরোপীয় হউক, যে কেহ ইংরাজের শত্রু, সেই আমার শত্রু।

৩। বাঙ্গালা দেশের মধ্যে ফরাসিদিগের যে সকল কুঠী, সম্পত্তি আছে, তাহা ইংরেজদিগের অধিকারে চলিবে। ফরাসিদিগের আর কথন এ দেশে বাস করিতে দিব না।

৪। নবাব কলিকাতা অধিকার করায় ইংরেজদিগের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ করিবার জন্য ও সৈনিকদিগের ব্যয়ের সঙ্কুলান করিবার জন্য আমি ইহাদিগকে এক কোটী টাকা দিব।

৫। কলিকাতার ইংরেজ অধিবাসীদিগের দ্রব্যাদি লুটপাট

হওয়ার ক্ষতিপূরণের জন্য আমি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিলাম।

৬। জেণ্ট মুর প্রভৃতিদিগের দ্রব্যাদি লুটপাটের ক্ষতিপূরণের জন্য ২০ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে।

৭। আরমাণীদিগের ক্ষতিপূরণের জন্য ৭ লক্ষ টাকা দিব। কাহাকে কি পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে, তাহা আডমিরাল ওয়াটসন, কর্ণেল ক্লাইব, রোজা ড্রেকর, উইলিয়ম ওয়াটস্, জেমস কিলপ্যাট্রিক ও রিচার্ড বিচার সাহেবদিগের বিবেচনামত দেওয়া হইবে।

৮। কলিকাতার চতুর্দ্দিকে যে খাত আছে, তাহার মধ্যে অনেক জমিদারের জমি আছে। খাতের বাহির ৬০০০ গজ জমি ইংরাজ কোম্পানীকে দান করিব।

৯। কলিকাতার দক্ষিণ কুল্পি পর্য্যন্ত সমুদায় স্থান ইংরাজ কোম্পানীর জমিদারী হইবে। তথাকার সকল কর্ম্মচারী কোম্পানীর অধীন থাকিবে। তাহারা অন্যান্য জমিদারকে যেরূপ খাজনা দেয়, কোম্পানীকে সেইরূপ দিতে হইবে।

১০। যখন আমি ইংরেজদিগের সেনার সাহায্য চাহিব, তখন আমি সেনার খরচ দিব।

১১। হুগলির দক্ষিণে আমি কোথাও দুর্গ প্রস্তুত করিব না।

১২। আমি এই প্রদেশের রাজ্যে অধিষ্ঠিত হইলে, এই সর্ত্তের টাকা সমস্ত দিব।

তারিখ ১৫ই রমজান, ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের জুন।

ইংরেজ সিরাজুদ্দৌলাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া

মীরজাফরকে নবাব করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতির প্রতিদান এই সন্ধি।

কথিত আছে, কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও নাটোরের রাণী ভবানী এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। রাণী ভবানীর ও কৃষ্ণচন্দ্রের কথা কবি নবীনচন্দ্র সেনের পলাশীযুদ্ধে উল্লিখিত আছে। কৃষ্ণচন্দ্রের কথা ৺ কার্ত্তিকচন্দ্র রায় প্রণীত ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিতে * দেখিতে পাই। একথা লইয়া ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া নামক সংবাদপত্রে বাদ প্রতিবাদ হইয়াছিল.

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বা রাণী ভবানী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত

---

* নবাব সিরাজুদ্দৌলার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য মীরজাফর প্রভৃতি যে অভিসন্ধি করেন, কৃষ্ণচন্দ্রও তাহাতে যোগ দান করেন। তৎকালে তিনি কালীদর্শনচ্ছলে কালীঘাটে আসিয়া ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সিরাজের রাজচ্যুতি সম্বন্ধে মন্ত্রণা করেন। কৃষ্ণচন্দ্র নবাবের রাজবিপ্লবের প্রবর্ত্তক মন্ত্রী ও একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন, এজন্য নবদ্বীপের অনেকেই তাঁহাকে 'নেমকহারাম' বলে।

শিবনিবাসনিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে শুনিতে পাই যে, কৃষ্ণচন্দ্র নবাবের বিরুদ্ধে ইংরেজের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, এ প্রবাদ এখনও শিবনিবাসে প্রচলিত আছে। সাধারণের বিশ্বাস, রাজবাটীর দেওয়ানখানায় কৃষ্ণচন্দ্র মীরজাফরের দূতের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছিলেন।

থাকুন বা নাই থাকুন, মীরজাফর, লুৎফ, দুর্লভরাম এবং জগৎশেঠ যে ছিলেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। মুতাক্ষরীণ পাঠে অবগত হই, সিরাজুদ্দৌলার মাতৃস্বসা বা জ্যেষ্ঠতাত পত্নী ঘাসিটী বেগম ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহারই উত্তেজনায় এক প্রকার ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি।

ইংরেজ গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি ও পুষ্টি সাধন করিতেন, বাহিরে কিন্তু নবাবের প্রতি সখ্য দেখাইতে ত্রুটী করিতেন না। একটা প্রকট প্রমাণও জাজ্জ্বল্যমান। যে সময় মীরজাফরের সঙ্গে ষড়যন্ত্র হইতেছিল, সেই সময় এক ব্যক্তি পেসোয়ার নিকট হইতে এক পত্র লইয়া আসিয়া কলিকাতায় ইংরেজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। পত্রে লেখা ছিল যে, মহারাষ্ট্রেরা ২২ হাজার সৈন্য লইয়া বাঙ্গালা আক্রমণ করিবে। যদি ইংরেজ তাহাদের সাহায্য করেন, তাহা হইলে ছয়সপ্তাহের মধ্যে, তাহাদিগের দ্বারা কলিকাতা আক্রান্ত হইবে। যে লোক পত্র আনিয়াছিল, সে ইংরেজের সম্পূর্ণ অপরিচিত। সে কাহার নিকট হইতে কিরূপে পত্র আনিল, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিল

না। ইংরেজের ঘোর সন্দেহ হইল। তাঁহারা বুঝিলেন, ইংরেজের অভিপ্রায় অবগত হইবার জন্য সিরাজুদ্দৌলা এই খেলা খেলিয়াছেন। পত্র প্রকৃত হউক বা না হউক, ইংরেজ যে সিরাজুদ্দৌলার হিতাকাঙ্ক্ষী, এই টুকু বুঝাইবার জন্য পত্রখানি সিরাজুদ্দৌলার নিকট প্রেরিত হয়। পত্র পাঠাইবার আরও এক উদ্দেশ্য এই যে, পত্র পাইয়া সিরাজুদ্দৌলা অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকিবেন; তাহা হইলে ইংরেজও অনেকটা অবসর পাইবেন। ক্রমে অবসর বুঝিয়া, তাঁহারা নবাবকে আক্রমণ করিবেন। ইতিপূর্ব্বে সিরাজুদ্দৌলা ইংরেজের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া পলাশী-প্রাঙ্গণে * সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ক্লাইব চন্দননগর হইতে অর্দ্ধেক সৈন্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। ইহাতে করিয়া সিরাজুদ্দৌলাকে বুঝান হইল, ইংরেজের কোন দুরভিসন্ধি নাই। ইংরেজ দূত স্ক্রাফটন পত্র লইয়া, সিরাজুদ্দৌলার নিকট গিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজের সাধুতার

* পলাশীগ্রাম ভাগীরথীর বাম তটে। কলিকাতার ৪০ ক্রোশ উত্তর এবং বহরমপুরের ১১ ক্রোশ দক্ষিণ।

ভাণ দেখাইয়া সিরাজুদ্দৌলাকে পলাশী হইতে সৈন্য সরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য পরামর্শ দেন। তিনি নবাবকে বুঝাইলেন, এইরূপ করিলে, ইংরেজ বুঝিবে, সিরাজুদ্দৌলা তাঁহাদের সাধুতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। সিরাজুদ্দৌলা পত্র পাইয়া, ইংরেজের উপর সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু পলাশী হইতে সৈন্য সরাইয়া লইতে সম্মত হন নাই। *

সিরাজুদ্দৌলা ইংরেজের গতি-মতির প্রতি সতর্ক ও সুতীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ইংরেজ তাঁহার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ-কামী। যে দিন তিনি দেখিলেন, ইংরেজ তাঁহার মত না লইয়া চন্দনগর আক্রমণ করিয়াছেন সেই দিন তিনি বুঝিয়াছিলেন, সন্ধি-সর্ত্তানু সারে ইংরেজের সকল প্রার্থনা পূর্ণ করিলেও ইংরেজ নিশ্চিন্ত থাকিবার পাত্র নহেন। তবুও কেবল বলপুষ্টিকল্পে সময় পাইবার অভিপ্রায়ে ওয়াটসন সাহেবকে পত্র লিখিয়া, অনুত্তেজিত ভাষায় ও ধীর ভাবে আশা দিতেন, সন্ধি-সর্ত্তানু

* Thornton's History of British India. Vol I. p. 228.

সারে সকল প্রার্থনা পূর্ণ করিব। ওয়াটসনকে তিনি এইরূপ অনেক পত্র লিখিয়াছিলেন।

ইংরেজ সিরাজুদ্দৌলার বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করিতেছেন, সিরাজুদ্দৌলা এ আভাষও পূর্ব্বে পাইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, মীরজাফর এই ষড়যন্ত্রের মূলাধার। স্ক্রাফটন সাহেব যখন নবাবের নিকট পত্র লইয়া যান, তখন তাঁহার ইচ্ছা ছিল, একবার মীরজাফরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সিরাজুদ্দৌলার সুতীব্র লক্ষ্যে তাঁহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। মীরজাফরকে ষড়যন্ত্রের মূলাধার ভাবিয়া সিরাজুদ্দৌলা তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। এই সময় ওয়াটস সাহেব সদলবলে মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আগমন করেন। তাঁহার অকস্মাৎ সহরত্যাগে সিরাজুদ্দৌলার সন্দেহ ঘনীভূত হইল। তিনি তখনই মীরজাফরের প্রাসাদ আক্রমণ করিয়া, তাঁহার ধ্বংসসাধনে কৃত-সংকল্প হইলেন; কিন্তু যখন বুঝিলেন, ষড়যন্ত্র চরম সীমায় উত্থিত হইয়াছে, তখন তিনি শত্রুভাব পরিত্যাগ করিয়া মিত্রভাবে মীরজাফরকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। মীরজাফর ভয়ে হউক, আর ঘৃণায়

হউক, নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। তখন নবাব স্বয়ং মীরজাফরের বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হন। সিরাজুদ্দৌলা বিনয়নম্রবাক্যে মীরজাফরের তুষ্টিসাধনে প্রয়াস পাইলেন। মীরজাফর নবাবের কথায় তুষ্ট হইয়া বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিলেন। উভয়ে তখন প্রগাঢ় সখ্য সংস্থাপিত হইল। উভয়ে কোরাণ-স্পর্শে শপথ করিলেন, কেহ কাহারও বিপক্ষতাচরণ করিবেন না।

মীরজাফরকে কোরাণ-স্পর্শে শপথ করিতে দেখিয়া সিরাজুদ্দৌলা পরম প্রীতিলাভ করিলেন। মীরজাফর সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন; কিন্তু ইংরেজের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। তাঁহার সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইল, ইংরেজ তাঁহার একান্ত উচ্ছেদ-কামী। তখন তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ওয়াটসনকে শেষ পত্র লিখিয়াছিলেন,—

২৫শে রমজান (১৩ই জুন ১৭৫৭) আমাদের মধ্যে যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহাতেই আমার অঙ্গীকার মত আমি ওয়াটস্ সাহেবকে সমস্তই দিয়াছি; অল্পমাত্র বাকি আছে। মাণিকচাঁদের বিষয় প্রায় এক রকম শেষ হইয়াছে। আমি এত করিলাম, তথাপি দেখিতেছি, ওয়াটস্ সাহেব ও কাশীম বাজারের কৌন্সি-

লের সভ্যগণ বাগানে বায়ু সেবনের অছিলায় রাত্রিতে পলায়ন করিয়াছেন। কার্য্যটীতে চাতুরী ও সন্ধিভঙ্গের সম্পূর্ণ ইচ্ছা প্রকাশ পাইতেছে। আপনি যে ইহার কিছু জানেন না অথবা আপনার পরামর্শ না লইয়া যে একার্য্য হইয়াছে, তাহা কখন সম্ভব নহে। এরূপ হইবে, ইহা আমি অনেক দিন হইতে জানিতাম। যেরূপ বিশ্বাসঘাতকতার উদ্যোগ দেখিতেছি, তাহাতে পলাশী হইতে আমি সেনা সরাইয়া আনিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলাম।

ঈশ্বরের নিকট ধন্যবাদ যে, সন্ধির সর্ত্ত আমা হইতে ভঙ্গ হয় নাই। ঈশ্বর ও তাঁহার দূতগণকে সাক্ষী করিয়া আমাদের সন্ধি হইয়াছে। সে সন্ধি যে ভঙ্গ করিবে, তাহাদিগকে ঈশ্বরের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর কোরাণ-স্পর্শে শপথ করিয়াও ষড়যন্ত্রে নিবৃত্ত হয় নাই।

১০ই জুন মীরজাফরের স্বাক্ষরিত সন্ধিপত্র কলিকাতায় পৌঁছায়। অতঃপর চতুর ক্লাইব মুখের মুখস খুলিয়া ফেলেন। প্রতারণার প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তি প্রকটিত হইল। তিনি প্রকাশ্যে নবাবের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। কথা ক্রমে মুরশিদাবাদ পর্য্যন্ত পৌঁছিল। এ লোকসংবাদে নির্ভর করিয়াই নবাবকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে হয় নাই। ক্লাইব নিজ হস্তে নিজ স্বাক্ষরে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছিলেন,—"আপনি সন্ধিসর্ত্তানুসারে কাজ

করেন নাই ; তদ্ব্যতীত নানা চাতুরী খেলিয়াছেন ; শত্রুকে আশ্রয় দিয়াছিলেন ; অতএব শ্রেয়ঃকল্প।”

সংঘর্ষণ।

এক্ষণে উভয় পক্ষে যুদ্ধের তুমুল আয়োজন হইতে লাগিল। সিরাজুদ্দৌলার ৪০।৫০ সহস্র সৈন্য যুদ্ধার্থ পলাশীতে প্রস্তুত ছিল। এদিকে ক্লাইবও সসৈন্য পলাশী-অভিমুখে যাত্রা করিবারই উদ্যোগ করিলেন।

১৭ই জুন কর্ণেল ক্লাইব, দুই শত ইউরোপীয় সেনা, পাঁচ শত সিপাহী, একটী বড় ও একটী ছোট কামানসহ মেজর আয়র কুটকে কাটোয়ায় পাঠাইয়া দেন। কাটোয়া অধিকার করা আবশ্যক হইয়াছিল। কাটোয়ার দুর্গে প্রচুর পরিমাণে চাউল এবং সামরিক দ্রব্যাদি ছিল। এখান হইতে পলাশী-প্রাঙ্গণে সৈন্য-সঞ্চালনের যথেষ্ট সুবিধাও ছিল। কাটোয়া-দুর্গের দেশীয় সৈন্যাধ্যক্ষ একবারমাত্র ইংরেজ-সৈন্যের গতিরোধ করিতে

যাইয়া ইংরেজের হস্তে দুর্গ সমর্পণ করেন। সন্ধ্যার সময় ক্লাইব-সৈন্য তথায় গিয়া উপস্থিত হইয়া, নগর অধিকার করে। এখানকার দুর্গ এবং অন্যান্য গৃহাদি আশ্রয়স্থল হইয়াছিল; নহিলে পরদিন শিলাবৃষ্টিপাতে ভয়ানক কষ্ট পাইতে হইত। এখন ক্লাইবের ভাবনা হইল, মীরজাফর কি করিবে; কেননা কাটোয়ায় আসিয়া, তিনি মীরজাফরের নিকট হইতে সবিশেষ আশাসূচক পত্রাদি প্রাপ্ত হন নাই। তিনি কেবলমাত্র একখানি পত্রে অবগত হইয়াছিলেন, সিরাজুদ্দৌলার সহিত তাঁহার সদ্ভাব স্থাপন হইয়াছে; তবুও তিনি ইংরেজের সহায়তা করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। ২০শে তারিখে মীরজাফরের নিকট প্রেরিত লোক ফিরিয়া আসিয়া কোন সুনিশ্চিত সংবাদ দিতে পারে নাই। ইহাতে ক্লাইব চিন্তিত হইয়া কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণার্থে কলিকাতার সিলেক্ট কমিটিতে পত্র লিখেন। এই পত্রে তিনি স্পষ্ট লিখিয়াছিলেন, মীরজাফর প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সহিত যোগ দিবেন কি না, এ কথা না জানিয়া, তিনি কিছুতেই যুদ্ধ করিতে পারেন না। মীরজাফর যদি যোগ না দেন,

তাহা হইলে আপাততঃ পলাশীতে না গিয়া কাটোয়ায় বর্ষার অবসান পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় মীরজাফরপ্রেরিত এক পত্র পাইয়া ক্লাইব অবগত হইলেন, মীরজাফর পলাশী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি সিরাজুদ্দৌলার সৈন্যের এক ভাগে অবস্থিতি করিবেন। পলাশী গিয়া সকল সংবাদ স্পষ্ট করিয়া লিখিতে পারিবেন। ক্লাইবের মন দারুণ সন্দেহে আন্দোলিত হইতে লাগিল। তিনি কতকটা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। অবশেষে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণার্থ তিনি কয়েকজন সহকর্ম্মচারীর সহিত পরামর্শ করিলেন। অধিকাংশের মতে সিদ্ধান্ত হইল, আপাততঃ যুদ্ধ স্থগিত থাকুক। ক্লাইবেরও সেই মত হইল। এই সময় ক্লাইব বর্দ্ধমানের রাজাকে এক সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সহ যুদ্ধে যোগ দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

ক্লাইব সহচরগণকে বিদায় দিয়া, একটি নিভৃত বৃক্ষের তলায় বসিয়া, আপন মনে তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন। বহু বিচারের পর, এখনই

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল। সিদ্ধান্তের সঙ্গেই কার্য্যারম্ভ। ২১শে জুন তারিখের প্রাতঃকালে ক্লাইব ৯৫০ জন ইউরোপীয় পদাতিক, ১০০ ইউরোপীয় গোলন্দাজ, ৫০টী ইংরেজ মাল্লা, কতকগুলি দেশী লস্কর এবং ২১০০ দেশী সৈন্য লইয়া ভাগীরথী-তট দিয়া পলাশী অভিমুখে যাত্রা করিয়া নৌকারোহণে নদীপার হন। তাঁহাদের সঙ্গে ৮টী বড় ও ছোট কামান ছিল। বেলা চারিটার সময় তাঁহারা নদীতটে শিবির স্থাপন করেন। এই সময় মীরজাফরের প্রেরিত একখানি পত্রপাঠে ক্লাইব অবগত হইলেন, সিরাজুদ্দৌলা কাশীমবাজার হইতে তিন ক্রোশ দূরে মানকরা গ্রামে অবস্থিতি করিতেছেন। কাশীমবাজারের পূর্ব্ব দিক দিয়া যাইয়া নবাবকে আক্রমণ করাই সুবিধা। ক্লাইব কিন্তু তাহাতে সুবিধা বুঝিলেন না। তিনি বুঝিলেন, ষড়যন্ত্রকারীকে বিশ্বাস নাই; পরন্তু তিনি ঘুরিয়া নবাবকে আক্রমণ করিতে গেলে নবাব-সৈন্য সোজাসুজি ভাবে আসিয়া, তাঁহাকে আক্রমণ করিবে। এই সব ভাবিয়া ক্লাইব মীরজাফরের লোককে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন,

ইংরেজের জয়

আমি কালবিলম্ব না করিয়া পলাশী অভিমুখে যাত্রা করিব; আগামী কল্য ৩ ক্রোশ পথ কুচ করিয়া, দাউদপুর গ্রামে উপস্থিত হইব; সেখানে যদি মীরজাফর আমার সহিত যোগ না দেন, তাহা হইলে নবাবের সঙ্গে সন্ধি করিব।

যেখানে ক্লাইব শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন, সেখান হইতে নবাবের শিবির ১৫ মাইল দূরবর্ত্তী। ২২শে জুন সন্ধ্যার সময় যাত্রা করিয়া ২৩শে রাত্রি একটার সময় ক্লাইব পলাশীতে উপস্থিত হন। এই পলাশী গ্রামের কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী একটি আম্র-কাননে গিয়া ব্রিটিশ সৈন্য আশ্রয় গ্রহণ করে।

এই আম্র-কাননের অর্দ্ধক্রোশ দূরে নবাবের সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল। আম্র-কাননটি দৈর্ঘ্যে ১৬০০ হাত এবং প্রস্থে ৬০০ হাত। তাহার চারিদিকে মৃত্তিকার বাঁধ এবং পয়ঃ-প্রণালী। ইহার উত্তর-পশ্চিমদিকে প্রায় ১০০ হস্ত দূরে ভাগীরথী কুলকুল শব্দে প্রবাহিত হইতেছিলেন। আম্র-কাননের নিকট নবাবের একটি ইষ্টক-প্রাচীর-বেষ্টিত মৃগয়া-মঞ্চ অধিষ্ঠিত ছিল। ক্লাইব এ

মঞ্চটী অধিকার করেন। আম্র বৃক্ষগুলি সমান্ত-রালে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া প্রতিষ্ঠিত ছিল। * যে সময় ক্লাইব আম্র-কাননে সসৈন্য আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহার ২৪ ঘণ্টা পূর্ব্বে নবাব আসিয়া শিবিরে অধিষ্ঠিত হন।

নবাবের পক্ষে ছিল ৩৫ হাজার পদাতিক; কিন্তু তাহারা ইউরোপীয়দের মত সুশিক্ষিত ছিল না; অশ্বারোহী ১৫ সহস্র; তাহারা অপেক্ষা-কৃত সুশিক্ষিত; অধিকাংশ অশ্বারোহী পাঠান তরবারি এবং বরিষায় সুসজ্জিত; কামান-পরি-চালকগুলি উৎকৃষ্ট; ৫৩টী কামান ছিল; ৪০।৫০ জন সুশিক্ষিত ফরাসি সৈন্য কামানসহ নবাব-সৈন্যের বলবর্দ্ধন করিয়াছিল। মুঁসে সেণ্ট ফ্রেঁ এই সকল ফরাসির অধ্যক্ষ। ইনি পূর্ব্বে চন্দন-নগরের এক জন "কাউন্সিলার" ছিলেন। ইংরেজ ফরাসিকে চন্দননগর হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। আজ তাই নবাবসৈন্যভুক্ত ফরাসি সৈনিকেরা

---

* এক্ষণে আর একটীও আম্র বৃক্ষ দেখা যায় না। যেটী শেষ ছিল, অবশিষ্ট সেটী কয়েক বৎসর হইল পতিত হইয়া কীটের উদরসাৎ হইয়াছে।
Murry's Hand Book of Bengal, 1882

বৈরনির্য্যাতনকল্পে মুহুর্ম্মুহু ইংরেজের ধ্বংস কামনা করিয়া বীরদর্পে পলাশীক্ষেত্রে প্রতীক্ষা করিতেছিল।

নবাবের সৈন্য যেমন সুদৃঢ় শক্তিমান, তেমনই দূরাক্রম্য সুদৃঢ় স্থান অধিকার করিয়াছিল। ভাগীরথীতট হইতে গড়বন্দী শিবিরাদি প্রায় চারি শত হস্ত ভূমি পরিমাণ ব্যাপ্ত। তাহা আবার উত্তর-পূর্ব্বে ঘুরিয়া গিয়াছে। তাহাও প্রায় তিন মাইলব্যাপী হইবে। সর্ব্বসীমান্ত কোণে সুরক্ষিত গড়চত্বরে একটী বৃহৎ কামান প্রতিষ্ঠিত। গড়ের সম্মুখে একটী মৃত্তিকাস্তূপ জঙ্গলে আবৃত। প্রায় ১৬ শত হস্ত দূরে দক্ষিণে আম্র-কাননের নিকট একটী পুষ্করিণী। তাহার নিকট আর একটী বৃহত্তর পুষ্করিণী; এই পুষ্করিণী দুইটী মৃত্তিকার বাঁধে পরিবেষ্টিত। পরে ১৬৫ পৃষ্ঠায় অঙ্কিত চিত্রে স্থান-সমাবেশের স্পষ্ট নির্ণয় হইবে। ক চিহ্নিত স্থান মৃত্তিকা-স্তূপ; খ চিহ্নিত স্থানটী পুষ্করিণী।

প্রতারণায় পরাজয়।

২৩শে জুন নবাবের সৈন্য গড় হইতে নিঃসৃত হইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল। সুদৃঢ় ব্যূহ রচিত হইয়াছিল। ফরাসিরা চারিটী কামান সহ বৃহৎ পুষ্করিণীর নিকট অবস্থিতি করিলেন। ফরাসি-সেনা এবং ভাগীরথীর মধ্যে দুইটী বড় কামান প্রতিষ্ঠিত হইল। এক জন দেশী সৈনিকপুরুষ কামান চালাইবার ভার পাইলেন। তাঁহাদের পশ্চাৎভাগে রহিলেন, বিশ্বাসী সেনাপতি মীর-মদন। সঙ্গে ৫ সহস্র অশ্বারোহী এবং ৭ সহস্র পদাতি। তাঁহারই পার্শ্বে বীর মোহনলাল। মীর-মদনের বহুদূরে অর্দ্ধ-গোলাকার ভাবে অন্যান্য সৈন্য সুসজ্জিত। বামে পলাশীর আম্র-কানন হইতে দক্ষিণে জঙ্গলাবৃত মৃত্তিকা-স্তূপ পর্য্যন্ত এই সব সৈন্যের সুবিস্তার। ইহার মধ্যে বহুসংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতি দলবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান তাহার মধ্যে মধ্যে আবার সুদারুণ অগ্নিবর্ষী কামান। অর্দ্ধগোলাকার ব্যূহে সহস্র সৈন্য ছিল। মীরজাফর, যার লুৎফ খাঁ এবং

মানকোরা
নবাবের শিবির
ফরাসি
মীর মদন
মৃগয়া মঞ্চ
আম্র কানন
পলাশী গ্রাম
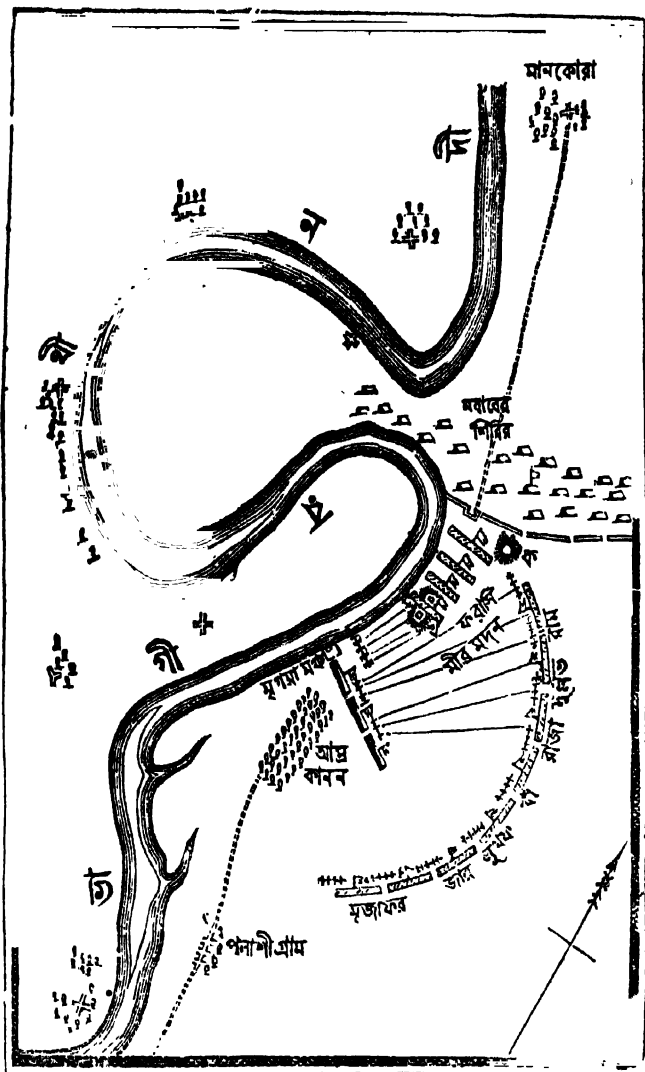
দুর্ল্লভরাম ইহাদের অধ্যক্ষ। মীরজাফর বামদিকে, য়ার লুৎফ মধ্যভাগে এবং দুর্ল্লভরাম দক্ষিণ ভাগে। ইংরেজ সৈন্য সম্পূর্ণরূপে নবাব-সৈন্য কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত।

ক্লাইব একবার মৃগয়া-মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া সতৃষ্ণ নয়নে নবাব-সৈন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। সমুদ্রবৎ নবাব সৈন্য। ক্লাইব স্তম্ভিত ও চকিত। তিনি ভাবিলেন, এই সব সৈন্য কি প্রভু-ভক্ত? কিন্তু "আজন্ম সৈনিক" সাহসী ও নির্ভীক বীর ক্লাইব বিচলিত হইলেন না। তিনি যুদ্ধার্থ আপন সৈন্য সজ্জিত করিলেন। বাম ভাগে রহিল, মৃগয়া-মঞ্চ; মধ্যভাগে ইরোপীয় সৈন্য সুসজ্জিত; উভয় পার্শ্বে ছয়টী কামান; বামে দক্ষিণে সম-বিভাগে দেশীয় সৈন্য। সৈন্যের বামভাগে, চারি শত হস্ত দূরে একটী ইটের পাঁজা ছিল; কতক-গুলি সৈন্য দুইটী বড় এবং দুইটী ছোট কামান লইয়া তাহা অধিকার করিয়া রহিল।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন ভারতেতিহাসের স্মরণীয় দিন। এই দিন প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় ফরাসি সৈন্যাধ্যক্ষ সেণ্ট ফ্রেঁই সর্ব্বাগ্রে কামান

দাগিলেন। তাঁহার কামান গর্জ্জনমাত্রেই নবাব-সৈন্য হইতে অবিরল ধারে গোলাবর্ষণ হইতে লাগিল। মুহূর্ত্তে রণ-ভূমি কামানের গভীর ধূমে আচ্ছন্ন হইল। ক্লাইবের ইঙ্গিতে ইংরেজ সৈন্যও শত্রুপক্ষে গোলাবর্ষণ করিল। ব্রিটিশ সৈন্য নবাব সৈন্য অপেক্ষা অধিকতর সুদক্ষ ও সুশিক্ষিত; কিন্তু অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে ৩০টী ইংরেজ সৈন্য যুদ্ধাক্ষম হইল। ক্লাইব তখনই ধীরে ধীরে সাবধানে সৈন্য সরাইয়া লইয়া গিয়া ছায়াপ্রদ আম্র বৃক্ষতলে স্থাপন করিলেন। নবাবসৈন্যের নিক্ষিপ্ত গোলা বৃক্ষোপরি পতিত হইতে লাগিল। ক্লাইব অধিকাংশ সৈন্য ভাগীরথীতটে নিম্নভাগে রাখিয়া দিলেন। কতকগুলি সৈন্য কামান চালাইবার জন্য মাটি কাটিয়া ছোট ছোট সুড়ঙ্গ করিয়া দিল। ইংরেজ সৈন্য নদীতটের নিম্নে; সুতরাং নবাব-সৈন্যের নিক্ষিপ্ত গোলা তাহাদের মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। ইংরেজের সুড়ঙ্গ-মধ্যস্থ কামানের অব্যর্থ গোলা নবাবসৈন্যের উপর পতিত হইতে লাগিল।

নবাবসৈন্যের অনেকে হত ও আহত হইল।

অনেক কামান ফাটিয়া গেল। তিন ঘণ্টা কাল অনবরত যুদ্ধ চলিল। কোন পক্ষের বিশেষ লাভ-ক্ষতি হইল না।

ক্লাইব দেখিলেন, মীরজাফর কোন উচ্চবাচ্য করিতেছেন না। সহযোগিত্বের সঙ্কেতও তিল মাত্র নাই। অপার ভাবনা;—কি করিবেন! অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সহযোগীদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ক্লাইব সিদ্ধান্ত করিলেন, অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, রাত্রি পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইব।

যুদ্ধ চলিল। দেখিতে দেখিতে এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গেল। ইংরেজ ত্রিপল দিয়া বারুদাদি ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। নবাব পক্ষে সে ব্যবস্থা হয় নাই; সুতরাং সমুদায় বারুদাদি ভিজিয়া গিয়াছিল। ইংরেজ অনার্দ্র শুষ্ক সতেজ বারুদ প্রয়োগে গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। নবাবপক্ষ গোলাবর্ষণে তাদৃশ সতেজ রহিল না। মীরমদন ভাবিলেন, ইংরেজেরও বুঝি সেই অবস্থা। এই ধারণাবলে তিনি তীব্রবেগে গোলাবর্ষণ করিতে করিতে ইংরেজসৈন্যের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। হায়! ইংরেজের সাংঘাতিক

সুতীব্র গোলার আঘাতে বীর মীরমদন আহত হইয়া পড়িলেন।

এ সংবাদ শুনিয়া, হতভাগ্য সিরাজুদ্দৌলা মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, চারিদিকের বিশ্বাসঘাতকের ব্যূহবেষ্টন মধ্যে মহাবীর প্রভুভক্ত মীরমদন তাঁহাকে রক্ষা করিবেন; কিন্তু এখন হায়! সেই মীরমদন আহত হইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত। তখন নবাব ভীত হইয়া সপুত্র মীরজাফরকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং মীরজাফরের পদযুগলে আপনার উষ্ণীষ রক্ষা করিয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন,—"মীরজাফর! আমায় রক্ষা কর!"

প্রভুর কাতরক্রন্দনে প্রভুবিদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের দুরাকাঙ্ক্ষা দূরীকৃত হইল না। পাপমতি মনে মনে পুলকিত হইল; পরন্তু ভাবিল নবাবের সর্ব্বনাশ করিবার এই শুভযোগ। দুরাশয় মীরজাফর বাহিরে সরল সাধু পবিত্র বন্ধুবৎ ব্যবহারে দুইটি হস্ত বক্ষঃস্থলে রক্ষা করিয়া বিনয়-বিনম্র বচনে বলিল,—"হুজুর! ভয় নাই; আমি প্রাণপণে আপনাকে রক্ষা করিব; অদ্য দিবা অবসানপ্রায়; সৈন্যগণও ক্লান্ত; অতএব অদ্য যুদ্ধ বন্ধ হউক;

কালি হইবে।” নবাব বলিলেন,—“অদ্য রাত্রি-কালে যদি ইংরেজ আক্রমণ করে?” বিশ্বাসঘাতক বলিল,—“তাহার জন্য চিন্তা নাই।” এই কথা বলিয়াই মীরজাফর মুহূর্ত্ত মধ্যে বিদ্যুদ্বেগে অশ্বারোহণে আপন সৈন্য মধ্যে চলিয়া গেল এবং সেইখান হইতে ক্লাইবকে সকল অবস্থা লিখিয়া পাঠাইল; অধিকন্তু সতেজে সদলে অগ্রসর হইবার পরামর্শ দিল।

এই পত্র সময়ে ক্লাইবের নিকট পৌঁছায় নাই।

মীরজাফর চলিয়া গেলে, নবাব দুর্ল্লভরামের শরণাপন্ন হইলেন। নবাবকে ভীত বুঝিয়া বিশ্বাসঘাতক দুর্ল্লভরাম তাঁহাকে বলিল,—“হুজুর! ভয় নাই; অদ্য সকল সৈন্যকে শিবিরে ফিরিয়া যাইতে আজ্ঞা করুন; আর আপনি আমাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কারয়া মুরশিদাবাদে চলিয়া যাউন।” হতভাগ্য নবাব কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অগত্যা তখনই সকল সৈন্যকে শিবিরে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন।

বাঙ্গালী বীর প্রভুভক্ত মোহনলাল এই সময় অতুল বিক্রমে যুদ্ধ করিতেছিলেন। তাঁহার জ্বলন্ত

অগ্নিময় গোলার আঘাতে শত্রুপক্ষ অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। সমরকুশল অধীন সৈন্যগণও বীরত্ব-বীর্য্যে প্রভুর মুখ উজ্জ্বল করিতেছিল। এমন সময় নবাবের দূত গিয়া তাঁহাকে রণে নিবৃত্ত হইতে বলিল। মোহনলাল সে কথা শুনিলেন না। আবার নবাবের দূত যাইল। এবারও মোহনলাল কোন কথা গ্রাহ্য করিলেন না। আবার নিষেধ-আজ্ঞা আসিল। এবার মোহনলাল একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, নবাবসৈন্য ছিন্ন-ভিন্ন; কেহ ফিরিয়াছে; কেহ ফিরিতেছে; কেহ ফিরিবার উপক্রম করিতেছে। তখন তিনি বুঝিলেন, নবাবের অধঃপতন অনিবার্য্য; বুঝিলেন, বঙ্গের মুসলমান রাজত্বের এইবার বিপর্য্যয়-পরিণাম; বুঝিলেন, অদ্যকার এই সূর্য্যাস্তের সঙ্গে মুসলমান নবাবের স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত হইবে। তিনি কাল-বিলম্ব না করিয়া, কাহাকে কিছু না বলিয়া, সৈন্যমণ্ডলীকে সঙ্গে না লইয়া, অভিমানে ক্ষোভে রোষে পরিপূর্ণ হইয়া রণভূমি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে রণভূমি পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া সৈন্যগণও রণে ভঙ্গ দিল। হায়!

মোহনলালের দুর্জ্জয় অভিমানে, আর একটু ধৈর্য্যের অভাবে, হতভাগ্য সিরাজুদ্দৌলার সর্ব্বনাশ হইল !

মোহনলাল যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আসিলে পর নবাব দুই সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য-সমভি-ব্যাহারে উষ্ট্রারোহণে মুরশিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন।

মীরজাফর ও দুর্ল্লভরামের আদেশক্রমে সকল সৈন্য রণ-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া শিবির-অভি-মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্লাইব এই সময় মৃগয়া-মঞ্চের ভিতর বিশ্রামার্থ নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে বলিয়া রাখিয়াছিলেন,—"কোন বিভ্রাট বুঝিলে, আমাকে ডাকিয়া দিও!"

অন্যতম ব্রিটিশ সৈনিক মেজর কিলপেট্রিক নবাবের সৈন্যসমূহকে পশ্চাৎপদ হইতে দেখিয়া, ক্লাইবের অনুমতির জন্য অপেক্ষা না করিয়াই, স্বয়ং কতকগুলি সৈন্যসহ পুষ্করিণীর অভিমুখে অগ্র-সর হইতে লাগিলেন। এই সময়ে ক্লাইবকে জাগ-রিত করা হয়। তিনি কিলপেট্রিককে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ভয়ানক ক্রোধান্বিত হইয়াছিলেন;

কিন্তু পরে প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া, পরমপ্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। *

ক্লাইব এখন পূর্ণোৎসাহে পূর্ণোন্মত্ত। তিনি অবশিষ্ট সৈন্যগণকে ডাকিয়া আনিয়া সমস্ত সৈন্য-সহ দুর্নিবার্য্য দুরন্ত বিক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন রণক্ষেত্র শূন্যপ্রায়। কেবল ফরাসি বীর সেণ্ট ফ্রেঁ স্বদলবল-সহ প্রাণান্তপণে যুদ্ধ করিতেছিলেন। তিনি নবাবের আজ্ঞা শুনেন নাই; মীরজাফরের কথায়ও কর্ণপাত করেন নাই; কিন্তু কয়েক জন সৈন্য লইয়া, দুর্দ্ধর্ষ ব্রিটিশ সৈনিকের সম্মুখে আর কতক্ষণ যুঝিবেন? তিনি দেখিলেন, ব্রিটিশ সৈন্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। তখন তিনি একটু পশ্চাৎ হঠিয়া উচ্চ মৃত্তিকা-স্তূপের নিকট গিয়া, পলকে পলকে শত্রু-সৈন্যের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে মীরজাফর নবাবের অন্যান্য সৈন্যের সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া নিজ সৈন্য সহ আত্র-

* কোন কোন ইতিহাস-লেখক বলেন, ক্লাইব কিলপেট্রিকের কার্য্যে আপনার কৃতিত্বগৌরব-হানি মনে করিয়া, কিলপেট্রিককে কার্য্যান্তরে পাঠাইয়া, আপনি সসৈন্যে যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি পরে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট স্ব মুখে স্বকীয় কৃতিত্বেরই ঘোষণা করিয়াছিলেন।

কাননের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্লাইব তাহাদিগকে মীরজাফরের সৈন্য বলিয়া আদৌ জানিতে পারেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন, নবাবের সৈন্য বুঝি তাঁহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছে। তখন তিনি পুষ্করিণীর পার্শ্ব হইতে সৈন্য সরাইয়া আনিয়া সতেজে সবেগে মীরজাফরসৈন্যের গতিরোধ করিলেন। মীরজাফর নিজ সৈন্যগুলিকে লইয়া পূর্ব্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। সেখানে তিনি নীরব ও নিশ্চল স্থাণুবৎ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। যখন নবাব উপস্থিত ছিলেন, তখন বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর আদৌ সৈন্যসঞ্চালন করেন নাই; কেবল স্থির ভাবে দুই পক্ষের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন; পরন্তু যে পক্ষ প্রবল, সেই পক্ষে যোগ দিবেন বলিয়া সংকল্প করিয়াছিলেন। তাই নবাব মুরশিদাবাদে চলিয়া যাইলে পর এবং মোহনলাল রণভূমি ত্যাগ করিলে পর মীরজাফর ক্লাইবকে সাহায্য করিবার উদ্দেশে আম্রকাননের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

ক্লাইব মনে করিয়াছিলেন, মীরজাফর তাঁহাকে

সাহায্য করিবেন না। তিনি ভাবিয়াছিলেন, পলাশী-প্রাঙ্গণ হইতে এ যাত্রা আর একটীও ব্রিটিশ প্রাণীকে ফিরিয়া যাইতে হইবে না। কেবল অদৃ-ষ্টের উপর নির্ভর করিয়া অসীম সাহসে অনিবার্য্য বীর্য্যে তিনি যুদ্ধ করিতেছিলেন। এত চাতুরী! এত কৌশল! এত প্রতারণা! এত প্রবঞ্চনা! কলুষ-কালিমায় আগ্রীব নিমজ্জন! কিন্তু "আজন্ম সৈনিকের" তেজস্বিতার পরিচয় পদে পদে!

নবাব-সৈন্য কেন ফিরিতেছে, ক্লাইব তাহা জানিতে পারেন নাই; কিন্তু ফিরিতে দেখিয়া তাঁহার সাহস দ্বিগুণ হইয়াছিল। ক্রমে তিনি বুঝি-লেন, মীরজাফর যুদ্ধ করিতেছে না; বন্ধু একপার্শ্বে নীরবে নিক্রিয় সৈন্যসহ দণ্ডায়মান আছে। তখন তিনি বর্দ্ধিতবিক্রমে ফরাসিদের দিকে অগ্রসর হইলেন। ফরাসিরা প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহারা আবার ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ধন্য বীর সেণ্ট ফ্রেঁ! কিন্তু হায়! সেই সেনাপতি-শূন্য রণক্ষেত্রে সেণ্ট ফ্রেঁ কয়েকজনমাত্র সৈন্য লইয়া একা আর কতক্ষণ যুঝিবেন? তিনি রণে ভঙ্গ দিলেন। ব্রিটিশ সৈন্যের আর কোন বিঘ্নবাধা

রহিল না। নবাব-সৈন্য পলায়ন করিতে লাগিল। ব্রিটিশ সৈন্য তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া অনেককে হত করিল। ইহার পর ক্লাইব সসৈন্যে স্বচ্ছন্দে সতেজে গড়ের ভিতর প্রবেশ করিয়া গড় অধিকার করিলেন। বৃটিশের জয় হইল! পলাশীর মুক্তপ্রাঙ্গণে বিজয়-কোলাহলে গগন-মেদিনী উথলিয়া উঠিল। সেই রুধিরপ্লাবিত পলাশীক্ষেত্রে আমাদেরই মঙ্গলার্থ ব্রিটিশের শাসন-শক্তির বীজ রোপিত হইল।

এখন কত কথা মনে হয়।—সিরাজুদ্দৌলা যদি মীরজাফরের পদগৌরব পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেন, তাহা হইলে সে সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র হইত না। মনে হয়, সিরাজ যদি বুদ্ধিমান্ ফরাসি বীর ল সাহেবকে বিদায় না দিতেন, তাহা হইলে ব্রিটিশ বণিক্ নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সাহসী হইতেন না। মনে হয়, নবাব্ যখন বুঝিয়াছিলেন, মীরজাফর বিশ্বাসঘাতক, তখন যদি কোন রকমে একেবারে তাহার গতিরোধ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ইংরেজকে ভয় করিতে হইত না। মনে হয়, নবাব যখন দেখিলেন, বীর মীরমদন

আহত, তখন তিনি বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরকে না ডাকাইয়া, যদি আপনার অদৃষ্টে নির্ভর করিয়া, মহাবীর মোহনলালের বীরত্বে বিশ্বস্ত হইয়া বুক বাঁধিতে পারিতেন, তাহা হইলে নবাবকে মুরশিদাবাদে পলায়ন করিতে হইত না। মনে হয়, মোহনলাল যদি অভিমানে অভিহত না হইয়া আর একটু ধৈর্য্যসহকারে যুদ্ধ করিতেন, অন্ততঃ যদি রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া আসিবার সময় সৈন্যগণকেও সঙ্গে লইয়া আসিতেন, তাহা হইলে পরিণাম এমন হইত না। মনে এমন কত কি হয়; কিন্তু বিধির লিখন কে খণ্ডাইবে! বিধির ইচ্ছায় আমাদের সৌভাগ্যোদয়। তাই সিরাজুদ্দৌলার অধঃপতন; ইংরেজের অভ্যুত্থান।

বিধির ইচ্ছা হইলে, তৃণাঙ্কুশেও ভীমগিরি ছিন্ন-ভিন্ন হয়; মশকপদাঘাতে ঋক্ষবক্ষ বিদারিত হয়; গণ্ডূষে বারিধি শুকাইয়া যায়; ফুৎকারে সূর্য্যতাপ নিবিয়া যায়। যাঁহার ইচ্ছায় স্ফটিকস্তম্ভনিহিত সুসুপ্ত মৃত্যুবাণে দুর্জ্জয় বীর রাবণের মৃত্যু হইয়াছিল, তাঁহারই ইচ্ছায় সিরাজুদ্দৌলার পতন হইল। এই টুকু বুঝিলে মানুষের মোহ রহে না।

সিরাজের পরিণাম।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩এ জুন পলাশী-প্রাঙ্গণের রুধির-প্লাবিত রণ-ক্ষেত্রে ব্রিটিশ বণিকের বিজয়-কেতন উড্ডীন হইল। ব্রিটিশ-বাহিনীর শ্রবণ-ভৈরব গগনস্পর্শী সিংহনাদে পলাশীর সে বিজয়-বার্ত্তা বিঘোষিত হইতে লাগিল। সে কল্লোল-কোলাহল ভাগীরথীর কল কল শব্দে মিশিয়া আম্রকাননের প্রসুপ্ত ছায়াতল মুহুর্মুহুঃ প্রকম্পিত করিয়া তুলিল। যাঁহারই গুণে বা যাহারই ফলে পলাশীর সংঘর্ষণে বিজয় লাভ হউক, সেই "আজন্ম সৈনিক," নির্ভীক, নিত্য-সাহসী, দীর্ঘদর্শী কিন্তু স্বার্থপর প্রতারণাপটু "ক্লাইবের"ই প্রতিষ্ঠা-স্পর্দ্ধা শত গুণে পরিবর্দ্ধিত হইল।

দুই এক দিনের মধ্যেই ইংরেজ-চমূর সেই কোলাহল-কম্পিত পলাশী-শিবিরেই বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। ক্লাইবের শিবিরে যাইবার সময় তাঁহার মনে মনে বড় ভয় হইয়াছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন,

যুদ্ধকালে সাহায্য সম্বন্ধে ইতস্তত করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়, ইংরেজ তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহাকে শিবির মধ্যে পাইয়া তাহার প্রতিশোধ লইবেন। বলা বাহুল্য, পাপীর সে আতঙ্ক, পাপ চিন্তার প্রতিঘাতমাত্র; প্রকৃত পক্ষে আশঙ্কা ফলবতী হয় নাই। মীরজাফর সাহায্য করিবে কি না ভাবিয়া ক্লাইবের মনে যে সংশয় জন্মিয়াছিল, পলাশীবিজয়ের পূর্ব্বেই তাঁহার সে সংশয় অপসারিত হইয়াছিল। তাই মীরজাফরকে দেখিবামাত্র ক্লাইব প্রফুল্ল চিত্তে অতি সমাদর সহকারে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে আপন সন্নিকটে আসন প্রদান করিয়াছিলেন। উভয়েই উচ্চাশায় উৎকণ্ঠিত। অন্তরের কথা অন্তর্যামীই জানেন। বিশ্বাসঘাতক নীচাশয় মীরজাফর এবং পররাষ্ট্রলোলুপ প্রতিষ্ঠাকামী ক্লাইবের হৃদয়ে কখন কোন্ ভাবে কিরূপ ঘাত-প্রতিঘাত উত্থিত-পতিত হইতেছিল, তা অন্তর্যামী ভিন্ন কে বলিতে পারে? বাহিরে অবশ্য মীরজাফর ব্রিটিশের বিজয় জন্য সহাস্য বদনে ক্লাইবের বীরত্ব-মাহাত্ম্যের কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ক্লাইবও মীরজা-

ফরকে তাঁহার সাহায্যকারিতার জন্য সহস্রবার ধন্যবাদ দিয়াছিলেন। এই সময়ে উভয়ে বিশ্রম্ভালাপে হৃদয়োদ্ঘাটন করিয়া, কি কি কথায়, কি কি প্রস্তাবের উত্থাপন ও সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহার অক্ষরাঙ্কিত বিবৃতি কোন ইতিহাসে নাই। সে শতাধিক বর্ষের অতীত কাহিনীর প্রত্যক্ষস্বরূপ সাক্ষ্য কে দিবে? তবে সে অতীতের সাক্ষী এখন একমাত্র সেই অনন্ত-সাক্ষী স্বয়ং ভগবতী ভাগীরথী। তাঁহার তরঙ্গমালা চিরকালই বুক চিরিয়া সেই শোণিতাম্বর পলাশীপ্রাঙ্গণের প্রতিবিম্বে সাধক ভক্ত কবিকে পলকে পলকে মানব-পরিণামের একটা প্রকট চিত্র প্রদর্শন করিবে! তিনিই বলিতে পারেন, মীরজাফরের সঙ্গে ব্রিটিশ শিবিরে ক্লাইবের কি কথা হইয়াছিল। কিন্তু জননীর মুখ হইতে সে কথা শুনিবার পুণ্য ত আমাদের নাই! সুতরাং ক্লাইব ও মীরজাফরের সাক্ষাৎ-সংঘটনের পরবর্ত্তী যে সব কার্য্য মুতাক্ষরীণপ্রমুখ পারস্য এবং ইন্দোস্তানপ্রমুখ ইংরেজি ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই বিবৃত করিব।

ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎকারে মীরজাফর পূর্ব্ব

সন্ধিসম্মত কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন; এবং ব্রিটিশ সেনাসমূহকে আপনার সেনাভুক্ত করিয়া লইলেন। ক্লাইবও তাঁহাকে বঙ্গ, বিহার এবং উড়িষ্যার নবাব বলিয়া স্বীকার করিলেন। দুরাশয়ের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হইল।

দারুণ আশঙ্কা-সন্দেহের এতাদৃশ শুভ পরিণতি-সন্দর্শনে নীচমতি মীরজাফর পুনর্জীবন পাইলেন। শিবিরে প্রবেশ-কালে যখন ব্রিটিশ সৈনিকসমূহ তাঁহাকে সামরিক সম্মানে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, তখনও মীরজাফর ভাবিয়াছিলেন, বঙ্গের সিংহাসনের আশা বৃথা; সে আশা বুঝি, এই অকিঞ্চিৎকর সামরিক সম্মানে পর্য্যবসিত হইল।

ক্লাইবের প্রসন্নতা-প্রসাদ লাভ করিয়া মীরজাফর সসৈন্য মুরশিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। মুরশিদাবাদে উপস্থিত হইয়া তিনি শুনিলেন, নবাব সিরাজুদ্দৌলা নগর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

সত্য সত্যই ইতিপূর্ব্বে হতভাগ্য সিরাজুদ্দৌলা মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পলাশীতে কু-চক্রীদের চক্রান্ত হইতে নিষ্কৃতি

পাইয়া সিরাজুদ্দৌলা মুরশিদাবাদে আসিয়া উপ স্থিত হন। মুরশিদাবাদে আসিয়া তিনি পুন রায় বল-সঞ্চয়ের সংকল্প করিয়াছিলেন। কি হায়! সম্পদে-বিপদে সিরাজুদ্দৌলা সহায়হীন; সম্পদে অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে চক্রান্তের সৃষ্টি হইয়াছিল; বিপদে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ভৃত্য, সৈন্য, এমন কি পোষ্য-পাল্য পরিবারবর্গের অনেকেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল নবাব বুঝিলেন, বিধাতা নিতান্ত বাম। তবু তিনি নিরুৎসাহ হইলেন না। তবুও তিনি বল-সঞ্চয়ের সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন না। মুহূর্ত্তে তিনি ধন-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। অচিরে চারিদিকে ঘোষণা হইল,—"কে কোথায় আছ ফিরিয়া এস; একবার বিপদাপন্ন নবাবের মুখ পানে তাকাও; কাহারও কিছু প্রাপ্য থাকে কেহ যদি বেতন না পাইয়া অসন্তুষ্ট হইয়া থাক, ফিরিয়া এস, সকলেই সব পাইবে।" ঘোষণা-প্রচারের পর দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। কেহ পূর্ব্ব পাওনা পাইবার প্রত্যাশায় আসিল; কেহ বা আপাততঃ আত্ম-পরিবার রক্ষার জন্য

সমগ্রিম পাইবার প্রার্থনা করিল ; কতক লোক অপর দাবীতেও টাকা চাহিল ; নানা লোকে নানা ছলে নানা দাবীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সমস্ত রাত্রি ধন-ভাণ্ডার লোকসমাগমে পরিপূর্ণ ছিল। 'দেহি' 'দেহি' শব্দের অবিরাম স্রোত বহিতে লাগিল। সিরাজুদ্দৌলাও মুক্তহস্ত। কত লোক কৃত কল্পনায় কত প্রকার দাবীর সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই ; কিন্তু কেহই বঞ্চিত হয় নাই। হা! দুরদৃষ্ট! টাকা পাইয়াও একবার যে ঘরে ফিরিয়া গেল, সে আর ফিরিয়া আসিল না। নবাবের অবারিত দান নিষ্ফল হইল। পরে নবাব সারাদিন আপন প্রাসাদ-ভবনে উৎকণ্ঠিত চিত্তে একাকী বসিয়া রহিলেন।

নবাবপুরী নির্জ্জন নীরব। এমন একটীও বন্ধু ছিল না যে, দুটো সান্ত্বনা-বাক্যে নবাবের সে দারুণ দুঃখপরীত হৃদয়ের ভার কিঞ্চিন্মাত্র লাঘব করে। নবাব নিরুপায় হইলেন। যাঁহার কটাক্ষমাত্রে কোটি লোক সঞ্চালিত হইত, আজ তাঁহার বিপুল বিজয়ন্তীপুরী সহায়শূন্য! এখন কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, কাহার শরণাপন্ন

হইবেন, কে রক্ষা করিবে, ইহাই হইল হতাশ প্রাণের বিষম ভাবনা। মূহূর্ত্তে কিন্তু কি যেন একটা বৈদ্যুতিক স্পর্শে সিরাজুদ্দৌলার সে মুমূর্ষু প্রাণ জাগিয়া উঠিল। ভাবনার প্রবাহে সহসা আজিমাবাদের ফরাসি সৈনিক ল সাহেবকে স্মরণ হইল। শক্তিশালী ল সাহেবকে স্মরণ হইবামাত্র নবাব তাঁহার সাহায্য লইবার সংকল্প করিলেন। নবাব বুঝিয়াছিলেন, এ বিপদ-পারাবারে এখন ল সাহেবই একমাত্র কাণ্ডারী। ল সাহেবকে সাহসী ও বিশ্বাসী বলিয়া সিরাজুদ্দৌলার ধারণা ছিল; কেবল কু-লোকের কু-চক্রে পড়িয়াই তাঁহাকে তাড়াইয়াছিলেন বৈত নয়। ল সাহেবের সাহায্য পাইবার প্রত্যাশায় নবাব ২৫শে জুন মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

সিরাজুদ্দৌলার মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিবার পর মীরজাফর সসৈন্য তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরে মনশুরগঞ্জের প্রাসাদভবন নির্ব্বিঘ্নে ও নিরাপদে তাহার হস্তগত হইয়াছিল। এই সময় যাবতীয় বিশ্বাসঘাতক আসিয়া মীরজাফরের সঙ্গে যোগ দিল। সিরাজুদ্দৌলা যুদ্ধ-বিরামের

আজ্ঞা প্রচার করিলেও যাহারা যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহারাও এক্ষণে মীরজাফরের পদানত হইল। যাহারা শেষ পর্য্যন্ত সিরাজুদ্দৌলার আনুগত্য-স্বীকারে কুণ্ঠিত হয় নাই, যাহারা বর্ত্তমান বিপর্য্যয়-বিপ্লবে মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, তাহারাও নির্য্যাতন ও অত্যাচার ভয়ে মীরজাফরের বশ্যতা স্বীকার করিল।

দুর্ল্লভরাম মীরজাফরের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। তাঁহারই সাহায্যে মীরজাফর সকল লোককে বশীভূত করিয়া শত্রু-মিত্র সকলকে মুষ্ঠির মধ্যে আনিয়া আপনাকে সিরাজের সিংহাসনাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করেন। এই সময় ব্রিটিশ সেনাপতি কর্ণেল ক্লাইব অন্যান্য ব্রিটিশ সেনাপতি এবং মুরশিদাবাদের উচ্চবংশ-সম্ভূত সম্ভ্রান্ত অধিবাসী এবং নবাব-বাটীর যাবতীয় কর্ম্মচারী নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। প্রাসাদের সুবিশাল প্রকোষ্ঠের উত্তর ভাগে সিরাজ-সিংহাসনের চিতাভস্মের উপর নবীন নবাব মীরজাফরের নানা মণিখচিত সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ২৯শে জুন ক্লাইব স্বয়ং উপস্থিত

থাকিয়া, বাহুযুগলে প্রেমালিঙ্গন করিয়া, মীরজাফরকে সিংহাসনে বসাইয়া দেন। * ইহার পর ইংরেজ এবং অন্যান্য উপস্থিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ সম্মানসূচক উপহার প্রদান করেন। ঘন ঘন গভীর কামান-গর্জ্জনে পলকে পলকে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের সিংহাসন-প্রতিষ্ঠার বিজয়রোল বিঘোষিত হইয়াছিল।

সিংহাসনাধিকারের পর মীরজাফর সিরাজুদ্দৌলার ধন-ভাণ্ডার অধিকার করেন। ধনভাণ্ডার অধিকারকালে ওয়াটস্ সাহেব, দেওয়ান রামচাঁদ এবং মুন্সি নবকৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন। ধনভাণ্ডারে ছিল,—এক কোটী সত্তর লক্ষ টাকা, দুই কোটী ত্রিশ লক্ষ মোহর, দুই সিন্দুক সোনার বাট, চারি সিন্দুক মণিখচিত অলঙ্কার এবং দুই সিন্দুক মণিমুক্তা। ইহা হইল, বাহিরের

* অর্মি বলেন, ক্লাইব যখন মুরশিদাবাদাভিমুখে অগ্রসর হন, তখন ায় দুর্লভ, মীরণ এবং কদম হোসেন খাঁ, তাঁহাকে হত্যা করিবার সংকল্প রিয়াছিলেন। ক্লাইব কোন রকমে সে সংবাদ পাইয়া কাশিমবাজারে াকিয়া যান। তথায় তাঁহার সকল সন্দেহভয় দূরীভূত হইয়াছিল। কি ারণে হইল, অর্মি তাহা বলিতে পারেন নাই।

ধন-ভাণ্ডারের সম্পত্তি। কথিত আছে, অন্দর-মহলের ধন-ভাণ্ডারে আট কোটি টাকা ছিল। মুতাক্ষরীণ অনুবাদক বলেন, *—মীরজাফর, আমীর বেগ খাঁ, রামচাঁদ এবং নবকৃষ্ণ এই টাকা সংগোপনে ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। রামচাঁদ এবং নবকৃষ্ণ ক্লাইবের লোক। তাঁহারা অন্দর-মহলের ধন-ভাণ্ডারের কথা জানিতেন। পাছে তাঁহারা প্রকাশ করিয়া দেন বলিয়া মীরজাফর তাঁহাদিগকে ভাগ দিয়াছিলেন।

এই সময় ব্রিটিশ কোম্পানী সন্ধিসর্ত্তানুসারে আপনাদের প্রাপ্য টাকার দাবী উত্থাপন করেন। মীরজাফর বাহিরের ধন-ভাণ্ডার হইতে নিম্নলিখিত লোককে নিম্নলিখিত রূপ অর্থ দিয়াছিলেন,—

---

* অনুবাদক নিজে বলিয়াছেন যে, তিনি ১৮৫৮ সালে ক্লাইবের দ্বিভাষীর কার্য্যে নিযুক্ত হন। ইনি বলেন, রামচাঁদ এবং নবকৃষ্ণ প্রত্যেকেই ৫০, টাকার বেতন পাইতেন। রামচাঁদ কিন্তু দশ বৎসর পরে মৃত্যুকালে বাহাত্ত লক্ষ টাকা নগদ রাখিয়া যান। এতদুপরি আশিটীতে চৌ-বাচ্ছার সোনা এবং তিনশত কুড়িটীতে রূপা, আশী লক্ষ টাকার ভূসম্পত্তি এবং কুড়ি লক্ষ টাকার অলঙ্কার মজুত ছিল। সর্ব্বশুদ্ধ কোটি টাকার সম্পত্তি হইবে। রাজা নবকৃষ্ণ মাতৃশ্রাদ্ধে সাত লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। এই নবকৃষ্ণ কলিকাতার শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

মীরজাফর কোম্পানীকে যে টাকা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার অর্দ্ধেক দেওয়া হইল। অবশিষ্ট তিন বৎসরে দিবার কথা রহিল। ইংরেজ যে অর্দ্ধেক টাকা পাইলেন, তাহা সাত শত সিন্দুকে ভর্ত্তি হইয়াছিল। এই সব সিন্দুক নৌকায় তুলিয়া দেওয়া হয়। জন কয়েক ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ দলবলসহ আনন্দ-কৌতূহলে উৎফুল্ল হইয়া সঘন ডগডগ রবে বাদ্য বাজাইয়া, সগর্ব্বে নৌকাপরি নিশান তুলিয়া দিয়া, ধীরে ধীরে দক্ষিণ বাহনে কলিকাতা অভি-মুখে অগ্রসর হন। কলিকাতায় টাকা পৌঁছা-ইলে পর, ইতিপূর্ব্বে সিরাজুদ্দৌলা কর্ত্তৃক কলি-কাতা আক্রমণ কালে, যাঁহাদের সম্পত্তি নষ্ট হই-য়াছিল, তাঁহারা এই টাকা হইতে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্রিটিশ সৈন্যদিগকে পুর-স্কার দেওয়া হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত কলিকা-তার কৌন্সিলের সভাসদবর্গও কিঞ্চিৎ পাইয়া-ছিলেন। যে সময় মীরজাফরের সঙ্গে সন্ধি হয়, সে সময় ব্রিচ নামে এক জন সভ্য প্রস্তাব করেন, যে সিলেক্ট কমিটী ষড়যন্ত্রের মন্ত্রী, তাঁহাদিগের

বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে অর্থাৎ তাঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ টাকা দিতে হইবে। সে প্রস্তাব ব্যর্থ হয় নাই। ক্লাইব পাইয়াছিলেন, দুই লক্ষ আশী হাজার টাকা। সেই পলাতক ড্রেকও পাইয়াছিলেন, দুই লক্ষ আশী হাজার। এতদ্ব্যতীত সিলেক্ট কমিটীর প্রত্যেক সভ্য দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার করিয়া পাইয়াছিলেন। কৌন্সিলের যে সব সভ্য সভার সিলেক্ট কমিটীতে ছিলেন না, যাঁহারা সেই বিবেচনার অন্তর্ভূত হন নাই, তাঁহারাও দান-কল্পতরু "পর ধনে পোদ্দার" মীরজাফরের কল্যাণে বঞ্চিত হন নাই। তাঁহারাও প্রত্যেকে লক্ষ করিয়া পাইয়াছিলেন। * ক্লাইব নিজ মুখে স্বীকার করিয়াছেন, তিনি এ সিংহভাগের উপরও মীরজাফরের নিকট হইতে ষোল লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন; ওয়াটস্ সাহেব ভাগের ভাগ পাইয়াও মীরজাফরের নিকট হইতে অতিরিক্ত আট লক্ষ, মেজর কিল পেট্রিক তিন লক্ষ, ওয়ালস্ পাঁচ লক্ষ এবং স্ক্রাফটন দুই লক্ষ পাইয়াছিলেন।

* Beecher's Evidence before Select Committee of House of Commons, First Report, page 145.

ক্লাইব সর্ব্বশুদ্ধ পাইলেন, আঠার লক্ষ আশী হাজার। পাঠক মনে আছে ত, আরকট-অবরোধ-কালে আরকটের নবাব ক্লাইবকে বহু অর্থ দিতে চাহিয়াছিলেন। ক্লাইব তাহা তুচ্ছ তৃণবৎ উপেক্ষা করিয়াছিলেন। মীরজাফরের নিকট হইতে টাকা লইয়াছিলেন বলিয়া, পরে বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ এই ক্লাইবের নিকট হইতে কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলেন। কৈফিয়তে ক্লাইব স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন,—"মীরজাফরের নিকট হইতে টাকা লইয়া আমি কোন অন্যায় কাজ করি নাই; ইহাতে তাঁহার বা আমার নিয়োগ-কর্ত্তার কোন ক্ষতি হয় নাই; টাকা না লইলেও কিছু কর্ত্তৃপক্ষদের কোন লাভ হইত না; আমি ব্যবসায়সংক্রান্ত সকল সুবিধা-সুযোগ পরিত্যাগ করিয়া, সামরিক জীবনে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলাম; স্বদেশের সম্মান এবং কোম্পানীর স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমি সকল কার্য্য সম্পাদান করিয়াছি। লণ্ডন অপেক্ষা মুরশিদাবাদ অধিকতর সুবিস্তৃত সহর; এখানে বহুতর সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্যের বাস; অনেকেই আমাকে অর্থাদি নানাবিধ দ্রব্য উপহার দিবার জন্য প্রস্তুত

ছিলেন, আমি লই নাই। আমি যদি তাহা লই-তাম, তাহা হইলে কত কোটির অধিপতি হইতে পারিতাম; ডাইরেক্টরেরা কিছু তাহা আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে পারিতেন না। আমার স্মরণ হয়, যখন আমি মুরশিদাবাদের ধন-ভাণ্ডারে প্রবেশ করি, তখন আমার দক্ষিণে ও বামে স্তূপাকারে স্বর্ণ-রৌপ্য মণি-মাণিক্য দেখি-য়াছিলাম। তাহাতে লোভ করি নাই। * ”

ক্লাইবের এই কৈফিয়তের উত্তরচ্ছলে ইতি-হাস-লেখক থরনটন বলিয়াছেন, ক্লাইব যাহাই বলুন, তিনি মীরজাফরের নিকট হইতে টাকা লই-বার অধিকারী নহেন; পুরস্কারের প্রত্যাশা কর্ত্তৃ-পক্ষ কোম্পানীর নিকট করিতে পারিতেন; তিনি স্বদেশ এবং কোম্পানীর স্বার্থরক্ষার্থে যুদ্ধ করিয়া-ছিলেন; মীরজাফরের জন্য নহে; কোন্ হেতু-বাদে তিনি মীরজাফরের নিকট হইতে টাকা লন? ক্লাইব ভাবিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, কোম্পানীর নিকট হইতে কিছুই পাইবার সম্ভা-বনা ছিল না। কিন্তু তা বলিয়া কি, সত্যের পথ

* Malcolm's Life of Clive Vol. I. page 313.

পরিত্যাগ করিতে হইবে? পাপকে প্রশ্রয় দিয়া যদি মানুষ সত্যের পথ পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সংসারে নৈতিক সংযমনের অবসান হইল। *

এইবার উমিচাঁদের পালা। পাপের প্রত্যক্ষ ফল। ইতিপূর্ব্বে উমিচাঁদের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য ক্লাইব যে ফাঁদ পাতিয়াছিলেন, যে অব্যর্থ ব্রহ্মবাণ জুড়িয়া রাখিয়াছিলেন, উমিচাঁদ ঘুণাক্ষরেও তাহার সন্ধান পান নাই। সকলকে আপন আপন প্রাপ্য পাইতে দেখিয়া উমিচাঁদ আপনার প্রাপ্যের কথা ক্লাইবকে জানাইলেন। ক্লাইব এই অবসরে উমিচাঁদকে সাদা কাগজে লিখিত প্রকৃত সন্ধিপত্রখানি প্রদর্শন করেন। এ সন্ধিপত্রে উমিচাঁদের প্রাপ্যের উল্লেখ ছিল না। উমিচাঁদ চমকিয়া বলিলেন,—"এ কি! আমি যে সন্ধিপত্র দেখিয়াছিলাম, সে যে লাল।" ক্লাইব অম্লানবদনে ধীরে ধীরে বলিলেন,—"হাঁ, সে লাল বটে; এখানি সাদা।" উমিচাঁদ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলেন। কিন্তু যে ক্লাইব অক্ষুণ্ণচিত্তে

* History of British India Vol I. page 252.

জালসন্ধিপত্রে ওয়াটসন সাহেবের স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, সেই ক্লাইব অম্লান বদনে স্ক্রাফটন সাহেবকে দিয়া বলাইলেন *,—"উমিচাঁদ! লাল সন্ধিপত্রখানি জাল; তুমি কিছুই পাইবে না।" এই কথা শুনিবামাত্র হতভাগ্য উমিচাঁদ মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভৃত্যেরা তাঁহাকে পাল্কী করিয়া বাড়ী লইয়া যায়। বাড়ীতে তিনি অনেকক্ষণ মূর্চ্ছিত অবস্থায় ছিলেন। মূর্চ্ছায় মৃত্যু হয় নাই; কিন্তু জীবনের অবশিষ্ট কাল এক রকম অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় অতিবাহিত হইয়াছিল। এই ঘটনার দেড় বৎসর পর তাঁহার মৃত্যু হয়।

ক্লাইব উমিচাঁদের সঙ্গে যে ব্যবহার করিলেন, তৎসম্বন্ধে আমরা আর অধিক কি বলিব? অনেক ইংরেজ ইতিহাস-লেখককেও লজ্জায় বদন ঢাকিয়া সেই কলঙ্ককাহিনী লিখিতে হইয়াছে। যে অপরাধে ইংরেজ রাজত্বে কেবল নির্ব্বাসন নহে, পরন্তু প্রাণদণ্ড হইয়া থাকে, ক্লাইবের সেই অপরাধ। নন্দকুমারের ফাঁসি হইয়াছিল কোন্ অভিযোগে?

* স্ক্রাফটন সাহেব ক্লাইবের অপেক্ষা দেশীয় ভাষা সহজে বুঝিতেন। তিনি এই সময় দ্বিভাষীর কাজ করিয়াছিলেন।

সে কথা স্মরণ হইলে অধুনা উচ্চশির ব্রিটিশ-সন্তানের লজ্জা-ঘৃণায় মস্তক অবনত হয়। অধুনা প্রজাবৎসল ব্রিটিশ-শাসনের শান্তিসুধার সহস্র ধারায় ক্লাইবের অন্যান্য সকল কলঙ্ক প্রক্ষালিত হইতে পারে; কিন্তু উমিচাঁদকে প্রতারণারূপ কলঙ্কের কালকূট-চিহ্ন বংশ-পরম্পরায় ব্রিটিশ সন্তানের কণ্ঠে কণ্ঠে বিরাজমান থাকিবে।

এক জন ইংরেজ ইতিহাস-লেখক লিখিয়াছেন, যাহারা সিরাজুদ্দৌলার বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, উমিচাঁদের অর্থগৃধ্নুতা অপেক্ষা তাহাদের অর্থগৃধ্নুতা কি লঘুতর? উমিচাঁদ অর্থগৃধ্নু হইলেও ইংরেজের অনেক উপকার করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে উমিচাঁদ তাহার যথেষ্ট পরিচয়ও দিয়াছিলেন। ইংরেজ যখন চন্দননগর আক্রমণ করিবার সংকল্প করেন, নবাব সিরাজুদ্দৌলা তখন উমিচাঁদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"ইংরেজ সন্ধিমত কাজ করিবে?" উমিচাঁদ তদুত্তরে অম্লান বদনে বলিয়াছিলেন,—"ইংরেজ জগতে অতি বড় বিশ্বাসী জাতি বলিয়া বিখ্যাত; মিথ্যা বলিলে, তাঁহাদের নিন্দার সীমা থাকে না;

তাঁহারা নিশ্চিতই সন্ধির মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন।” উমিচাঁদের মুখে এই কথা শুনিয়াই নবাব ইংরেজের বিরুদ্ধে চন্দননগরের ফরাসিকে সাহায্য করিতে অস্বীকার করেন। সেই হিতকারী উমিচাঁদের এই পরিণাম! একেবারে বঞ্চিত না করিয়া কিঞ্চিৎ দিলেও হতভাগ্যের তাদৃশ ভীষণ পরিণাম হইত না।

উমিচাঁদ অর্থ-পিশাচ হউক বা না হউক, উমিচাঁদ ইংরেজের উপকার করিয়া থাকুক বা নাই থাকুক, উমিচাঁদ রাজদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক! তাঁহার পরিণাম অন্যরূপ হইবে কেন? পাঠক বলিতে পারেন, উমিচাঁদের মতন পাপীত সংসারে অনেকেই, তবে উমিচাঁদের ন্যায় পাপের সঙ্গে সঙ্গেই সকল পাপীর ফলভোগ হয় না কেন? এ কথার উত্তর আমি কি দিব? তবে নিশ্চিতই ধারণা, শীঘ্র হউক বা বিলম্ব হউক, এক বংশে হউক বা বহুবংশে হউক, ইহলোকে হউক বা পরলোকে হউক, পাপীকে পাপের ফল ভুগিতেই হইবে। উমিচাঁদের চরিত্র কাব্য-শাসন-নিয়োগের উচ্চ সুযোগ-স্থল।

এইবার পাঠক! হতভাগ্য সিরাজুদ্দৌলার জীবন-নাটকের শেষ অঙ্ক। মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ কালীন নবাব প্রিয়তমা পত্নী লুৎসেননেশ এবং অন্যান্য কয়েকটী প্রিয় জনকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। সকলে কয়েক খানি আবরিত যানে আরোহণ করিয়া রাত্রি তিনটার সময় মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করেন। গাড়ীতে যত কাঞ্চন-মণি ধরিতে পারে, সিরাজুদ্দৌলা তাহাও সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলেন। সঙ্গে কতকগুলি হস্তী এবং আপনা কতকগুলি প্রিয় গৃহ-সজ্জা ছিল।

নবাব প্রথমে রাজমহলে যাইবার সংকল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু সে সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া ভগবানগোলায় গিয়াছিলেন। * এইখানে তিনি কালবিলম্ব না করিয়া নৌকারোহণ করেন। জলপথে না যাইয়া যদি তিনি স্থলপথে যাইতেন, তাহা হইলে ইহার অনেক সুবিধা হইত। তখনও যে সব সৈনিকপুরুষ চক্রান্তকারীদিগের সঙ্গে যোগ দেয় নাই, তিনি যদি তাহাদিগকে ডাকাইতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, তাহারা আসিয়া তাঁহার

* ভগবানগোলা মুরশিদাবাদের ৭॥ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে।

সহিত যোগ দিত। এরূপ অবস্থায় নবাব বহুবলে বলীয়ান্ হইতে পারিতেন। তখন কেহই তাঁহার গতিরোধে সাহস করিত না। কিন্তু আসন্ন কালে বিপরীত বুদ্ধি! বিধি যারে বাম, তাহাকে কে রক্ষা করিবে?

নবাব ফরাসি সেনাপতি ল সাহেবের সাহায্য-প্রত্যাশায় নৌকাযোগে আজিমগঞ্জের অভিমুখে অগ্রসর হন। ল সাহেবও সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ইংরেজ যখন কলিকাতা পুনরাক্রমণ করেন, তখন ল সাহেবকে সংবাদ পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু বিধির বিড়ম্বনা! নবাব তাঁহার সাহায্যার্থ হুণ্ডী না পাঠাইয়া আজিমাবাদের খাতাঞ্জিখানায় টাকা দিবার জন্য হুকুম পাঠাইয়াছিলেন। সেখানে টাকা পাইতে বহু বিলম্ব হয়।

নবাব তাঁহার বনিতা, কন্যা এবং অন্যান্য সঙ্গী ও সঙ্গিনীরা, তিন দিন অনাহারে ছিলেন। তিন দিন পরে রাজমহলের পরপারে তাঁহারা সকলেই এক ফকীরের আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই ফকীরের নাম সাহাদানা। কথিত আছে, এই সাহাদানা পূর্ব্বে সিরাজুদ্দৌলা কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত ও

তাড়িত হইয়াছিল। কোন কোন ইতিহাস-লেখক বলেন, সিরাজুদ্দৌলা তাহার কান কাটিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু কি কারণে সে লঞ্ছনা বা তাড়না, তাহার উল্লেখ ইতিহাসে দেখিতে পাই নাই। ফকীর প্রথমতঃ নবাবকে চিনিতে পারে নাই; ভাবিয়াছিল, নিত্য যে সব পথিক সে পথ দিয়া যায়, অভ্যাগত অতিথি তাহাদেরই এক জন; কিন্তু নবাবের জুতা দেখিয়া তাহার সন্দেহ হইয়াছিল। সে তখনই নৌকার মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হয়। ফকীরের হৃদয় প্রতিহিংসায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

ফকীর কোন কথা না বলিয়া সপরিবার নবাবের আতিথ্য-সৎকারের যথাযোগ্য বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিল। নবাব পরিবার সুদারুণ ক্ষুন্নিবারণার্থ খিচুরি রাঁধিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন।

এই সময় ফকীর গোপনে লোক দিয়া পরপারে রাজমহলে সিরাজুদ্দৌলার শত্রুপক্ষকে সংবাদ পাঠাইয়া দেয়। সংবাদ পাইয়া মীরজাফরের জামতা মীরকাসেম এবং মীরদাউদ খাঁ সদলবলে তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। সিরাজুদ্দৌলা

শত্রুসৈন্য কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইলেন। নবাবমহিষী লুৎ-সেন-নেসা মীরকাসেমের হস্তগত হইলেন। মীরকাসেম ভয় প্রদর্শন করিয়া তাঁহার যাবতীয় অলঙ্কারাদি আত্মসাৎ করেন। মীরকাসেমের দেখিয়া মীরদাউদ অন্যান্য রমণীদের অলঙ্কার অপহরণ করিল। তাহার দেখাদেখি সেখানে নবাবপক্ষের যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহারও সির-জুদ্দৌলার সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইল। এক দিন যাহারা বিপুল-বিক্রম নবাবের একটু করুণা-কটাক্ষের জন্য লালায়িত হইত; এক দিন যাহারা নবাবের সম্মুখীন হইতেও সাহসী হইত না, আজ তাহারা বিপদাপন্ন নবাবের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অবিরল বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। নবাব নিরুপায়! তিনি নিরুৎসাহে নিরাশ্বাসে কাতর কণ্ঠে বলিলেন, —"আমি ধন জন সম্রাজ্য চাহি না; আমাকে কিছু মাসহারা দিও; আর এই বিস্তৃত বঙ্গের এক পার্শ্বে থাকিবার স্থান দিও।" নবাবের এ প্রার্থনা পণ্ড হইল। সে কথায় কাহারও প্রাণ গলিল না; কেহ সে কথায় কর্ণপাত করিল না। নবাব সিরাজুদ্দৌলা সপরিবারে বন্দী হইলেন।

নবাব সিরাজুদ্দৌলা যে দিন মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করেন, তাহার আট দিন পরে শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দী-বেশে মুরশিদাবাদে পুনরানীত হন। হায়! যদি আর দিন কতক সিরাজুদ্দৌলা বন্দী না হইতেন, তাহা হইলে হয়ত তাঁহার ভাগ্যপরিবর্ত্তন হইত। ফরাসি সৈনিক ল সাহেব তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য রাজমহল পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজমহলে আসিয়া তিনি শুনিলেন, নবাব বন্দী হইয়াছেন। তখন তিনি নিরুপায় হইয়া, পলায়ন করেন। তিনি পলাইয়া, সিরাজুদ্দৌলার রাজ্যের সীমান্ত-পারে বক্সার হইতে বহুদূরে গিয়া আশ্রম লয়েন।

আবাল্য সুখ-লালিত বিংশতি বর্ষীয় যুবক নবাবের বন্দী-ভিক্ষারীর বেশ দেখিয়া মুরিশিদাবাদবাসীরা ব্যথিত হইয়াছিল। তাঁহার সেই পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করিয়া অনেকেই অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। অনেক নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী সিরাজের সে দারুণ দুর্দ্দশা এবং সে ভীষণ নির্য্যাতন-যাতনা অসহ্য ভাবিয়া তদুদ্ধারে কৃতসংকল্প হয়; কিন্তু তাহাদের ধন-প্রলুব্ধ কর্ত্তৃপক্ষ তখন

মীরজাফরের সম্পূর্ণ বশীভূত। তাঁহারা অধীন কর্ম্ম-চারীদের সংকল্পে প্রতিরোধ করিলেন। নবাবের উদ্ধার হইল না।

সিরাজুদ্দৌলাকে দেখিয়া মীরজাফরের পাষাণ-হৃদয়েও দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল। আলিবর্দ্দী খাঁর অনুগ্রহে এবং করুণায় মীরজাফরের সম্যক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। আলিবর্দ্দী খাঁ ভাবিতেন, মীরজাফর তাঁহার দৌহিত্রের প্রতি সতত সস্নেহ দৃষ্টি রাখিয়া এবং বিশ্বস্ত ভাবে কার্য্য করিয়া তাঁহার ঋণ শোধ করিবেন। সেই ঋণের পরি-শোধ হইল,—মর্ম্মভেদিনী বিশ্বাসঘাতকতা! মীর-জাফরকে দেখিবামাত্র সিরাজুদ্দৌলা ভূমিতলে পতিত হইয়া, সভয়চিত্তে সজল নয়নে বলিলেন,—"আমায় প্রাণ ভিক্ষা দাও।" দুরাচার নৃশংস পামর মীরণ কিন্তু সেই দণ্ডেই সিরাজুদ্দৌলার প্রাণবধ করিবার জন্য পিতাকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করে। মীরজাফর সেই সময় সিরাজুদ্দৌলাকে আপনার সম্মুখ হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। মীরণের ইঙ্গিতে কিন্তু উপস্থিত রক্ষিবৃন্দ সিরাজুদ্দৌলাকে তথা হইতে

লইয়া গিয়া একটী জঘন্য গৃহে বন্দী করিয়া রাখিল এবং প্রত্যেক মুহূর্ত্তে প্রাণদণ্ডাজ্ঞার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। যে সব লোক সেই সময় মীরজাফরের নিকট উপস্থিত ছিলেন, মীরজাফর তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি করা কর্ত্তব্য।" তাঁহাদের অনেকেই সিরাজুদ্দৌলাকে বন্দী করিয়া রাখিবার পরামর্শ দিলেন। এই সময় পাপামতি মীরণ মীরজাফরকে বলিল,—"আপনি এখন অন্তঃপুরে যাউন, আমি বন্দীর যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিব।"

মীরজাফর পুত্রের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। সিরাজুদ্দৌলাকে বন্দী করিয়াও দুরাচার মীরণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। মুহূর্ত্তে সিরাজুদ্দৌলার প্রাণবিনাশের সংকল্প হইল। তাহার সে সংকল্পে কিন্তু তাহার কোন সহচরই সহানুভূতি প্রকাশ করিল না; বরং অনেকেই ক্রুদ্ধ হইয়াছিল।

সংকল্প হইল; কিন্তু সিরাজুদ্দৌলাকে হত্যা করিতে কেহই সম্মত হইল না। মণি-মণ্ডিত মসনদে বসিয়া প্রবল প্রতাপে যিনি একদিন বিস্তৃত

বঙ্গের শাসন-দণ্ড পরিচালিত করিয়াছিলেন, সেই বিপন্ন মলিন দীন হীন নবাবকে কে হত্যা করিতে সাহস করিবে? কিন্তু এ জগতে কবে কোন্ দুষ্কর্ম্ম-সাধনের লোকাভাব হইয়াছে? মহম্মদ বেগ * নামক এক ব্যক্তি নৃশংস মীরণের দুরভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য স্বয়ং সম্মতি প্রকাশ করিল। এই মহম্মদ খাঁ পূর্ব্বে সিরাজুদ্দৌলার পিতৃ-গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিল। পরে আলীবর্দ্দী-মহিষী, স্বয়ং ইহার প্রতিপালনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহম্মদ একটী অনাথিনী কুমারীকে বিবাহ করিয়াছিল। আলীবর্দ্দী-মহিষী তাহাকেও সতত সযতনে নানা শিক্ষা প্রদান করিতেন। এই কৃতঘ্ন কুকুরাধম মহম্মদ খাঁ সহস্তে সিরাজুদ্দৌলার প্রাণবিনাশের ভার লইল।

দুই তিন ঘণ্টা পরে মহম্মদ বেগ সিরাজুদ্দৌলার প্রাণবিনাশার্থ সুতীক্ষ্ণ তরবারি হস্তে বন্দিগৃহে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিবামাত্র

* ইহার আর এক নাম লাল মহম্মদ। এ ব্যক্তি মীরণের প্রিয়পাত্র ছিল।

সিরাজুদ্দৌলা জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"তুমি কি আমাকে কাটিতে আসিয়াছ ?" মৃত্যু-বিভীষিকার বীকট নাদে উত্তর হইল,—"হাঁ।" নবাব বুঝিলেন, তাঁহার পরমায়ুর শেষ ! বুঝিলেন, ইহজগতের সকল সাধ [illegible]ইল। মরণকালে পবিত্র চিত্তে একবার ভগবানের প্রার্থনা করিবার প্রত্যাশায় হস্তপদ প্রক্ষালনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন ; অনুমতি পাইলেন না ; তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক ; কাতর কণ্ঠে জল চাহিলেন ; তাহাও মিলিল না। তখন তিনি একবার ভূমিতে মস্তক বিলুণ্ঠিত করিয়া বলিলেন,—"দয়াময় ভগবন্ ! অপরাধ ক্ষমা কর ; পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হউক ; আমায় ক্ষমা কর।"

এইরূপ তৃষিত কণ্ঠে, জড়িত জিহ্বায়, [illegible] বাক্যে ভগবানের করুণা ভিক্ষা করিয়া সিরাজুদ্দৌলা আর একবার সেই অন্নদাস নির্ম্মম মহম্মদ বেগের দিকে নিরাশ-নির্নিমেষ-কটাক্ষে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"তবে তাহারা,—তবে তাহারা আমাকে বঙ্গের এক পার্শ্বে এক বিন্দুও স্থান দিবে না—আমাকে যৎকিঞ্চিৎও মাসহারা দিবে না,-

তাতেও তাহাদের তৃপ্তি নাই।" এই কথা বলিয়া, সিরাজুদ্দৌলা একটু নীরব হইলেন; আবার মুহূর্ত্তের মধ্যে কি যেন স্মরণ করিয়া চমকিয়া বলিলেন,—"না,—তাহারা তাহাতে তৃপ্ত নহে,—আমি অবশ্য মরিব—[illegible] আর কিছু বলিবার অবসর হইল না। দেখিতে দেখিতে চকিতে নরাধম অন্নদাসের সেই তীক্ষ্ণধার অসি বিদ্যুদ্বেগে সিরাজুদ্দৌলার মস্তকে নিপতিত হইল! যখন তরবারির সেই সুদারুণ সাঙ্ঘাতিক আঘাত সিরাজুদ্দৌলার সেই সুন্দর মুখ-খানির উপর আসিয়া পতিত হইল, তখন সিরাজুদ্দৌলা ঘন গভীর নাভিশ্বাসে,—"যথেষ্ট,—আমি—মরিলাম,—[illegible]"—এই কথা বলিতে বলিতে ভূমিতে লুঠাইয়া পড়িলেন। মুহূর্ত্তে প্রাণ-বায়ু নিঃসৃত হইল।

ইহার পর মহম্মদ বেগ মৃত নবাবের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া একটী হস্তীর পৃষ্ঠে চাপাইয়া দেয়। হস্তি-চালক সেই হস্তী লইয়া সহর প্রদক্ষিণ করে। শুনা যায়, কোনরূপ নিয়োগ-

নির্দ্দেশ না থাকিলেও হস্তী সহসা হোসেন কুলী খাঁর বাড়ীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। যে স্থানে কুলী খাঁ হত হয়, ঠিক সেই স্থানে সিরাজুদ্দৌলার খণ্ডিত দেহ হইতে কয়েক বিন্দু শোণিতপাত হইয়াছিল। সহরপ্রদক্ষিণকালে হস্তী সিরাজুদ্দৌলার মাতা আমিনা বেগমের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে একটা ঘোরতর শোকময় কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল। এদিকে এত কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, প্রাণের পুতলী সর্ব্বস্বধন সিরাজ জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়াছে, হতভাগিনী আমিনা বেগম তাহা কিছুই অবগত ছিলেন না। তিনি দ্বারদেশে গোলযোগ শুনিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের গোল?" প্রকৃত উত্তর পাইয়া তখনই হতভাগিনী অন্তঃপুরবাসিনী আমিনা বেগম দিগ্‌বিদিগ-জ্ঞান-শূন্যা হইয়া, লজ্জা-সরম পরিত্যাগ করিয়া, উন্মাদিনী বেশে, এলোকেশে, অনাবৃত পদে, ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া বাড়ীর বাহিরে আসিয়া পড়িলেন। অনেকগুলি অন্তঃপুরসহচরীও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। হস্তীর উপর প্রিয় পুত্রের খণ্ড খণ্ড মাংসপিণ্ড দেখিয়া, হতভাগিনী বেগম

ভূতলে পড়িয়া, বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই উন্মত্ত শোকভাব অবলোকন করিয়া উপস্থিত দর্শকগণও হাহাকার রবে ক্রন্দন করিয়াছিল। সে সময়ের সে শোকোচ্ছ্বাস,—সে শোক-দৃশ্য বর্ণনাতীত। হস্তিপরিচালকও সে দৃশ্যে অশ্রু সংবরণ করিতে পারে নাই। তাহার ইঙ্গিতে হউক বা অন্য যে কারণে হউক, হস্তীও মুহূর্ত্তের মধ্যে বসিয়া পড়িল। উপস্থিত দর্শকগণ হস্তীকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। হতভাগিনী আমিনা বেগমও বিদ্যুদ্বেগে দৌড়িয়া গিয়া, পুত্রের খণ্ডিত মাংসপিণ্ডের উপর পতিত হইয়া, বিকৃত বদনমণ্ডলে মুহুর্মুহু চুম্বন করিতে লাগিলেন। এই সময় মীরজাফরের অনুগত সহচর খাদম হোসেন খাঁ আপন প্রাসাদের ছাদের উপর দাঁড়াইয়া সতৃষ্ণ নয়নে সিরাজুদ্দৌলার মৃত দেহে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছিলেন। উপস্থিত লোকবৃন্দ অধীর হইয়াছে দেখিয়া, অনর্থ এবং উত্তেজনার আশঙ্কায়, তিনি তখনই কতকগুলি লোক পাঠাইয়া দেন। এই সব লোক আমিনা বেগম ও তাঁহার

সহচরীগণকে বলপূর্ব্বক উঠাইয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া যায়।

পাঠক! হতভাগ্য নবাব-জীবনের শোচনীয় পরিণাম দেখিলে! আর একবার এদিকে চাহিয়া দেখ,—বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের দিকে একবার চাহিয়া দেখ। তিনি তখন বিলাসকক্ষে দুগ্ধফেন-নিভ সুকোমল শয্যায় শায়িত হইয়া ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। মুতাক্ষরীণের মতে সিরাজুদ্দৌলা যখন মুরশিদাবাদে পুনরানীত হন, তখন মীরজাফর নিদ্রিত ছিলেন। নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে তিনি দ্বিগুণ মাত্রায় সিদ্ধি সেবন করিয়াছিলেন। সিদ্ধিও দ্বিগুণমাত্রায় শক্তি সঞ্চালন করিতেছিল। মীরজাফর মৃতবৎ নিদ্রিত। তাঁহাকে জাগাইয়া সিরাজুদ্দৌলার আগমন-সংবাদ দিবার সাহস কাহারও হয় নাই। মীরজাফর যখন জাগরিত হন, তখন তিনি মীরণকে বলিয়া পাঠান,—"দেখ বৎস! শত্রুর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিও।" মীরণ হাসিয়া প্রত্যুত্তর দিয়া পাঠান,—"পিতঃ খুব সতর্ক আছি।" দুরাত্মা উপস্থিত লোকসমূহকে সম্বোধন করিয়া একটু ব্যঙ্গসহকারে বলিয়াছিল—"বাবা কি অদ্ভুত

লোক ! আলিবর্দ্দীর ভাগিনেয়পুত্র,—আমি এ হেন কার্য্যেও অবহেলা করিব ?”

সিরাজুদ্দৌলার হত্যাভিনয়ে ইংরেজ পক্ষের কোন ইঙ্গিতাভাস ছিল না। মেকলে বলেন,—“সিরাজুদ্দৌলা মহা শত্রু হইলেও, তাঁহার হত্যা ইংরেজের অভিপ্রেত ছিল না; এ কথা বুঝিয়া, মীরজাফর ইংরেজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন।” মেকলের এ অযাচিত কৈফিয়ৎ সন্দেহোত্তেজক হইতে পারে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কোন ইতিহাসে সে ইঙ্গিতাভাস নাই। ইংরেজ সিরাজুদ্দৌলার হত্যাভিনয়ে কোন অংশ না লইয়া ক্লাইব-কলঙ্কের একটী কলঙ্ককালিমার রেখা কমাইয়াছেন বটে; কিন্তু ক্লাইবের কলঙ্ক অপ্রক্ষালনীয়। যে ক্লাইব জাল করিতে পারেন, তিনি নরহত্যায়ও সাহায্য করিয়াছিলেন, লোকের মনে এইরূপ সন্দেহ হইতে পারে, ভাবিয়াই বুঝি, মেকলে তাড়াতাড়ি এই কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। যাহাই হউক, সিরাজের হত্যা সম্বন্ধে ক্লাইব কলঙ্ক-শূন্য হইলেও মেকলে তাঁহার জালিয়াতী কলঙ্কের অপলাপ করিতে পারেন নাই।

ক্লাইব চিরকলঙ্কী রহিলেন। তবে মেকলে সিরাজের যে ভীষণ চরিত্র-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে ক্লাইব-কলঙ্ক কতকটা লঘু হইয়া পড়ে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সিরাজুদ্দৌলা যে মেকলে-বর্ণিত নারকীয় নরপিশাচ নহেন, পাঠকগণ বোধ হয়, তাহা এক্ষণে অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। ক্লাইব অপেক্ষা সিরাজুদ্দৌলার চরিত্র উচ্চতর। আমাদের কথা নহে, ইংরেজ ইতিহাস-লেখক মালিসন সাহেব বলিয়াছেন,—"সিরাজুদ্দৌলার যত দোষ থাকুক, তিনি রাজদ্রোহী নহেন; তিনি স্বদেশের স্বাধীনতা বিক্রয় করেন নাই।"

১৫ই ফেব্রুয়ারি হইতে ২৩শে জুন পর্য্যন্ত যে সব ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার আলোচনা করিলে নিরপেক্ষ ইংরেজমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে, ক্লাইব অপেক্ষা সিরাজের আত্মমর্য্যাদা অনেক অধিক। *

* Whatever may have been his faults. Siraj-ud-daulah had neither betrayed his master nor sold his country—nay more, no unbiased Englishman, sitting in judgment on the events which passed in the interval between the 9th February and the 23rd June, can deny that the name of Siraj-ud-daulah stands higher

সিরাজুদ্দৌলার সব ফুরাইল। আমার পলাশী প্রবন্ধেরও উপসংহার হইল। উপসংহারে বীর মোহন লালের পরিণাম-পরিচয় দিই। সিরাজু-দ্দৌলা যে সময়ে বন্দী হন, মোহনলালও সেই সময় বন্দীকৃত হইয়া মুরশিদাবাদ হইতে ঢাকায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। দুর্ল্লভরাম মোহনলালের বিপুল সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। মুতা-ক্ষরীণ-প্রণেতা গোলাম হোসেন বলেন সম্ভবতঃ মোহনলাল সম্পত্তি রক্ষা করিতে গিয়া হত হয়েন। *

আর একটী কথা বলিয়া রাখি, পাপাত্মা মীরণ ঘাসিটী বেগম ও আমিনা বেগমকে নদীতে ডুবাইয়া মারিয়াছিল। বেগমেরা মরিবার পূর্ব্বে অভিশাপ দিয়াছিলেন, বজ্রঘাতে যেন মীরণের মৃত্যু হয়। তাহাই হইয়াছিল †

---

in the scale of honour than does the name of Clive. Decisive Battles of India.

* কেহ কেহ বলেন, মীরজাফরের আদেশক্রমে মোহনলাল হত হন। কেহ কেহ বলেন, শক্তিশালী মোহনলাল বন্দী অবস্থায়ও অনর্থ বাধাইতে পারে ভাবিয়া দুর্ল্লভরাম তাহাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছিলেন।

† মুতাক্ষরীণে লিখিত আছে, মীরণ ঘাসিটা বেগম এবং আমিনা বেগমকে হত্যা করিয়াছিল। আরও কয়েকজনকে হত্যা করিবার তাহার

বহু ইতিহাস-মন্থন করিয়া, আমি সিরাজু-দ্দৌলার প্রকৃতি চরিত্রের শুষ্ক ছায়ামাত্র নীরস ভাষায় প্রকটিত করিলাম। কাব্য-রসসঞ্চারে সে চরিত্রের সম্যক্ প্রস্ফুটন করা আমার সাধ্যাতীত। বঙ্গের কৃতী কবি নবীনচন্দ্র "পলাশীর যুদ্ধে" সিরাজুদ্দৌলার যে চরিত্র-চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা এ ঐতিহাসিক চিত্র নহে। এখন আমরা কাব্যে এই ঐতিহাসিক চিত্র দেখিতে চাই।

সংকল্প ছিল। সংকল্প কিন্তু কার্য্যে পরিণত হয় নাই। অর্মি বলেন, মীরণের আদেশে সিরাজুদ্দৌলার শিশু ভ্রাতাকে হত্যা করা হইয়াছিল। ভানসিটার্ট লিখিয়াছেন, ঘাসিটা বেগম, আমিনা বেগম, সিরাজ-মহিষী, লুৎসেন নেসা, তাঁহার কন্যা এবং অপর ৭০টী স্ত্রীলোককে মীরণ ডুবাইয়া মারিয়াছিল। ১৬৬৫ সালে ১লা অক্টোবর বাঙ্গালা গবরমেণ্ট কোর্ট অব্ ডাইরেক্টরকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে জানা যায়, ঘাসিটা বেগম এবং আমিনা বেগমকে হত্যা করা হইয়াছিল; আর কয় জনকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল; পরে তাহারা সকলেই মুক্তিলাভ করিয়াছিল।

পরিশিষ্ট।

চিঠি-পত্র।

(ইংরেজি)

Sent by Admiral Watson tŏ Serajh Dowlah.

The King my master (whose name is revered among the monarchs of the world) sent me to these parts with a great fleet to protect the East India Company's trade, rights, and privileges ; the advantages resulting to the Mogul's dominions from the extensive commerce carried on by my master's subjects are too apparent to need enumerating : how great was my surprise therefore to hear that you had marched against the said Company's factories with a large army and forcibly expelled their servants, seized and plundered their effects, amounting to a large sum of money, and killed great numbers of the King my master's subjects

I am come down to Bengal to re-establish the said Company's servants in their former factories and houses, and hope to find you willing to restore to them their ancient rights and immunities. As you must be sensible of the benefit of having the English settled in your country, I doubt not you will consent to make them a reasonable satisfaction for the losses and injuries they have suffered, and

by that means put an amicable end to the troubles, and secure the friendship of my King, who is a lover of peace, and delights in acts of equity. What can I say more ?

From on board his Britanic Majesty's ship Kent, at Fulta, the 17th of December 1756,

Sent by Serajh Dowlah to the Admiral, Dated 23rd, January 1757.

You write me, that the King your master sent you into India to protect the Company's settlements, trade, rights, and privilages : the instant I received that lettor, I sent you an answer ; but it appears to me that my reply never reached yours, for which reason I write again. I must inform you that *Roger Drake*, the company's chief in *Bengal*, acted contrary to the orders I sent him, and encroached upon my authority : he gave protection to the king's subjects, who absented themselves from the inspection of the *Durbar*, which practice I did forbid ; but to no purpose. On this account I was determined to punish him, and accordingly expelled him my country. But it was my inclination to have given the *English* company permission to have carried on their trade as formerly, had another chief been sent here. For the good therefore of these provinces and the inhabitants, I send you this letter ; and if you are inclined to re establish the company, only

appoint a chief, and you may depend upon my giving currency to their commerce, upon the same terms they heretofore enjoyed: If the *English* behave themselves like merchants, and follow my orders, they may rest assured of my favour, protection, and assistance.

If you imagine that by Carrying on a war against me, you can establish a trade in these dominions, you may do as you think fit.

The slave of *Allum-gueer*, king of *Indostan*, the mighty Conqueror, the Lamp of Riches, *Shah Kuly Khan*, the most valiant among warriors.

Sent by Admiral Watson to the Nawab.
Dated, 27th Jannuary 1757.

Your letter of the 23rd of this month I this day recieved. It has given me the greatest pleasure, as it informs me you had written to me before; a circumstance I am glad to be assured of under your hand, as the not answering my letter, would have been such an affront as I could not have put up with unnoticed, without incurring the anger of the king my master.

You tell me in your letter, that the reason of your expelling the *English* out of these countries, was the bad behaviour of Mr. *Drake*, the company's chief in *Bengal*. But besides, that princes, and rulers of states, not seeing with their own eyes,

nor hearing with their own ears, are often misinformed, and the truth kept from them by the arts of crafty and wicked men; was it becoming the justice of a prince to punsh all for one man's sake? Or to ruin and destroy so many innocent people, as had no way offended, but who, relying on the faith of the royal *Phirmaund*, expected protection and security both to their property and lives, instead of oppression and murder, which they unhappily found? Are these actions becoming the justice of a prince? Nobody will say they are. They can only then have been caused by wicked men, who have misrepresented things to you through malice, or for their own private ends; for great princes delight in acts of justice, and in shewing mercy.

If therefore you are desirous of meriting the fame of a great prince and lover of justice, shew your abhorrence of these proceedings, by punishing those evil counsellors who advised them; cause satisfaction to be made to the company, and to all others who have been deprived of their property; and by these acts turn off the edge of the sword which is ready to fall on the heads of your subjects.

If you have any cause of complaint against Mr. *Drake*, as it is but just the master alone should have a power over his servant; send your complaints to the company, and I will answer for it, they will give you satisfaction.

Although I am a Soldier as well as you, I

had rather receive satisfaction from your own inclination to do justice, than be obliged to force it from you by the distress of your innocent subjects.

Sent by Serajh Dowlah to the Admiral.

You have taken and plundered *Houghley*, and made war upon my subjects: these are not actions becoming merchants!

I have therefore left Muxsadabad, and am arrived near *Houghley*; I am likewise crossing the river with my army, part of which is advanced towards your camp. Nevertheless, if you have a mind to have the company's business settled upon its ancient footing, and to give a currency to their trade; send a person of confidence to me, who can make your demands, and treat with me upon this affair. I shall not scruple to grant a *Perwannah* for the restitution of all the company's factories, and permit them to trade in my country upon the same terms as formerly. If the *English*, who are settled in those provinces, will behave like merchants, obey my orders, and give me no offence, you may depend upon it, I will take their losses into consideration, and adjust matters to their satisfaction. You know how difficult it is to prevent soldiers from plundering in war; therefore if you will on your parts relinquish something of the damages you have sustained by being pillaged

by my army, I will endeavour to give you satisfaction even in that particular, in order to gain your friendship, and preserve a good understanding for the future with your nation. You are a *Christian*, and know how much preferable it is to accommodate a dispute, than to keep it alive; but if you are determined to sacrifice the interest of your company, and the good of private merchants, to your inclinations for war, it is no fault of mine: to prevent the fatal consequences of such a ruinous war, I write this letter.

From the Admiral to the Nawab.
Dated Feb. 6th *1757.*

The letter, which you will receive with this, was written the day before yesterday *; but before

* The encloset letter was as follows: The letter which you sent me in answer to my reply to your former letter, I received the day before yesterday. But as I was sitting down to write an answer to it, intelligence was brought me, that part of your army had entered Calcutta, and that the remainder was advancing in great haste towards our camp. I had no sooner heard these things, than looking towards the town the smoke and flames which I saw ascending from it, confirmed their truth. Wherefore, from such appearances, looking upon all treating as at an end, I gave over the thoughts of writing. Since this, I hear from Colonel Clive that you have again made offers of treating, and that in consequence thereof he has sent to you Messrs. Walsh and Scrafton with proposals of accomodation; a proof so demonstrative of our pacific inclinations, that nothi

that I could get it translated into the Persian language in order to its being sent to you, I was informed by Colonel Clive, that you had treated his deputies with disrespect, and that you was within the bounds of *Calcutta*, from which you had refused to retire.

Evidences so full and positive, of your bad intentions towards us, that however strong my inclinations might be towards peace, I could no longer entertain any resonable hopes of seeing it accomplished. I therefore desired Colonel Clive to

can be added to it. For my own particular sentiments if you will look back upon my letters, you will find that they always proposed amicable methods; and my actions always corresponded with them, for it was not till after despairing of peace, by having no answers to my letters, that I could prevail on myself to commit any hostilities; to which I was always so averse, that even in the midst of victory, I stop short to listen to the voice of peace. I am still inclined to it, notwithstanding the little prospect of its taking place. However, to take away all blame from me, both in the eyes of God and man, and to convince the world how much rather I wish to see the happiness of mankind than their misery, I write this.

If you really and sincerely mean to treat of peace, listen to the proposals which will be made by the gentlemen who are now with you. They ask nothing but justice, nor mean anything more than the mutual good of both nations. If you refuse it, remember that princes are only placed at the head of mankind to procure their happiness; and that they must one day give a very severe account, if through ambition, revenge or avarice, they fail in their duty. I have done mine in giving you my advice.

to show you what an army of *Englishmen* was capable of doing, that before it was too late you might agree to the proposals, which would be made to you. He yielded to my desire, and marched through your whole camp, as if it had not been filled with armed men; after which he returned to his own, where he will remain yet a little while, in hopes of seeing you accede to the reasonable proposals, which are now offered to you for the last time, from the secret committee. If you are wise, you will grant them the justice that is their due; otherwise, the sword is going to be drawn that never will be sheathed again.

From the Nawab to the Admiral.

Dated 9th Feburary 1757.

The Colonel's letter I have received, with the agreement of the governor and council signed and sealed. He desires me to get the *articles* of the treaty now made, ratified by my great men and principal officers. I have complied with his request: it will be proper likewise for you and the Colonel on one part, and myself on the other, to execute an agreement, that hostilities between us shall cease; that the *English* will always remain my friends and allies; and that they will assist me against my enemies. For this purpose, I send a person of distinction and confidence who will speak

at large the sentiments of my heart, and I hope you will inform him of your disposition towards me. The articles which were sent to me, I have returned, signed by myself, the king's *Duan* my own *Duan*, and the *Bukhshi* of my army. I should be glad if you would confirm this treaty by a paper under your hand and seal, as the Colonel has done. I have in the most solemn manner called God and the *Prophets* to witness, that I have made peace with the *English*. As long as I have life I shall esteem your enemies as enemies to me, and will assist you to the utmost of my power whenever you require it. Do you likewise, and the Colonel, and chiefs of the English factory swear in the presence of the Almighty God to observe and perform your part of the treaty, and to esteem my enemies as your own, and always be ready to give me your assistance against them and though you may not come yourself, I flatter myself you will send the aid I shall at any time ask for. God is the witness between us in this treaty.

God and his Prophets are witnesses, that I never will deviate from the terms of the treaty I have now made with *English* company, and that I will on all occasions shew them my favour, relying on your faith to observe inviolably your part of the treaty.

The Admiral made the following return to the Nawab.

I received the letter, you have done me the honour to write me, by *Runjel Roy*, who has given me the greatest satisfaction by acquainting me with your good disposition towards our nation; and your sincere desire to live with us in the strictest terms of friendship and alliance.

Before this letter can come to your hands, he will have made known to you, how much I agree in the same sentiments; the sincerity of which I hope every day to manifest more and more, that you may be thereby convinced how much the *English* have been wronged by those who have represented them to you, as an ambitious, troublesome people. I trust you will live to see by their conduct henceforward, that their character is the very reverse; and that there is not in the world a more peaceable people, when not oppressed; although I confess there are none more ready to draw the sword, when greatly injured.

The paper of agreement to the treaty on my part, I send you herewith, done in the manner you desired it, signed with my hand and sealed with my seal. And I call upon the Almighty, whom we both worship, to bear witness against and punish me, if I ever fail in observing to the utmost of my power, every part of the treaty, concluded between yourself and the *English* nation, so long as you

shall faithfully observe your part, which I make no doubt will be as long as you have life. What can I add more ? but my wishes, that your life may be long and crowned with all manner of prosperity.

I *Charles Watson*, &c. &c. in the name of his *Britannic* Majesty, and in the presence of God and *Jesus Christ*, do solemnly declare, that I faithfully observe and maintain the peace concluded on the 9th of *Eebruary*, 1757, between the *Soubahdar*, &c. and the *Enlish*, in every part and article thereof. And that so long as the *Soubahdar*, &c. shall abide by his promises, and the articles signed by him I will always look upon his enemies as the enemies of my nation, and when called upon, will grant him all the assistance in my power.

From the Admiral to the Nawab.
Dated 16th February 1757.

Omichund has informed me of the particulars you was pleased to instruct him with. The advice you have received of a fleet of *French* men of war, and a large land-army under the command of Monsr. *Bussy*, being in their way to these provinces, I believe is true ; I have likewise heard that they are coming here to commit hostilities against us. In regard to your desire, that I would do all in my power, to prevent their coming into these territories ; you may assure yourself, I will use m best

endeavours to prevent it, in order to manifest my friendship for you. A request of this nature I shall always take pleasure in granting, and by my readiness to comply with your desire, you will be sufficiently convinced of the sincerity of my friendship and esteem, and be satisfied with my actions. What has been destroyed and ruined by your anger and resentment, I trust will again flourish under your favour and protection. Mr. *Watts* is now sent to wait upon you, in behalf of the governor and council, and I flatter myself you will consent to the petitions he may have to make.

From the Nawab to the Admiral.
Dated the 19th February 1757.

To put an end to the hostilities in my country and dominions, I consented and agreed to the treaty of peace with the *English*, that trade and commerce might be carried on as formerly; to which treaty you have agreed and a firm accommodation between us is settled and established: you have likewise sent me an agreement, under your own hand and seal, not to disturb the tranquility of my country; but it now appears that you have a design to beseige the *French* factory near *Houghley*, and to commence hostilities against that nation. This is contrary to all rule and custom, that you should bring your

animosities and difference into my country; for it has never been known since the days of *Timur*, that the *Europeans* made war upon one another within the king's dominions. If you are determined to besiege the *French* factories, I shall be necessitated in honour and duty to my king, to assist them with my troops. You seem inclined to break the treaty so lately concluded between us; formerly the *Maharattas* infested these dominions, and for many years harrassed the country with war but when the dispute was accommodated, and a treaty of peace with that people concluded, they never broke, nor will they ever deviate from, the terms of the said treaty. It is a wrong and wicked practice, to break through and pay no regard to treaties made in the most solemn manner; you are certainly bound to abide by your part of the treaty strictly, and never to attempt or be the occasion of any troubles or disturbances in future within the provinces under my jurisdiction. I will on my part observe most punctually what I have promised and consented to.

I will maintain and preserve on my part the treaty of peace I have made with the *Engljsh*, which with the permissron of God I hope will continue for ever. You may have heard, that for seven years, we had constant wars with the *Maharattas*, but when a treaty of peace was concluded with them, they strictly observed the terms, and never deviated

from them. It is but just and reasonable that your nation should pay regard to the late treaty, and commit no hostilities in my country, nor disturb its tranquility with any differences, that may subsist between you and other *European* powers.

To this the Admiral sent the following reply. Dated the 21st of Feburary 1757.

Your letter at the 19th, I was honoured with this morning, and observe that you disapprove of our committing hostilities against the French settled in these provinces. Had I imagined it would have given you any umbrage I should never have entertained the least thoughts of disturbing the tranquility of your coun'ry, by acting against that nation within the Ganges; and am now ready to desist from attacking their factory, or committing other hostilities against them in these provinces, if they will consent and agree to a solid treaty of neutrality and if you as *Soubahdar* of Bengal will under your hand guarantee this treaty, and promise to protect the English from any attemepts made by that nation against our settlements during my absence. I am persuaded you have heard of no people in the world who pay a stricter regard to their word, and to the faith of treaties, than the English; and I do sincerely assure you, that I will inviolably preserve the peace we have concluded with you, and I dare

answer for the Colonel and the company's representatives, that they will not attempt to infringe any part of it.

• I have ratified the late treaty between you and the *English* with my hand and seal; and I now repeat my assurances, made in the presence of *God* and of *Jesus Christ*, that I will maintain and preserve inviolably my part of the said treaty, not doubting of your sincerity in performing such articles as you have consented to. I likewise promise that I will not disturb the tranquility of your country, by committing any hottilities against the *French* provided you will be answerable for their observance of a strict neutrality with us.

From the Nawab to the Admiral.
Dated the 20th Feburary 1757.

The letter I wrote to you yesterday, I imagine you have recieved; since which I have been informed by the French Vaekeel that five or six additional ships of war have arrived in the river, and that more are expected. He represents likewise, that you design commencing hostilities against me and my subjects again, as soon as the rains are over. This is not acting agreeble to the chracter of a true soldier, and a man of honour, who never violated their words. If you are sincere in the treaty concluded with me, send your ships of war out of the

river, and abide stedfastly by your agreement; I will not fail in the observance of the treaty on my part. Is it becoming or honest to begin a war, after concluding the peace so latley and solemnly? The Maharattas are bound by no *Gospel*, yet they are strict observers of treaties. It will therefore be matter of great astonishment. and hard to be believed, if you, who are enlightened with the *Gospel*, should not remain firm, and preserve the treaty you have ratified on the Presence of God and *Jesus Christ*.

From the Admiral to the Nawab.
Dated the 25th February 1757.

Your letter of the 20th instant I recieved two days ago; but being just in the height of my dispatches for England, I was not able to answer it till now. I know not how to express to you my astonishment, at finding myself taxed with having a design to break the peace on so slight a foundation as a base fellow's having dared to tell you so, without any one action of mine being produced to support so extravagant and impudent an accusation, which has not the least shadow of probability to render it credible. You tell me. "It is unworthy the chracter of a *soldier*, and man of *honour*, to violate their words!" In what single instance since my being here, have I acted so unworthily as to make

you think me capable of violating mine? yourself can answer for me, *in none.* My dealing with you hath always been full of that frankness and sincerity, for which my countrymen are remarkable through-out the known world. From you, Sir, I expect justice on that base man, who has dared falsely to acuse me, and to impose upon you. In the mean-time, I have complained to the French of their *Vackeel's* behaviour; who have promised me to write to you their knowledge of the falsity of his accusation. You may lest assured, that I will always religiously observe the peace; and I beg you to believe, that people who raise reports to the contrary, can only do it to create jealousies, which they hope will break the friendship they are sorry to see between us.

The letter you wrote me about the *French* affair, I have received and perused. you may depend upon it, that I neither have nor will assist the *French.* If they begin any troubles or commit any hostilities in my territories, I will oppose them with my whole force, and punish them very severely. I was informed you designed to attack *Ckanderna-gore,* which made me write you what I thought was reasonable and just upon that head. The forces I sent down were to guard and protect the King's subjects and not to assist the *French.* If the pur-port of my letter has been the occasion of your desisting from the attack of *Chandernagore,* it

gives me great satisfaction. I have written the *French* likewise, what I thought was proper, in order to make them apply for a neutrality; I suppose they will act conformably. I will send a person of consideration to bring me the treaty you may conclude with them, and will order it to be registered in my books. Assure yourself that I have no other design or inclination than to live upon terms of good understanding and friendship with the English. By the grace of God, I never intend to do anything that you will not esteem just; this rely upon, and do not expect a failure. Do you likewise remain fixed to your treaty and word, and give no credit to the reports of people of no consideration or figure. If you have anything to write about, please to address me, and no body else; I will always send a fair and unreserved answer.

The van of the King of *Dehli's* army is advancing towards these provinces; upon this intelligence I design marching towards *Patna* to meet them. If at this critical juncture you will be my friend, and send me assistance, I will pay your forces a *Lack* of *Rupees* monthly, while they remain with me. Send me an immediate answer."

From the Admiral to the Nawab.

I this moment received your letter, which gives me the greatest satisfaction. I own I had a

suspicion, from your so easy crediting French reports, that you entertained a partiality for that nation to the prejudice of mine : your letter has removed all my doubts, so that henceforward I shall rely with confidence on your friendship, and every day study to give you the strongest proofs of mine.

The ready obedience I paid to your desire in not attacking the *French*, will, I persuade myself, convince you that nothing but the strongest necessity, could make me again apply to you on that subject. I beg you will give your most serious attention to what I am going to say: Immediately on the receipt of one of your past letters, I not only gave over all thoughts of attacking the *French*, but invited them to enter into a treaty of neutrality, and to send people here to settle the terms ; but judge what must have been my surprize, when, after they were in some manner settled, the *French* deputies owned that they had no power to secure to us the observance of the treaty, in case any commander of theirs should come with a great power after my departure ! you are too reasonable not to see, that it is impossible for me to conclude a treaty with people who have no power to do it ; and which beside, while it ties my hands, leaves those of my enemies at liberty to do me what mischief they can. They have also for a long time reported, that Monsieur Bussy is coming here with a great army. Is it to attack you ? Is it to attack us ? you are going to Patna—You ask

our assistance—Can we with the least degree of prudence march with you, and leave our enemies behind us ? You will be then too far off to support us, and we shall be unable to defend ourselves. Think what can be done in this situation. I see but one way. Let us take *Chandernagore*, and secure ourselves against any apprehensions from that quarter, and then we will assist you with every man in our power, and go with you even to *Delhi*, if you will. Have we sworn reciprocally, that the friends and the enemies of the one should be regarded as such by the other ? And will not God the avenger of perjury punish us, if we do not fulfill our oaths ? What can I say more ? Let me request the favour of your speedy answer.

You tell me the van of the King of *Delhi's* army is advancing towards these provinces, and that you are going towards *Patna* to meet them ; inconsequence of which you ask me to be your friend, and give you assistance. Have we not already sworn a friendship ? Put it but in my power to assist you, by yielding to my request, and you shall find I will support you to the utmost of my ability. Believe me, and most assuredly you will not be deceived. If you doubt me, look back into all my dealings towards you, and judge from them. I esteem you now to be such a friend to my nation, that I think it would be doing injustice to your good inclination towards me to keep any occurrence from your know-

ledge; therefore I take this earliest opportunity to tell you, the troops which should have come here with me, are now arrived in the river, a circumstance that will be beneficial to your interest if you will but give me the means of making it so."

From the Admiral to the Nawab.
Dated 4th March, 1757.

I answered your letter of the 20th of last month some days past; I suppose you have ere now received it and are there by fully convinced of the falsehood of the *French Vackeel's* informations of my intention to break the peace. If you still will want farther proofs of the sincerity with which I made it, and the desire I have to preserve it, you will find them in my *Patience;* which has not only suffered your part of the treaty to be thus long unexecuted, but has even brone with your assisting my enemies the *French* with men and money, contrary to your faith pledged to me in the most solemn manner, "that my enemies should be yours.

"*Is it thus that soldiers and men of honour never violate their words?*" But it is time now to speak *plain*: if you are really desirous of preserving your country in peace, and your subjects from misery and ruin; in *ten days* from the date of this, fulfill your part of the treaty in *every articles*, that I may not have the least cause of complaint:

otherwise, remember, you must answer for the consequences, and as I have always acted the open unreserved part in all my dealings with you; I now acquaint you, that the remainder of the troops, which should have been here long since (and which I here the Colonel told you he expected) will be at *Calcutta* in a few days; that in a few days more I shall dispatch a vessel for more ships and more troops; and, that I will kindle such a flame in your country, as all the water in the *Ganges* shall not be able to extinguish. Farewel: remember that he promises you this, who never yet broke his word with you, or with any man whatsoever."

From the Nawab to the Admiral.
Dated 9th March, 1757.

I have already answered the letter you wrote me some days ago. Be so good as to consider the purport of what I wrote, and send me a speedy reply. I am fixed and determined to abide by the terms of the treaty we have concluded, but have been obliged to defer the execution of the articles on account of the *Hooly*, during which holidays my *Banians*, and ministers do not attend the *Durbar*. As soon as that is over, I will strictly comply with everything I have signed. You are sensible that there is no avoiding this delay, and I flatter myself it wiil not be thought much of. It is not my

custom to break any treaty I make, therefore be satisfied that I will not endeavour te evade that which I have made with the English. I rely on your friendship and bravery in giving me the assistance I asked against the van of the Pytan army, who are advancing this way, and that you will oblige me with a compliance to the request I made in my last letter. What shall I say more?

I beg you will be sensible of my sincerity. I promise you in the most faithful manner, that I will never break or infringe my part of the treaty I have made with your nation.

Enclosed in this letter came a small paper with these lines.

This you may be sure of, that if any person or persons attempt to quarrel with you, or become your enemies, I have sworn before God that I will assist you. I have never given the *French* a single *Cowry*, and what forces of mine are at *Houghley*, were sent to *Nandcomar* the *Fougedar* of that place: the *French* will never dare to quarrel with you; and I persuade myself that you will not, contrary to ancient custom, commit any hostilities within the *Ganges*, or in the provinces of which I am Soubahdar.

From the Nawab to the Admiral.
Dated 10th March 1757.

Your obliging answer to my letter I have received, wherin you write, that your suspicions

are at an end, that on the receipt of my letter you forbore attacking *Chandernagor*, and sent for their people to make peace, and wrote out the terms of agreement; but when they were about signing them, they declared that if they signed the articles, and any other commander should arrive, they could not be answerable for his adhering to them; and that on this account there was no peace. You also write many other particulars, of which I am well acquainted. It is true, if it is the custom of the *French*, that if one man makes an agreement, another will not comply with it, what security is there? My forbidding war on my borders, was, because the *French* were my tenants, and upon this affair desired my protection: on this I wrote you to make peace, and no intentions had I of assisting or favouring them. *You have understanding, and generosity; if your enemy with an upright heart claims your protection, you will give him his life, but then you must be well satisfied of the innocence of his intentions; if not, whatever you think right that do.*

From the Admiral to the Nawab.
Dated 26th March 1757

I have the honour of several of your letters, which I would have paid due attention to, and answered immediately, had not the service I came here upon engaged all my time: I hope you will accept

this as a reasonable excuse for my long silence. I have now the pleasure to acquaint you, that on the 23rd of this month, after two hours fighting, we, by the blessing of God, and the happy influence of your fortune and friendship, subdued and took possession of the *French* fort, making our enemies prisoners, except a small number who fled up the river with their effects. I have sent a few armed men to seize them; and I persuade myself you will not be displeased at this step, since I have given the strictest orders nor to molest or disturb any of your subjects.

I have often declared to you my unalterable resolution of strictly adhering to the treaty made between us; and as we have sworn reciprocally that the enemies of either should be esteemed the enemies of both, I hope, by your favour, the enemies I have now remaining will be delivered into my hands, together with their effects.

The moment I received your letter complaining of Mr, *Drake's* having addressed himself to *Monich chund* in a manner displeasing to you, I wrote to Mr. *Drake*, and desired he would make an apology to you for the expressions he had made use of to *Monichchund*; which he has done, and I hope you are satisfied there with: You may rest assured, you will have no cause of such complaint for the future.

I observe by your letter of the 22nd of this month, that you were under a necessity of sending your brother Raja Roy *Dullubram Bahader* into the

Burdwan country to collect the revenues which Monichchund excused himself from paying : as you have given me your word, that this is the purpose of his march, it is not in the power of any artful designing villain to make me believe the contrary ; and as it will be ever more *my* first principle to promote and establish the friendship made between us, I shall be very cautious how I give credit to any idle stories, tending to break the unity, which I hope will endure for ever between *you* and the *English*. I am sensible our nation has many enemies at your court ; but as *you* are a wise and prudent Prince, I hope you will in time discover all the wickedness of those, who by asserting for positive truths what have appeared to be notorious falshoods, have attempted to injure us in your opinion. As I know your ears have beeu filled with evil reports of us, and you will still be subject to hear the stories of such deceivers, the Major will be sent to you : receive what he may say, as my sentiments, and be assured you shall not be deceived. What can I say more ?

From the Admiral to the Nowab
Dated 31st March, 1757.

I have already informed you of our conquest of *Chandernagore*, and making all the *French* our prisoners, except some fugitives who fled up the river, after whom, I told you I had sent some

armed men in boats. I am sorry I should be under a neccesity of sending you another letter; but having received information that you have not as yet performed your agreement, I must take leave to aquaint you, that from the repeated promises you have made of keeping your word in every respect, I now expect you will act conformable to the oath you have taken before God and your *Prophet*, and comply *immediately* with all the articles of the treaty. Deliver also the cannon to Mr. *Watts* which you now have belonging to the company; and strictly keep to the oath we have both sworn, of living in friendship, and esteeming each other's enemies our own; and deliver up into my hands all the *French* in your dominions, with their effects. This will be keeping your oath, and behaving like a prince, whose pursuit is justice, and whose utmost glory as a soldier, is preserving his word inviolable. Depepd upon it, if there are any about you bold enough to advise you to act contrary to these just demands, they are your enemies, and want to see your country involved in a ruinous war, which nothing but your breach of promise; of faith, and of honour, shall ever prevail on me to engage in. Nothing will give me more satisfaction, than the being assured that continual peace and friendship will for ever last between *you* and the *English*.

Since I began this letter, I am informed the fugitive *French* have offered to enter into your

service. If you accept this offer, I shall conclude that you intend to favour the *French* and desire to live no longer in friendship with me; especially as you have declined the assistance of the *English* troops, after strongly soliciting them.

From the Admiral to the Nowab.

Dated 2nd April, 1757.

I have been informed, that you express some uneasiness at our ships remaining at this settlement, and at our army being encamped near *Houghley.* I find that our enemies have taken the advantage of your uneasiness, and endeavoured to persuade you our troops propose marching up in a hostile manner against you to *Muxadabad.* It is amazing to me, that any one should dare to impose so grossly on your understanding, without trembling at the consequence, should his villainous arts be discovered. And it also surprizes me, that you should hearken to such idle stories. You, as a soldier, must know, that while I have enemies yet in your dominions, it would be very impolitic in me not to pursue them. Yet, if you will deliver up my enemies and their effects to me, my ships and troops, shall immediately return to *Calcutta*; and then, and not before, shall I be convinced of your sincerity and resolution in abiding by the oath you have taken, of regarding my enemies as your own.

From the Nowab to the Admiral,

Dated 22nd March, 1757.

What I have promised, and set my hand to, I will firmly maintain, nor in any respect deviate therefrom. All Mr. Watt's demands, and whatsoever he has represented to me, I have complied with, and what remains, shall be given up by the

15th of this Moon. This, Mr. Watts must have written to you, with all the particulars ; but notwithstanding all this, it appears to me from many instances, that you seek to obliterate your agreement with me. The country within the territories of *Houghley Ingcly Burdwan* and *Nuddea* have been ravaged by your troops. For what cause is this ? Add to this that *Govendram Metre* wrote to *Nundacumar* by the son of *Ramdhen Ghose*, requiring him to deliver *Colligaut* as belonging to the districts of *Calcutta* into his the said Metre's possession. What is the meaning of this? I am sure this has been done without your knowledge. In confidence of your engagement, I made peace ; with the view of procuring the welfare of the country, and to prevent the ruinous consequences which would befal the royal territories from both armies, and not that the people should be trampled upon, and the revenues obstructed.

Your endeavours should be daily to strengthen more and more the friendship which has taken root betwixt us, and to that end put a stop to the influence of this mischief-maker, and discountenance the aforesaid Metre in such manner, that he may not dare to say these things, nor be guilty of such false proceedings for the future. By the will of God, the agreement shall never be infringed upon my part. I have spoken to Mr. *Watts* fully on this subject ; the particulars of which you will have in his letter.

P. S. I have just learned that the *French* are bringing a large force from the Deccan, to make war against you ; for this reason I write to you, that if you stand in need of any forces of the government for your support, you will immediately acquaint me, and they shall be ready to join you whenever you shall have occasion for them.

From the Admiral to the Nawab.
Dated Calcutta 3rd April 1757.

The letter you did me the honour to write the 22nd of last month, did not come to my hands till this day. As the subject of it required an answer as soon as possible, I make no doudt but you have been surpiized at not having found anything in my three last letters relating thereto. But this informs you of the true reason, and I hope will satisfy you of my readiness always to acknowledge the reciept of your favours. The assurances you continue to give me, of firmly maintaining the agreement between us; makes me hope you will listen to all the just demands I have made in my last letters, as the delivering up my enemies into my hands with all their effects, and complying with all the articles of the treaty: the latter part, you promise me shall be done the 15th of this *Moon*, which will be to-morrow when I hope Mr. *Watts* will be able to write, and assure me you have fulfilled your promise. You tell me, that notwithstanding the order you have given for every thing being complied with and fixing the day for its being done, yet it appears to you from many instances that I intend to break my agreement. You must suffer me to tell you, that your apprehensions of my not strictly abiding by the treaty. I have made, are founded on false representations, made to you by *Manichchund*, to excuse himself from paying the revenues of the several countries you say have been pillaged by the *English*. How can this possibly be? When the *English* troops, since the happy peace made with you, have penetrated no farther into the *Burdwan* country, than marching from *Bankebusar* to *Chundernagore* along shore; and since the conquest of the *Fernch*, a few armed men were sent after some fugitives a little way, but they have been ordered back some time since and are returned. Of this, upon very little reflection you must be sensible; why then will you hearken to those who seek every opportunity to deceive you, and make you believe such things as are in their

nature impossible? For how could the territories of *Houghley, Ingely*, Burdwan and Nuddea, be ravaged by our troops, when the troops have been no farther than I have assured you? I am afraid the person who dares attempt the imposing on you so gross a falshood as this, has reason to think you may be easily persuaded into the belief of anything, that would serve as a pretence for your displeasure against the *English*; otherwise, I think no one would presume to fill your ears with such false and idle stories. What you tell me relating to Govendram Metre, you do me great justice in believing he has acted in manner he did, without my knowledge. You may be assured, I will take pains to enquire into every circumstance of that matter and will see that strict justice is done to you, and give Metre a severe rebuke for his late behaviour.

Need I give you any farther assurances of my immoveable resolution strictly to regard our treaty and every moment to improve the friendship growing up between us? I hope not. It would willingly believe you now know me sufficiently to place a confidence in what I say without having any doubts of being deceived; which you may depend upon you never shall by me: deceit is detestable in the heart of an honest man and much too low a practice for the true soldier to stoop to.

Give me to render you my thanks for your intelligence concerning the French from the *Deccan*, and your readiness in offering me assistance, if I should have occasion. Should the *French* leave the *Deccan*, and come into this country with such a number as to make the junction of our troops necessary. I then will do myself the honour to write to you on that business. In the meantime if you would wish to preserve peace in your country deliver up my enemies into my hands and by that means they will be less able to oppose me, if such a force should arrive. This will convince me of the sincerity of your offer. It is now in your power to settle everlasting peace in your country and if you suffer the opportunity to slip it may never offer again. You see that God by whose power all

human events are determined has given me the victory over my enemies. He seeth the justness of my cause and therefore fighteth for me. Hesitate then no longer about the things I have written to you but openly fulfill the oath you made before God and your Prophet of making my enemies your own; and let us evermore become as one people. Then we shall see peace and tranquility will flourish; for our enemies beholding us cemented in unity, will not venture to bring war into the country.

Reflect on what I have written, and be assured nothing is so much my desire, as to see peace and concord perfectly settled throughout the whole kingdom; and to give you the strongest proof of my sincerity I have ordered the King's ships down to Calcutta, as I heard such a measure would be acceptable to you. What can I say more?

From the Nawab to the Admiral.
Dated 14th April 1757.

Your letters at several times, I have received, with the news of your helth, which has given me great pleasure. The purport of them I have duly understood, and for your satisfaction, and in observance of the agreement between us, to look upon each others enemies as our own, I have expelled Mr. *Law* with all his adherents from my country and have given strict orders to all my *Naibs* and Fougedars not to permit them to remain in any part of my dominions. I am ready upon all occasions to grant you my assistance. If the *French* ever enter the province with a great or small force, with a design of making war upon you; *God* and his *Prophets* are

between us, that whenever you write to me, I will be your ally, and join you with all my force. Rest satisfied in this point, and be assured of my resolution to remain inviolably by the promises which I have made in my letters, and in the treaty concluded betwixt us. With regard to the *French* factories and merchandize, I must acquaint your excellency, that I have been informed, the *French* company are indebted to the natives, and have several *Lacks* belonging to my subjects in their hands ; should I comply with your demands in delivering up the effects, how can I answer it to the creditors of the French ? your excellency is my well wisher and my friend ; weigh all this affair, and return me your answer, that I may act accordingly.

I have written before, and now repeat, that if the *English* company want to establish their trade, do not write me what is not conformable to our agreement, by the instigation of self interested and designing men, who want to break the peace between us. If you are not disposed to come to a rupture with me, you have my agreement under my hand and seal ; when you write, look upon that, and write accordingly. Mr. *Watts* will inform you fully of all particulars. What shall I write more ?

If you desire to maintain the peace, write nothing contrary to the treaty

From the Admiral to the Nowab.
Dated 19th April 1757.

I am honoured with your letter of the 14th of this month, acquainting me with your having received at several times the letters I lately wrote you. Your forbearance and not writing to me, hath not the appearance of that friendship, you would persuade me you have for my countrymen; and with regard to myself, I must take the liberty to say, I was more particularly entitled to a speedy answer to my letters, from my high rank and station; and I cannot help looking upon your neglect in this respect but as a slight offered to the *King* my master, who sent me into *India* to protect his subjects, and demand justice wheresoever they were oppressed.

I observe in your letter the following particulars, viz. "That for my satisfaction and according to our mutual agreement to look upon each others enemies as our own, You have expelled Monsieur *Law* and his adherents from your dominions, and given strict orders, &c &c." My brother Mr. *Watts*, who is entrusted with all the company's concerns, always writes me the particulars of your intended favours towards us; but I have never found that what he writes is put in execution, neither do I find that what you wrote me in your letter dated the 1st of *Rujub* (22d of *March*) is yet complied with. You therein assured me, that you would fulfill all the articles you had agreed to, by the 15th of that *Moon.*

Have you ever yet complied with them all? No. How then can I place any confidence in what you write, when your actions are not correspondent with your promises? Or how can I reconcile your telling me in so sacred a manner, you will be my ally, and assist me with your forces against the *French*? When you have given a *Perwannah* to Mr. Law and his people to go towards *Patna*, in order to escape me, and tell me it is for my satisfaction, and in observance of the mutual agreement, you have taken this measure. Is this an act of friendship? Or is it in this manner I am to understand you will assist me? Or am I to draw a conclusion from what you write, or from what you do? You are too wise not to know when a man tells you one thing, and does the direct contrary, which you ought to believe. Why then do you endeavour to persuade me you will be my friend, when at the same time you give my enemies your protection, furnish them with ammunition, and suffer them to go out of your dominions with three pieces of canon? Their effects I esteem a trifling circumustance, and as far as they will contribute to do justice to your people, who are creditors to the *French* company, I have no objection to your seizing them for their use, for money is what I despise, and accumulating riches to myself is what I did not come here for.

But I have already told you, and now repeat it again, that while a *Frenchman* remains in this king-

dom, I will never cease pursuing him; but if they will deliver themselves up, they shall find me merciful: and I am confident those who have already fallen into my hands, will do me the justice to say, they have been treated with a much greater generosity, than is usual by the general custom of war.

If you will reflect upon the oath you have taken, you cannot but join with me in what follows: As soon as Cassimbuzar is properly garrisoned, to which place our troops will speedily begin their march, I desire you will grant a *Dustuck* for the passage of two thousand of our soldiers by land to *Patna*. You may be assured they will do no violence, nor commit the least injury to the natives: the only design of sending them is to seize the *French*, and restore tranquility and perfect peace in your kingdom, which can never be truly established in these dominions, while a war continues between us and them. If you are apprehensive of any injury arising to your subjects from the march of our troops to *Patna*, send some of your trusty *Hircars* to go with them, with orders to acquaint you from time to time of their transactions, and I dare answer you will find their reports agreeable to what I now write you.

Instead of sending Mr. *Watts* only *ten* guns, why did you not deliver up all that belonged to the company? I will not write you what is not conformable to our agreement, and which you suppose was by

the instigation of self interested and designing men: I must take the liberty to say, I never yet have writren a syllable contrary to our agreement, and the oath and promise I have made; and be assured it is not in the power of any artful or designing men to make me write any thing inconsistent with my honour. I ask nothing more than your fulfilling the articles of your agreement, and abiding by the oath you have taken: This I have strongly urged you to do, because you have been very slow in the execution, and this surely I have a right to demand, so long as you neglect to perform it. If it is disagreeable to you to hear these things, put it out of my power ever to ask again, by your immediate compliance; and as you have desired me when I write, to look upon our agreement, and take that for my guide, let me request you to compare my letters with my agreements, and with what you have promised, and when you find me differ from that, or ask any thing contrary to it, then tax me there with; point out to me expressly, wherein I have deviated from this rule, and you shall find me ready to confess it as an error: but till then, you must execuse me for insisting on your having charged me wrongfully, and which upon an examination of my letters I make no doubt will appear to you too plain to be contradicted.

Let me again repeat to you, I have no other views than that of peace. The gathering together of riches

is what I despise ; and I call on God, who sees and knows the spring of all our actions and to whom you and I must one day answer, to witness to the truth of what I now write ; therefore if you would have me believe that you wish peace as much as I do, no longer let it be the subject of our correspondence, for me to ask for the fulfilment of the treaty, and you to primise and not perform it ; but immediately fulfill all our engagements : thus let peace flourish and spread throughout all your country, and make your people happy in the re establishment of their trade, which has suffered by a ruinous and destructive war. What can I say more ?

From the Nawab to the Admiral.
Daed 13th June 1757.

According to my promises, and the agrement made between us, I have duly rendered everything to Mr. *Watts*, except a very small remainder, and had almost settled Monichchund's affair : Notwithstanding all this, Mr. *Watts* and the rest of the council of the factory at Cassimbazar, under pretence of my going to take the air in their gardens, fled away in the night. This is an evident mark of deceit, and of an intention to break the treaty I am convinced it could not have happened without your knowledge, nor without your advice. I all along

expected something of this kind, and for that reason I would not recall my forces from *Plassy*, expecting some treachery.

১ I praise God, that the breach of treaty has not been on my part: God and his *Prophet* have been witnesses to the contract made between us, and whoever first deviates from it will bring opon themselves the punishment due to their actions.

সন্ধি-সর্ত্ত।

নবাব ও ইংরেজের সন্ধি।

Articles acceded to, signed and sealed by the Nawab, 9th of February 1757.

I. Whatever rights and privileges the King hath granted to the *English* company in the *Phirmaunds* and *Husbalhookums* sent from *Delhi*; shall not be disputed, or taken from them, and the immunities therein mentioned stand good and be acknowledged. Whatever villages are given by the *Phirmaunds* to the company, shall likewise be granted notwithstanding they have been denied them by former *Soubadhars*, but the Zemindars of these villages are not to be hurt or displaced without cause.

I *do agree to the* terms *of the* Phirmaund.

II. All goods passing and repassing through the country by land or water in *Bengal*, *Behar*, and *Orissa* with *English Dustucks*, shall be exempt from any tax, fee or imposition from *Choquedars*, *Gaulivahs*, *Zemindars* or any others.

I agree to this.

III. All the company's factories seized by the

Nawab shall be returned. All the money, goods and effects belonging to the company, their servants and tenants, and which have been seized and taken by the *Nowab*, shall be restored. What has been plundered and pillaged by his people shall be made good by the payment of such a sum of money as his justice shall think resonable.

I agree to restore whatever has been seized and taken by my orders, and accounted for in my Sincany (Government books)

IV. That we have permision to fortify *Calcutta* in such a manner as we think proper without interruption.

I consent to it.

V. That we shall have liberty to coin *Siccas* both of gold and silver, of equal weight and fineness to those of *Muxadabad*, which shall pass current in the province, and that there be no demand made for a deduction of *Batta.*

I *consent to the* English compaany's *coining their own* Bullion *into* Siccas.

VI. That the treaty shall be ratified by signing, sealing, and swearing in the presence of God and his *Prophets* to abide by the articles therein contained, not only by the *Nawab* but his principal officers and ministers.

I have sealed and signed the articles in the presence of God and his Prophets.

VII. That Admiral *Charles Watson* and Colonel

Robert Clive, on the part and behalf of the English nation and of thecompany, do agree to live in a good understanding with the *Nawab*, to put an end to the troubles, and be in friendship with him, whilst these articles are observed and performed by the *Nawab*.

I have signed and sealed the foregoing articles upon these terms, that if the governor and council will sign and seal them with the company's seal, and will swear to the performance on their part, I then consent and agree to them.

The Governor and Council's agreement with the Nowab of Bengal.

We the *English East India* company, in the presence of his Excellency the *Nawab Munserood Muluk Serajah Dowlah, Soubahdar of the provinces of Bengal, Behar* and *Orissa*, by the hands and seal of the cuuncil, do agree and promise in the most solemn manner; that the business of the company's factories, which are in the jurisdiction of the *Nawab*, shall be transacted as formerly; that we will never do violence to any persons without cause that we will never offer protection to any persons having accounts with the government, to any of the King's *Tuluckdars or Zemindars*, to any murtherers or robbers, nor will ever act contrary to the tenor of the articles granted by the *Nawab*, we will carry on our trade in the former channel and never in any respect deviate from this agreement.

মীরজাফর ও ইংরেজের সন্ধি।

Treaty executed by Meer Mahomed Jaffier Khan Bhador, with Admiral Watson Colonel Clive, and the Counsellors Drake and Watts.

I swear by God, and the Prophet of God, to abide by the terms of this treaty while I have life.

I. Whatever articles were agreed upon in the time of peace with the *Nawab Serajahdowlah*, I agree to comply with.

II. The enemies of the *English* are my enemies, whether they be *Indians* or *Europeans*.

III. All the effects and factories belonging to the *French* in the province of *Bengal*, (the paradise of nations) and *Behar*, and *Orissa*, shall remain in the possession of the *English*, nor will I ever allow them any more to settle in the three provinces.

IV. In consideration of the losses which the *English* company have sustained by the capture and plunder of *Calcutta* by the *Nawab*, and the charges occasioned by the maintenance of the forces, I will give them one Crore of *Rupees* [1,250000£.]

V. For the effects plundered from the *English* inhabitants at *Calcutta*, I agree to give fifty *Lack* of *Rupees* [1625,000£.]

VI. For the effects plundered from the *Gentoos*, *Moors* and other inhabitants of *Calcutta*, Tweenty *lack* of *rupees* shall be given, [250,000£.]

VII. For the effects plundered from the *Armenian inhabitants* of *Calcutta*, I will give the sum of seven lack of rupees, [87,500£] The distribution of the sums allotted to the *English*, *Gentoo*, Moor and other inhabitants of *Calcutta*, shall be left to *Admiral Watson*, *Colonel Clive*, *Roger Drake*, *William Watts*, *James Kilpatrick*, and *Richard Becher*, *Esquires*, to be disposed of by them, whom they think proper.

VIII. Within the ditch which surrounds the borders of *Calcutta*, are tracts of land belonging to several *Zemindars*; besides these, I will grant to the *English* company six hundred yards without the ditch.

IX. All the land lying south of *Calcutta*, as far us *Culpee*, shall be under the *Zemindary* of the *English* company ; and all the officers of those parts shall be under their jurisdiction. The revenue to be paid by the Company in the same manner as other *Zemindars*.

X. Whenever I demand the assistance of

English I will be at the charge of the maintenance of their troops.

XI. I will not erect any new fortifications near the river *Ganges*, below *Houghley*.

XII. As soon as I am established in the three provinces, the aforesaid sums shall be faithfully paid. *Dated the 15th of the month* Ramazun, (June 1757) *in the fourth year of the present reign.)*

চিঠি-পত্র।

(বঙ্গানুবাদ)

আডমিরাল ওয়াটসনের পত্র।

১৭ই ডিসেম্বর ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দ।

পৃথিবীর রাজন্যবর্গ কর্ত্তৃক সম্মানিত আমার প্রভু ও রাজা, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসায়-বাণিজ্য, দাবি-দাওয়া ও অধিকার রক্ষা করিবার জন্য আমায় বহু সৈন্য দিয়া এতদ্দেশে প্রেরণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, আমার প্রভুর প্রজাগণ মোগল-রাজ্যে যেরূপ সুবিস্তৃত ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাইতেন, তাহাতে মোগল-দিগের সবিশেষ সুবিধা হইত। শুনিয়া অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইলাম যে, আপনি বহু সৈন্য সহ কোম্পানীর কুঠী-সমূহ আক্রমণ করিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগের লোকজনকে তাড়াইয়া দিয়াছেন, অনেক টাকার সামগ্রী লুঠিয়া লইয়াছেন এবং আমার রাজার বহু প্রজা নষ্ট করিয়াছেন।

আমি কোম্পানির লোকদিগকে তাহাদের পূর্ব্বতন কুঠী ও বাড়ী পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্পে আসিয়াছি। আশা করি, আপনি তাহাদের পূর্ব্বের ক্ষমতা ও সুবিধা সকল বজায় রাখিতে সম্মত হইবেন। কারণ, ইংরেজেরা এতদ্দেশে বাস করাতে আপনার যে উপকার হয়, তাহা আপনি বিশেষ রকম জানেন। আপনি তাঁহাদিগের ক্ষতিপূরণ করিয়া দিলে আর কোন গোল-যোগ থাকিবে না। আমার রাজা শান্তি চাহেন। ন্যায়পরতায় তাঁহার প্রীতি। আপনি তাঁহার প্রজাসমূহের ক্ষতি পূরণ করিয়া দিলে, তাঁহার সহিত সদ্ভাব সংস্থাপিত হইবে।

নবাব সিরাজুদ্দৌলার পত্র।

২৩শে জানুয়ারি ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ।

আপনি আপনার পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, ইংরেজ বণিক-দিগের বাণিজ্য, অধিকার, কুঠী প্রভৃতি রক্ষার্থে আপনার প্রভু আপনাকে ভারতে প্রেরণ করিয়াছেন। পত্র পাইয়াই আমি আপনাকে তাহার উত্তর পাঠাইয়াছি; কিন্তু উহা বোধ হয়, আপনি পান নাই। তজ্জন্য আমি আপনাকে পুনরায় পত্র লিখিতেছি। কোম্পানীর বঙ্গদেশস্থ প্রধান কর্ম্মচারী রজার ড্রেক আমার আজ্ঞা অবহেলা করিয়াছিলেন; অধিকন্তু আমার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। যে সকল লোক দরবারে অনুপস্থিত ছিল, তাহাদিগকে তিনি আশ্রয় দিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে এমন কার্য্য করিতে নিষেধ করি; কিন্তু তাহার কোন ফল হয় নাই। সেই কারণে তাঁহাকে শাস্তি দিবার অভিপ্রায়ে আমি তাহাকে দেশ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিই। যদি তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া অন্য কোন লোককে প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে ইংরেজ বণিকগণ পূর্ব্বের ন্যায় এ দেশে বাণিজ্যাদি করিতে পারিবেন, আমার এইরূপ অভিপ্রায় ছিল। দেশের এবং প্রজা-বর্গের উপকারার্থে আমি আপনাকে এই পত্র পাঠাইতেছি। যদি আপনাদের বাণিজ্য পুন-সংস্থাপন করিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আর একজন নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবেন এবং আমিও আপনাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় বাণিজ্য করিতে দিব। যদি ইংরেজগণ বণিকের ন্যায় ব্যবহার করেন এবং আমার আজ্ঞা পালন করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে এবং তাঁহাদিগের বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত রহিলাম।

আর যদি আপনি মনে করেন যে, আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আপনারা এখানে বাণিজ্য চালাইতে পারিবেন, তাহা হইলে আপনার বিবেচনায় যাহা ভাল হয়, তাহা করিবেন।

ধনকুবের ভুবন-বিজেতা, হিন্দুস্থানের সম্রাট আলমগীরের দাস, সাহসী এবং বিখ্যাত যোদ্ধা, সা কুলি খাঁ॥

আডমিরালের পত্র।

২৭শে জানুয়ারি ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ।

আপনার এই মাসের ২৫শে তারিখের পত্র পাইয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। কারণ, পত্র পাঠে জানিতে পারিলাম যে, আপনি আমার পূর্ব্ব পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন। আপনি স্বহস্তে পত্র লিখিয়াছেন, বড় আনন্দের কথা; কিন্তু যদি পত্রের উত্তর না দিতেন, তাহা হইলে আমার বড় অপমান হইত। সে অপমান অগ্রাহ্য করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে, আমাকে আমাদিগের স্বদেশীয় রাজার কোপ-দৃষ্টিতে পতিত হইতে হইত।

আপনি পত্রে বলিয়াছেন যে, ড্রেক সাহেবের কুব্যবহারেই আপনি ইংরেজদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। আমি বলি যে, রাজারা কোন বিষয় স্বচক্ষে দেখেন না এবং কোন কথা স্বকর্ণে শ্রবণ করেন না। শঠ ও চতুর লোকেরা বঞ্চনা দ্বারা তাঁহাকে কোন বিষয়ের তথ্য অবগত হইতে দেয় না। একের দোষে সমস্ত লোককে শাস্তি দেওয়া কখনই রাজোচিত কর্ম্ম নহে। যে সকল নির্দ্দোষ প্রজা সনন্দ-পত্রের উপর নির্ভর

করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল, তাহাদিগকে ধনে-প্রাণে মারা কখনই উচিত হয় নাই। ইহা কি রাজোচিত কার্য্য হইয়াছে? কখনই নহে। শঠ লোকেরা কুমন্ত্রণা দ্বারা আপনাদিগের স্বার্থসাধনার্থে আপনাকে এই কার্য্যে প্রবর্ত্ত করাইয়াছে। ন্যায়বান রাজা নিষ্ঠুর কার্য্যে কখন আনন্দ উপভোগ করেন না।

যদ্যপি আপনি জগৎ-সমক্ষে ন্যায়বান এবং মহৎ রাজা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এই সকল কু-পরামর্শদাতা লোকদিগকে শাস্তি দিয়া, আপনার অনিচ্ছায় যে আমাদের অনিষ্টপাত হইয়াছে, তাহা প্রতিপন্ন করুন। আর ইংরেজ বণিকদল এবং যে যে লোক এই সকল কার্য্যের জন্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের ক্ষতিপূরণ করিয়া দিউন। এইরূপ করিলে আপনার প্রজাসমূহের বিপক্ষে যে অসি উত্তোলিত হইয়াছে, তাহা নিবারিত হইবে।

ড্রেক সাহেবের বিরুদ্ধে আপনার যদি কিছু বক্তব্য থাকে, তাহা হইলে বণিক-সম্প্রদায়কে লিখিয়া পাঠাইবেন। কারণ, প্রভু ব্যতীত ভৃত্যের শাসন করিতে আর কেহই সক্ষম নহে। বণিক-সম্প্রদায় যাহাতে এই বিষয় আপনাকে সন্তোষ প্রদান করিতে পারেন, তজ্জন্য আমি প্রতিশ্রুত রহিলাম।

আপনি আপনার ইচ্ছানুসারে ন্যায় বিচার করিয়া আমাদিগের ক্ষতিপূরণ করিবেন। জোর জবরদস্তীতে আপনার নিরীহ প্রজাগণকে বিপন্ন করিয়া ক্ষতিপূরণ আদায় করা প্রার্থনীয় নহে।

নবাবের পত্র।

আপনারা হুগলি আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া আমার প্রজার বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছেন। আপনাদিগের বণিকোচিত কার্য্য হয় নাই। তজ্জন্য আমি মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া হুগলিতে উপস্থিত হইয়াছি এবং সসৈন্য নদী পার হইবার উপক্রম করিতেছি। আমার সৈন্যের একাংশ আপনাদিগের শিবিরের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। তথাপি, যদি পূর্ব্বের ন্যায় আপনাদিগের বাণিজ্য চালাইবার অভিপ্রায় থাকে, তাহা হইলে আপনাদিগের একজন বিশ্বস্ত লোককে আমার নিকট প্রেরণ করিবেন। তাহা হইলে তাহার নিকট হইতে আপনাদিগের প্রার্থিত বিষয়-সমূহ অবগত হইয়া, আমি এ বিষয়ের একটা মীমাংসা করিতে পারিব। আমি বণিক-সম্প্রদায়কে তাঁহাদিগের কুঠী-সমূহ পুনঃপ্রাপ্ত হইতে এবং পূর্ব্ব অঙ্গীকার মত বাণিজ্য চালাইবার অধিকার দিতে কুণ্ঠিত হইব না। যে সকল বণিক এ দেশে বাস করিবেন, যদি তাঁহারা এখন বণিকের ন্যায় ব্যবহার করেন এবং আমার মতের কোন প্রকার বিরুদ্ধাচরণ না করেন, তাহা হইলে আমি অবশ্যই তাঁহাদের ক্ষতিপূরণ করিয়া দিব। আপনি জানেন যে, যুদ্ধের সময় সৈন্যদিগকে লুণ্ঠন-কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করা কত দুরূহ ব্যাপার। আমার সৈন্যরা লুঠ করিয়াছিল বলিয়া আপনাদের যে ক্ষতি হইয়াছিল, আপনারা যদি সেই ক্ষতির দাবী কতক ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে আমি আপনাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। আপনারা জাতিতে খৃষ্টান এবং অবশ্যই জানেন, কলহ রাখা অপেক্ষা কলহ মিটান ভাল।

কিন্তু যদি আপনারা বণিক-সম্প্রদায় ও অন্যান্য বণিকদিগের স্বার্থের উপর দৃষ্টি না রাখিয়া, যুদ্ধলিপ্সু হন, তাহা হইলে আর আমার প্রতি দোষারোপ করিতে পারিবেন না। এইরূপ ধ্বংসকারী যুদ্ধ নিবারণার্থে আমি আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি।

আডমিরলের পত্র।

৬ই ফেব্রুয়ারি ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ।

আপনি এই পত্রের সহিত যে আর একখানি পত্র প্রাপ্ত হইবেন, তাহা পরশ্ব দিবস লেখা হইয়াছে। * কিন্তু উহা মহাশয়ের

* পত্রের মর্ম্ম এইরূপ—আমি আপনার পত্রের জবাব দিবার পর, আপনি যে পত্র লেখেন, তাহা আমি গত পরশ্ব দিবসে পাই। এইমাত্র পত্রের জবাব লিখিতে বসিয়াছি। শুনিলাম, আপনার কতক সৈন্য রাজধানী কলিকাতা নগরী প্রবেশ করিয়াছে ও অবশিষ্ট অংশ ত্বরায় তাঁবুর দিকে অগ্রসর হইতেছে। শুনিবামাত্র আমি সহরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি, সর্ব্বত্র অগ্নিশিখা ও ধূমরাশি পরিপূর্ণ। বুঝিলাম ঘটনা সত্য। আনুসঙ্গিক সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া বোধ হইল যে, শান্তির আশা বৃথা। সঙ্গে সঙ্গে পত্র লেখার আশাও পরিত্যাগ করিলাম। শুনিতেছি, আপনি কর্ণেল ক্লাইবের কাছে পুনরায় সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন। সেই হেতু মিষ্টার ওয়ালস্ ও স্ক্রেফ্‌টন নামক দুই ব্যক্তিকে কর্ণেল ক্লাইভ আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। ইহা আপনার শান্তিকামনার পরিচায়ক। আমার নিজস্ব মত যদি শুনিতে চান, তাহা হইলে আমার পূর্ব্বতন পত্রগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আমি সেই সব চিঠি পত্রে সৌহার্দ্দসূচক বন্দোবস্তের কথা বলিয়া আসিয়াছি ও তদনুযায়িক কার্য্যও করিয়াছি। কিন্তু যখন দেখিলাম, আর শান্তি অসম্ভব, যখন দেখিলাম আমার একখানি পত্রেরও জবাব দিলেন না, তখন কাজেই বিরুদ্ধাচরণে বাধ্য হইলাম। আমি এরূপ

নিকট প্রেরিত হইবার জন্য পারস্য ভাষায় অনুবাদিত হইবার পূর্ব্বে, আমি কর্ণেল ক্লাইভের নিকট শুনিলাম যে, আপনি তাঁহার দূতসমূহের অবমাননা করিয়াছেন এবং আপনি কলিকাতার সীমানার ভিতর উপস্থিত হইয়াছেন ও তথা হইতে চলিয়া যাইতে অস্বীকার করিয়াছেন।

আপনার অভিপ্রায়ের এরূপ নির্দ্ধারিত প্রমাণ পাইয়া, আমার সন্ধি-সংস্থাপনের ইচ্ছা বলবতী থাকিলেও, আমি এক্ষণে তাহার আশা করিতে পারি না। একদল ইংরাজ-সৈন্য কিরূপ বলধারণ করে, তাহা আপনাকে জানাইবার জন্য, আমি কর্ণেল ক্লাইভকে অনুরোধ করি। কারণ, তাহা হইলে দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা-সূত্রে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে আপনি সাবধান হইতে পারিবেন। তিনি আমার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করেন এবং সসৈন্য আপনার তাঁবুর

শত্রুতাচারণের বিরোধী। যুদ্ধে জয়ী হইলেও আমি শান্তি প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিয়াছিলাম। আমার এখনও সন্ধিস্থাপনের ইচ্ছা আছে; জানি না কতদূর সফল হইব। আমি কি ঈশ্বর কি মনুষ্য উভয়ের কাছে নির্দ্দোষ থাকিতে ইচ্ছা করি। আমি মনুষ্যের সুখ চাই, কষ্ট দেখিতে পারি না; ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই পত্র লিখিলাম। যদি আপনার সন্ধিস্থাপনের বাঞ্ছা থাকে, তাহা হইলে আপনার নিকট প্রেরিত ভদ্রসন্তানগণের পরামর্শ শুনিলেই যথেষ্ট হইবে। তাঁহারা ন্যায়-বিচার বই আর কিছু চাহেন না। উভয় জাতির শুভসাধনই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। যদি আপনার অমতের কোন কারণ হয়, তাহা হইলে স্মরণ রাখিবেন, রাজারা মানবের মঙ্গলসাধন জন্যে মানব-শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, তাঁহারা যদি দ্বেষ-হিংসা পরায়ণ হইয়া কর্ত্তব্যপরাঙ্মুখ হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে এক দিন জগৎ পিতা সর্ব্বশক্তিমানের নিকট জবাব দিতে হইবে। আমি আপনার বন্ধু। সদুপদেশ দান আমার কর্ত্তব্য। তদনুযায়িক কার্য্যও করিলাম।

মধ্য দিয়া এইরূপ ভাবে যাত্রা করিয়া স্বীয় ছাউনীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, যেন তাঁহার গতিরোধ করিতে আপনার ছাউনীতে এক জনও সশস্ত্র পুরুষ ছিল না। তিনি এক্ষণে তাঁহার ছাউনীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং আমাদিগের গুপ্ত সমিতির দ্বারা শেষ বার প্রেরিত ন্যায্য প্রস্তাবে আপনি সম্মত হন কি না, সেই আশায় আরও কিছু দিন থাকিলেন। যদি আপনি সুবিবেচক হন, তাহা হইলে আপনি তাহাদিগের সুবিচার করিবেন; নতুবা যে অসি নিষ্কোষিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহা আর পুনরায় নিবারিত হইবে না।

নবাবের পত্র।

৯ই ফেব্রুয়ারি ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ।

শাসনকর্ত্তা ও তাঁহার সভার স্বাক্ষরিত ও মোহরাঙ্কিত সন্ধি-পত্র আমি কর্ণেলের পত্রের সহিত প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি ইচ্ছা করেন যে, এক্ষণে যে সন্ধি সংস্থাপিত হইল, তাহার সর্ত্ত সকল আমার দেশের প্রধান লোকদিগের দ্বারা এবং আমার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা স্বীকৃত হউক। আমি তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিয়াছি। এক্ষণে আমাদিগের উভয় পক্ষের এমন একটি লেখাপড়া থাকা উচিত, যদ্দ্বারা আমাদিগের মধ্যে যুদ্ধ নিবারিত হয়, ইংরেজগণ আমার চিরবন্ধু হন এবং আমার শত্রু-দমনে তাঁহারা সহায়তা করেন। তজ্জন্য আমি আমার একজন বিশ্বস্ত ও বিখ্যাত লোককে আপনাদিগের নিকট প্রেরণ করিতেছি। তিনি আমার মনের ভাবসমূহ আপনাদিগের নিকট বিশদরূপে বুঝাইয়া দিবেন এবং আমিও আশা করি, আপনারা তাঁহার সম্মুখে আপনাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন। যে

সকল প্রস্তাব স্বাক্ষরিত হইবার নিমিত্ত আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা আমি স্বয়ং, সম্রাটের দাওয়ানের দ্বারা, আমার দাওয়ানের দ্বারা এবং আমার সৈন্যের বক্সী দ্বারা স্বাক্ষর করাইয়া পাঠাইয়া দিয়াছি। আপনি যদি একখানি কাগজে এই সন্ধি-পত্র স্বীকার করিয়া, আপনার শিলমোহর এবং স্বাক্ষর সংযুক্ত করিয়া, কর্ণেলের ন্যায় আমার নিকট পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইব। আমি যথাবিহিতরূপে ঈশ্বর এবং তাঁহার দূতকে সাক্ষ্য মানিয়া ইংরেজদিগের সহিত এই সন্ধি-সংস্থাপন করিয়াছি। যতদিন আমার দেহে প্রাণ থাকিবে, ততদিন আমি ইংরেজদিগের শত্রুকে নিজের শত্রু বলিয়া মনে করিব এবং আবশ্যক হইলে যথাসাধ্য সাহায্য করিব। আপনি, কর্ণেল এবং ইংরেজদিগের কুঠীর অন্যান্য প্রধান কর্ম্মচারী ঈশ্বরসমক্ষে শপথ করুন যে, আপনারা এই সন্ধি অনুযায়ী কার্য্য করিবেন, আমার শত্রুকে আপনাদিগের শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিবেন এবং আবশ্যক হইলে আপনাদিগের সাধ্যমত আমাকে সাহায্য করিবেন; এবং যদিও আপনারা স্বয়ং আসিয়া আমাকে সাহায্য করিতে না পারেন, তত্রাপি আমি ইহা আশা করিতে পারি যে, আবশ্যক হইলে সৈন্যপ্রেরণ দ্বারা আপনারা আমার সাহায্য করিবেন।

আমাদের এই সন্ধি-পত্রে ঈশ্বর সাক্ষী রহিলেন। ঈশ্বর এবং তাঁহার দূতগণ সাক্ষী রহিলেন যে, আমি ইংরেজ সম্প্রদায়ের নিকট যে সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ রহিলাম, তাহা কদাচ ভঙ্গ করিব না। আপনারা এই সন্ধি-সর্ত্তানুযায়ী কার্য্য করিবেন, এই স্থির বিশ্বাসে আমি আপনাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণে সতত যত্নবান হইব।

আডমিরালের পত্র।

রঙ্গল রায় মাং আপনি যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহা আমি পাইয়াছি এবং তাঁহার নিকট হইতে আমাদিগের জাতির সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপন করিতে আপনার একান্ত ইচ্ছা আছে জানিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। তাঁহার মাঃ এই যে পত্র পাঠাইতেছি, উহা পাইবার পূর্ব্বে আপনিও তাঁহার নিকট হইতে আমাদিগের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইতে পারিবেন। আপনার ন্যায় আমাদিগেরও একান্ত ইচ্ছা যে, আমরা আপনার সহিত সদ্ভাবে বাস করি এবং আপনিও তাঁহার নিকট হইতে জানিতে পারিবেন যে, কিরূপে কুলোকে মিথ্যা করিয়া আপনার কাছে ইংরেজ জাতিকে লোভী এবং কলহপ্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে। কিন্তু আপনি আমাদিগের সহিত কিছু দিন ব্যবহার করিলেই এ কথার সত্যাসত্য জানিতে পারিবেন। অত্যাচারিত না হইলে, ইংরেজ কাহারও অনিষ্ট করে না। ইংরেজ জাতির তুল্য শান্তিপ্রিয় জাতি আর বোধ হয় পৃথিবীতে নাই; কিন্তু ইংরেজের ক্ষতি হইলে, ইংরেজ ক্ষণবিলম্ব না করিয়া অসি উন্মুক্ত করে। এ সম্বন্ধে ইংরেজের তুলনা নাই।

আমাকে সন্ধি সম্বন্ধে লেখা পড়া করিয়া যে একখানি কাগজ পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহা আমি পাঠাইতেছি। ইহা আপনার ইচ্ছামত লিখিত এবং আমার স্বহস্তে স্বাক্ষরিত ও মোহরাঙ্কিত করা হইয়াছে। যাঁহাকে আমরা উভয়ে পূজা করি, সেই ঈশ্বরকে সাক্ষ্য করিয়া বলিতেছি যে, আপনি যদি আজীবন আপনার অঙ্গীকারমত চলেন, তাহা হইলে আমি ও ইংরেজ জাতি,

আপনার সহিত যে সন্ধি করা হইয়াছে, তাহা রক্ষা করিতে যথা-সাধ্য চেষ্টা করিব। যদি না করি, তাহা হইলে ঈশ্বর আমাকে সাজা দিবেন। আর অধিক কি লিখিব? আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি দীর্ঘ জীবন ও প্রভূত সম্পদ লাভ করুন।

আমি চার্লস ওয়াটসন্, ঈশ্বর এবং যীশুখৃষ্টকে প্রত্যক্ষ জানিয়া ব্রিটিশ সম্রাটের পক্ষ হইতে শপথ করিতেছি যে, ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের ৯ই তারিখে ও সুবাদারের সহিত ইংরাজের যে সন্ধি সংস্থাপিত হইল, তাহার আমি প্রত্যেক সর্ত্ত মানিয়া চলিব এবং যদবধি সুবাদার তাঁহার অঙ্গীকারমত কার্য্য করিবেন, এবং ঐ সন্ধি-সর্ত্ত মানিয়া চলিবেন, তদবধি আমরা তাঁহার শত্রুকে আমাদিগের শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিব এবং আবশ্যক হইলে আমরা সাধ্যমত তাঁহার সাহায্য করিব।

আডমিরালের পত্র।

১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ।

উমিচাঁদের দ্বারা আপনি যে সকল বিষয় বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তিনি আমাকে উহার সমুদায় বলিয়াছেন। বুসীর কর্ত্তৃত্বাধীনে একদল ফরাসী নৌ-সেনা ও বড় একদল স্থল-সেনা আসিবার বার্ত্তা আপনি যাহা পাইয়াছেন, তাহা আমার বিবেচনায় সত্য বোধ হইতেছে। আমি ইহাও শুনিয়াছি যে, তাহারা আমাদিগের সহিত শত্রুতাচরণ করিতে এখানে আসিতেছে। তাহাদিগকে এখানে আসিতে নিবারণ করিতে আপনি যে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া-

ছেন, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তাহাতে আমার কদাচ যত্নের ত্রুটি হইবে না। আর আপনি যখনই আমাদিগকে এইরূপ বিষয়ে অনুরোধ করিবেন, তখনই তাহা আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত প্রতিপালন করিব। ইহাতেই আপনি জানিতে পারিবেন, আমরা আপনার প্রকৃত বন্ধু কিনা। যাহা আপনার কোপ-দৃষ্টিতে পড়িয়া একবার ধ্বংশপ্রায় হইয়াছিল, তাহা আপনার শুভদৃষ্টিতে আবার বৰ্দ্ধিত হইবে। লাট সাহেবের পক্ষ হইতে ওয়াট সাহেবকে আপনার নিকট প্রেরণ করা যাইতেছে। আমি আশা করি, তিনি যে সকল বিষয় যাচ্ঞা করিবেন, তাহা পূরণ করিতে আপনি কুণ্ঠিত হইবেন না।

নবাবের পত্র।

১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ।

দেশের মধ্যে বিবাদবিসম্বাদ মিটাইবার জন্যই আমি ইংরেজদিগের সহিত এই সন্ধি করিয়াছি যে, তাঁহারা ব্যবসায়-বাণিজ্যাদি পূর্ব্বের ন্যায় চালাইবেন। আপনি সেই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং আপনিও সে বিষয়ে একটা লেখা পড়া করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে প্রতীয়মান হইতেছে যে, হুগলীর সন্নিকটস্থ ফরাসীদিগের কুটী লুণ্ঠন করিবার এবং তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার আপনার অভিপ্রায় আছে। দেশের মধ্যে পরস্পর দুই দলে গোলযোগ উপস্থিত করা সর্ব্বনীতিবিরুদ্ধ। টাইমুরের সময় হইতে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত কেহ কখন শুনে নাই, ইউরোপীয়বাসিগণ পরস্পর বিবাদ করিয়াছেন। আপনি যদি ফরাসী কুঠী

লুট করিতে মনস্থ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার প্রভুর পক্ষ হইতে আমাকে সৈন্যের দ্বারা তাহাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে। সম্প্রতি যে সন্ধি করা হইয়াছে, তাহা ভঙ্গ করিতে আপনি উদ্যত হইয়াছেন। এককালে মহারাষ্ট্রীয়েরা এদেশ আক্রমণ করিয়াছিল এবং অনেক দিন ধরিয়া যুদ্ধ চালাইয়াছিল; কিন্তু তাহাদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপিত হইলে, তাহারা কখনও উহা ভঙ্গ করে নাই। অকপটভাবে যে সন্ধি সংস্থাপিত হয়, তাহা ভঙ্গ করা অতিশয় গর্হিত এবং অন্যায়। আপনারা সন্ধিপত্রে যেরূপ অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা আপনাদের মানিয়া চলা উচিত এবং দেশে যাহাতে কোনরূপ গোলযোগ না হয়, সে বিষয়ে সাবধান থাকা উচিত এবং আমিও আমার অঙ্গীকারমত কার্য্য অবশ্য করিব। আমি আমার পক্ষ হইতে বলিতেছি যে,ইংরেজদিগের সহিত যে সন্ধি আমি করিয়াছি, তাহা প্রতিপালন করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব এবং আমি আশা করি, ঈশ্বরানুকম্পায় বোধ হয়, উহা চিরকাল বজায় থাকিবে। আপনারা বোধ হয় শুনিয়াছেন যে, মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সাত বৎসর ধরিয়া আমাদের যুদ্ধ হইয়াছিল; কিন্তু যখন আমরা পরস্পর সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলাম, তখন তাহারা সন্ধি-সর্ত্তানুযায়ী চলিয়াছিল এবং কখনও উহা হইতে বিচলিত হয় নাই। আপনাদিগের আগেকার সন্ধি মানিয়া চলা, আমাদিগের সহিত যুদ্ধ না করা এবং আমাদিগের এবং অন্যান্য ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের সহিত কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত করিয়া দেশের শান্তি ভঙ্গ না করা একান্ত উচিত।

আডমিরালের পত্র।

২১শে ফেব্রুয়ারি ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ।

আপনার ১৯শে তারিখের পত্র আমি আজ সকালে পাইয়াছি। পত্রে দেখিলাম যে, এদেশীয় ফরাসীদিগের সহিত আমাদিগের যুদ্ধ করা আপনি অন্যায় বিবেচনা করেন। আমি যদি আগে জানিতাম যে, আপনি ইহাতে রুষ্ট হইয়াছেন, তাহা হইলে কখনই আমি গঙ্গার উপকূলবর্ত্তী ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধ বাধাইয়া আপনার দেশের শান্তিভঙ্গ করিতাম না। এক্ষণে যদি তাহারা আমাদিগের সহিত আর প্রতিযোগিতাচরণ করিবে না, এইরূপ মর্ম্মে একখানি অঙ্গীকার-পত্র লিখিয়া দেয় এবং আপনি (বাঙ্গালার সুবাদার) যদি ঐ অঙ্গীকার-পত্রে তাহাদিগের জামিন স্বাক্ষর স্বরূপ করেন ও আমার অনুপস্থিতিতে আমাদিগের উপনিবেশগুলি তাহাদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন, তাহা হইলে আমরা আর কখন তাহাদিগের কুঠী লুণ্ঠন কিম্বা তাহাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গমন করিব না। আমি বিশ্বাস করি যে, আপনি জ্ঞাত আছেন যে, ইংরেজদিগের ন্যায় বাক্য রক্ষা এবং অঙ্গীকার রক্ষা করিতে আর বোধ হয় পৃথিবীতে কোন জাতি নাই, এবং আমি আপনাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, আমরা আপনার সহিত যে সন্ধি করিয়াছি, সেই সন্ধিসর্ত্তানুযায়ী চলিতে যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিব এবং আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, কর্ণেল কিম্বা কোম্পানীর অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ এই সন্ধির একটি সর্ত্তও ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিবে না।

আপনার সহিত ইংরেজ জাতির যে সন্ধি করা হইয়াছে, সেই

সন্ধিপত্র আমি স্বহস্তে মোহরাঙ্কিত করিয়াছি এবং আমি ঈশ্বর এবং যীশুখৃষ্টের সমক্ষে যে অঙ্গীকার একবার করিয়াছি, সেই অঙ্গীকার অনুসারে নিশ্চয় করিয়া আমাদিগের পক্ষ হইতে বলিতেছি যে, আমি ঐ অঙ্গীকার রক্ষা করিতে যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিব এবং আমি বিশ্বাস করি যে, আপনিও ঐ সন্ধির একটি সর্ত্তও ভঙ্গ করিবেন না। আমি আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, ফরাসীরা আমাদিগের সহিত আর কোনরূপ গোলযোগ করিবে না, এই বিষয়ে যদি আপনি জামিন থাকেন, তাহা হইলে আমরাও আর ফরাসীদিগের বিপক্ষে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া আপনার দেশের শান্তিভঙ্গ করিব না। *

নবাবের পত্র।

২০শে ফেব্রুয়ারি ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ।

আমি কল্য আপনাকে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহা বোধ হয় আপনি পাইয়াছেন। ইতিমধ্যে আমি ফরাসী উকিলের নিকট শুনিলাম যে, তাহাদিগের পাঁচ ছয়খানি রণতরী নদীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এবং আরও জাহাজ আসিবার কথা আছে। তিনি বলিলেন যে, বর্ষবাদে আপনি আমার ও আমার প্রজাবর্গের বিরুদ্ধে শত্রুতাচরণ করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন। ইহা কখন ভদ্র সৈনিকের ন্যায় ব্যবহার নহে। সৈনিক পুরুষ কখনও তাহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না। যদি আপনার সরল ব্যবহার করিতে এবং সন্ধি বজায় রাখিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে শীঘ্রই নদী হইতে যুদ্ধের জাহাজগুলি স্থানান্তরিত করুন। সেইরূপ করিলে আমার

* আড্‌মিরালের পত্র পাইবার পূর্ব্বে নবাব নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছিলেন।

পক্ষে কোন ত্রুটী পাইবেন না। সন্ধি করিয়া এত শীঘ্র ভঙ্গ করা কখনই সৎ লোকের কার্য্য নহে। মহারাষ্ট্রীয়েরা খৃষ্টধর্ম্ম মানে না, অথচ তাহারা সন্ধি কখন ভঙ্গ করিতে জানে না। অতএব ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে,আপনি এতদূর উন্নত হইয়া, ঈশ্বর এবং যীশুখৃষ্টকে সাক্ষ্য মানিয়া, যে সন্ধি করিয়াছেন, তাহা ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

আডমিরালের পত্র।

২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ।

আপনার ২০শে তারিখের পত্র আমি দুই দিবস পূর্ব্বে পাইয়াছি। কিন্তু ইংলণ্ডে চিঠি লিখিবার দরুণ ব্যস্ত থাকাতে আমি এতাবৎকাল পর্য্যন্ত উহার উত্তর দিতে পারি নাই। আমরা সন্ধি ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইয়াছি, ইহা আপনি যেরূপ সামান্য কারণে মনে করিয়াছেন, তাহাতে আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। আমার একটিও অন্যায় কার্য্য না দেখিয়া কেবলমাত্র এক জন শঠ লোকের কথার উপর নির্ভর করিয়া আমাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করা অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক। সৈনিক পুরুষ কখন তাঁহার প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হন না। আমার এখানে আসা অবধি, আপনি আমার এরূপ একটিও কার্য্য কি দেখিয়াছেন, যে তাহাতে আমার দ্বারা এরূপ কার্য্য সম্ভব হইতে পারে? আপনি বলিবেন, না। ইংরেজ জাতি জগতে সরলতার জন্য বিখ্যাত এবং আপনি আমার নিকট হইতে সরল ব্যবহার ব্যতীত আর কিছুই পান নাই। যে লোক প্রবঞ্চনা করিয়া মহাশয়ের

নিকট আমার অযথা নিন্দা করিয়াছে, তাহার যথার্থ বিচার করুন। ইত্যবসরে আমি ফরাসীদিগের নিকট তাঁহাদের উকি-লের চরিত্রের বিষয় লিখিয়া পাঠাইয়াছি। তাঁহারা আমার প্রতি এই অন্যায় দোষারোপ সম্বন্ধে আপনাকে লিখিয়া পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আপনি স্থির জানিবেন, আমি সত্য প্রতিজ্ঞা হইতে কখন বিচলিত হইব না। আপনি জানিবেন যে, যে সকল লোক ইহার বিরুদ্ধ কথা রটাইয়া বেড়ায়, আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য।

নবাবের পত্র।

ফরাসীদিগের সম্বন্ধে আপনি যে পত্র পাঠাইয়াছেন, সেই পত্র আমি পাঠ করিয়াছি। আপনি স্থির জানিবেন যে, আমি ফরাসীদিগকে সাহায্য করি নাই কিম্বা করিব না। যদ্যপি তাহারা কোন গোলযোগ উপস্থিত করে কিম্বা আমার সাম্রাজ্যে কোনরূপ শত্রুতাচরণ করে, তাহা হইলে আমি সসৈন্য তাহাদিগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিব এবং তাহাদিগকে বিশেষরূপে শাস্তি দিব। আমি শুনিয়াছিলাম যে, আপনি চন্দননগর আক্রমণ করি-বেন। তাহা ঠিক কি না তাহা জানিবার জন্য আপনাকে পত্র লিখিয়াছিলাম। আমাদিগের প্রজারক্ষণ করিবার বাসনায় আমি তথায় সৈন্য পাঠাইয়াছিলাম, ফরাসীদিগকে সাহায্য করা আমার অভিপ্রায় ছিল না। আপনি আমার পত্র পাইয়া যদি চন্দননগর আক্রমণে বিরত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইব। ফরাসীরা আর যাহাতে কোনরূপ উপদ্রব না করে, আমি সেই জন্য তাহাদিগকে পত্র লিখিয়াছি এবং আমি বিশ্বাস

করি যে, তাহারা আমার কথা রাখিবে। ফরাসীদিগের সহিত আপনার যে সন্ধি হইবে, আমি সেই সন্ধিপত্র আনিতে একজন সম্ভ্রান্ত লোককে পাঠাইব এবং আমার খাতায় উহা রেজেষ্টরি করিতে অনুমতি দিব। ইংরেজদিগের সহিত বন্ধুত্ব করা ব্যতীত আর আমার কিছুই উদ্দেশ্য নাই। ঈশ্বরানুকম্পায় আমি যে কার্য্য করিতে মনস্থ করিয়াছি, সেই কার্য্য আপনি বোধ হয় উচিত বিবেচনা করিবেন এবং সেই কার্য্য অবশ্য সাধিত হইবে এবং কখন বিফল হইবে না। আপনিও আপনার সন্ধি ও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে যতদুর সাধ্য চেষ্টা করিবেন এবং নীচ লোকের কথায় বিশ্বাস করিবেন না। যদ্যপি আপনার কোন বিষয় লিখিবার অভিপ্রায় থাকে, তাহা হইলে আমাকে লিখিবেন, আর কাহাকেও লিখিবেন না। আমি আপনাকে সরল ভাবে উহার উত্তর দিব।

দিল্লীসম্রাটের সৈন্যগণ এই প্রদেশাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, এই সমাচার পাইয়া আমি পাটনাভিমুখে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধাভিপ্রায়ে যাইতেছি। যদ্যপি এই বিপদের সময় প্রকৃত বন্ধুর ন্যায়, আপনি আমাকে সাহায্য কবেন, তাহা হইলে আমি আপনার সৈন্যগণকে, যতদিন তাহারা আমার নিকট থাকিবে, ততদিন বেতন স্বরূপ মাসিক এক লক্ষ টাকা দিব। শীঘ্র উত্তর লিখিবেন।

আডমিরালের পত্র।

আমি এই মাত্র আপনার পত্র পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। আপনি যেরূপ সহজে ফরাসীদের কথায় বিশ্বাস করেন,

তাহাতে আমার সংশয় হইয়াছিল যে, আমাদিগের অপেক্ষা ফরাসীদের উপর আপনার বেশী টান। কিন্তু আপনার পত্র আমার সকল সন্দেহ দূর হইয়াছে। আজ হইতে আপনাকে একজন অকপট ও সরল বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিব এবং প্রতি-দিবস আমার অকপট বন্ধুত্বের নিদর্শন দেখাইতে চেষ্টা করিব।

আপনার ইচ্ছানুসারে আমি ফরাসীদিগকে আক্রমণ করি নাই। তাহাতেই আপনি বুঝিয়াছেন, গুরুতর প্রয়োজন না হইলে, এ সম্বন্ধে আপনাকে আর কোন কথা বলিব না। এক্ষণ যাহা বলি, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা মনোযোগের সহিত শুনুন। আপনার পত্র পাইয়াই আমি ফরাসীদিগকে আক্রমণ করিবার বাসনা পরিত্যাগ করি; পরন্তু যাহাতে তাঁহারা নিরপেক্ষভাবে বন্ধুত্ব করেন, তৎসম্বন্ধে সন্ধি করিবার জন্যে অনুরোধ করি; অধিকন্তু বন্দোবস্ত মীমাংসা করিবার জন্যে লোক পাঠাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এক রকম একটা স্থির সিদ্ধান্ত হইলেও, ফরাসী প্রতি নিধিরা বলেন, আমি চলিয়া যাইলে পর, তাঁহাদের কোন শক্তিশালী নূতন সেনাধ্যক্ষ আসিলে, সন্ধি-সর্ত্তে কাজ চলিবে না। অতএব মহাশয় বুঝিতেছেন যে, এরূপ লোকেদের সহিত সন্ধি করা কত দুরূহ ব্যাপার আমার হাত পা বাঁধা রহিল। তাঁহারা যেরূপ ইচ্ছা আমার উপর অত্যাচার করিলে, আমার একটিও কথা বলিবার ক্ষমতা থাকিবে না। তাঁহারা পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে, মনসিয়ার বুসি বড় একদল সৈন্য লইয়া এখানে আগমন করিতেছেন। তিনি আসিয়া আমাদিগকে না আপনাকে আক্রমণ করিবেন? এরূপ স্থলে আমি আমাদিগের কুঠী পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে মহাশয়ের সাহায্যার্থ পাটনায় যাই? শত্রুকে পশ্চাতে

রাখিয়া যাওয়া অতি মূঢ়ের কার্য্য। বুসি যখন আসিয়া পৌঁছিবেন, তখন আপনি এখানে থাকিবেন না; সুতরাং আপনার পক্ষে তখন আমাদিগকে সাহায্য করা নিতান্ত অসম্ভব হইবে; আর আমরাও আত্মরক্ষণে সমর্থ হইব না। এক্ষণে যদি আমরা পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইয়া চন্দননগর হস্তগত করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা অনেকটা নিশঙ্ক হইতে পারিব এবং এরূপ হইলে আমরা আমাদিগের প্রত্যেক লোক দ্বারা মহাশয়ের সাহায্য করিতে পারিব; পরন্তু পাটনা কি দিল্লী পর্য্যন্তও মহাশয়েব সঙ্গে যাইতে পারিব। আমরা কি প্রতিজ্ঞা করি নাই, পরস্পরের শত্রুকে পরস্পরে শত্রু-জ্ঞান করিব? সে প্রতিজ্ঞা যদি ভঙ্গ করি, তাহা হইলে ঈশ্বর অবশ্যই আমাদিগকে সাজা দিবেন। অধিক আর কি লিখিব, পত্রের শীঘ্র উত্তর প্রদানে বাধিত করিবেন।

আপনি লিখিয়াছেন যে, দিল্লীরাজের সৈন্যেরা আপনার সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিতেছে এবং আপনি পাটনা-অভিমুখে তাহাদিগের বিপক্ষে যুদ্ধ যাত্রা করিতে যাইতেছেন। এই জন্য আপনি আমাকে প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় সাহায্য করিতে লিখিয়াছেন। আমরা কি আপনার সহিত পূর্ব্বে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হই নাই? আপনি যদি আমার কথানুযায়ী কার্য্য করেন, তাহা হইলে আমিও প্রাণপণে আপনার সাহায্য করিব। আপনি আমার উপর নির্ভর করুন, তাহা হইলে আপনাকে কখন ঠকিতে হইবে না। আপনার যদি আমার উপর সন্দেহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার পূর্ব্ব কার্য্যের বিষয় একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিবেন। তাহা হইলে আর সন্দেহের কোন কারণ থাকিবে না। আমি এক্ষণে আপনাকে ইংরেজ জাতির এরূপ বন্ধু বিবেচনা করি যে,

আপনার নিকট কোন বিষয় গোপন করা অত্যন্ত অনুচিত। অতএব মহাশয়ের জ্ঞাতার্থে আমি নিবেদন করিতেছি, যে সৈন্যদল আমার সহিত আসিবার কথা ছিল, তাহারা এক্ষণে নদীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; আর আপনি একটু মনোযোগ করিলে, তাহারা আপনার সাহায্যার্থে নিয়োজিত হইতে পারে।

আডমিরালের পত্র।

৪ঠা মার্চ্চ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ।

আমি আপনার গতমাসের ২০শে তারিখের পত্রের জবাব প্রেরণ করি। তাহা বোধ করি, আপনি ইতিপূর্ব্বে পাইয়াছেন। এখন আপনি নিশ্চয় বুঝিতে পারিবেন যে, ফরাসী উকীলেরা আপনাকে যে বলিয়াছিল, আমি সন্ধিভঙ্গ করিতে চাহি, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। যদি আমার সৎ উদ্দেশ্যের আর কিছু বেশি প্রমাণ চাহেন, তাহা হইলে আমার সহিষ্ণুতা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। আমি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবার কতদিন পরে আপনি তাহাতে স্বাক্ষর করেন। তাহা আমি সহ্য করিয়াছিলাম। আপনি আমার শত্রু ফরাসীদিগকে লোকবল ও অর্থের দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন। আপনি আমাকে যে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিলেন, আমাদের শত্রু আপনার শত্রু, ফরাসীদিগকে সাহায্য করায় সে প্রতিজ্ঞার বিপরীত কার্য্য করা হইয়াছে। তাহাও আমি সহ্য করিয়াছি। এরূপ করিয়া কি সত্যপ্রতিজ্ঞ বীরপুরুষ তাহাদের বাক্য রক্ষা করেন? কিন্তু এক্ষণে সকল কথা স্পষ্ট করিয়া বলা ভাল। যদি আপনার দেশের শান্তি ভঙ্গ না করিতে এবং প্রজাবর্গকে

দুঃখে এবং কষ্টে না ফেলিতে আপনার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে পত্রপ্রাপ্তির দশ দিবসের মধ্যে সন্ধির প্রত্যেক প্রস্তাব এরূপ ভাবে কার্য্যে পরিণত করুন যে, আমার আপনার বিরুদ্ধে আর কোন কথা বলিবার থাকিবে না। আর আপনি যদি এরূপ না করেন, তাহা হইলে আপনাকে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। আমি পূর্ব্বাপর আপনার সহিত অকপট ব্যবহার করিয়া আসিতেছি এবং এক্ষণে আপনাকে নিবেদন করিতেছি যে, যে সৈন্যদলের অনেকদিন পূর্ব্বে এখানে আসিবার কথা ছিল এবং যাহার কথা কর্ণেল আপনাকে বলিয়াছিলেন, তাহারা শীঘ্রই কলিকাতায় আসিবে এবং আমিও শীঘ্র আরও কিছু বেশি জাহাজ ও সৈন্য আনাইবার জন্য একখানি জাহাজ ইংলণ্ডে প্রেরণ করিব। আমি আপনার দেশে এরূপ সমরাগ্নি প্রজ্বলিত করিব যে, স্বয়ং গঙ্গা আসিলেও তাহা নির্ব্বাপিত করিতে সক্ষম হইবেন না। এই পর্য্যন্ত শেষ। আপনি স্মরণ রাখিবেন যে, যে লোক আপনার কাছে এই অঙ্গীকার করিতেছে, সে আপনার নিকট কিম্বা জগতের অন্য কোন লোকের নিকট তাহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে নাই।

নবাবের পত্র।

৯ই মার্চ্চ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ।

বহু দিবস পূর্ব্বে আপনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার উত্তর আপনাকে প্রেরণ করিয়াছি। আমি যে বিষয় আপনাকে বলিয়াছি, তৎসম্বন্ধে আমাকে শীঘ্র একটী জবাব দিবেন। আমরা পরস্পর যে সন্ধি করিয়াছি তদনুযায়িক কার্য্য করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

হইয়াছি; কিন্তু আমাদিগের হোলীপর্ব্ব উপস্থিত হওয়াতে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। পর্ব্বের সময় মুচ্ছদী ও আমার মন্ত্রিবর্গ দরবারে আসেন না। পর্ব্ব শেষ হইয়া গেলে আমি অঙ্গীকারমত সমস্ত কার্য্য করিব। অতএব বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া আপনি কিছু মনে করিবেন না। আমি কখন অঙ্গীকার ভঙ্গ করি না এবং ইংরেজদিগের সহিত যে সন্ধি করিয়াছি, তাহা ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিব না। আমি আপনাদিগের বন্ধুত্ব ও সাহসের উপর নির্ভর করি। অতএব মহাশয় পাঠান সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধকালে আমাকে সাহায্য দানে বাধিত করিবেন। অধিক আর কি লিখিব?

আমি যে অকপটতাচরণ করিতেছি, মহাশয় তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক স্মরণ রাখিবেন এবং আমি সরলভাবে মহাশয়ের নিকট অঙ্গীকার করিতেছি যে, ইংরেজের সহিত যে সন্ধি করিয়াছি, তাহা কদাচ ভঙ্গ করিব না।

আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে, শত্রুদমনে আপনার সাহায্য করিতে আমি ঈশ্বর সমক্ষে প্রতিশ্রুত হইয়াছি। আমি ফরাসীদিগকে এক কপর্দ্দকও দান করি নাই; আর হুগলীতে যে আমার সৈন্য আসিয়াছিল, তাহা ফৌজদার নন্দকুমারের জন্য। ফরাসীরা কখন আপনার সহিত কলহ করিতে সাহস করিবে না। আমার বিশ্বাস যে, আপনিও আমার সুবেদারীর অন্তর্ভুক্ত গঙ্গার উপকূলবর্ত্তী দেশসমূহে গোলযোগ উপস্থিত করিবেন না।

নবাবের পত্র।

১০ই মার্চ্চ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ।

আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার পত্রের যে জবাব দিয়াছিলেন, তাহা আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্রপাঠে জানিলাম যে, এখন আমার উপর আর সন্দেহ নাই। আপনি আমার বাক্য অনুযায়ী চন্দন-নগর আক্রমণ করিতে বিরত হন এবং তাহাদের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠান। আপনি লিখিয়াছেন যে, চন্দননগরবাসী ফরাসীরা বলে যে, তাহাদের সন্ধি করিবার কোন ক্ষমতা নাই। ফরাসীদিগের এরীতি চিরপ্রসিদ্ধ বটে। একজন কর্ম্মচারী সন্ধি করিল, তাহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী আসিয়া বলিলেন, আমি এ সন্ধির দ্বারা বাধ্য হইব না। অতএব এরূপ লোকদিগের সহিত সন্ধি করিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে? আমি ফরাসী-দিগকে সাহায্য করিবার অভিপ্রায়ে মহাশয়কে তাহাদিগকে আক্র-মণ করিতে নিষেধ করি নাই। শুদ্ধ মাত্র তাহারা আমার প্রজা বলিয়াই, এবং দেশে গোলযোগ হইবে না, এই ভাবিয়াই মহাশয়কে তাহাদের সহিত সন্ধি করিতে বলি। শত্রু যদি ক্ষমাভিক্ষা করে, দয়ালু লোক তাহা দিতে কুণ্ঠিত হয় না। মহাশয় অতিশয় দয়ালু ও সদ্বিবেচক লোক। অতএব আপনার বিবেচনায় যাহা ভাল হয় তাহা করিবেন।

আডমিরালের পত্র।

২৬শে মার্চ্চ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ।

আপনি আমাকে অনেকগুলি পত্র লিখিয়াছেন; কিন্তু আমি চিঠীর কার্য্যে ব্যস্ত থাকাতে তাহার উত্তর দিতে অবকাশ পাই

নাই। সে অপরাধ মহাশয় মার্জ্জনা করিবেন। এক্ষণে অত্যন্ত আনন্দের সহিত মহাশয়কে জ্ঞাত করিতেছি যে, গতমাসের ২৩শে তারিখে দুই ঘণ্টা কাল ঘোরতর যুদ্ধের পর মহাশয়ের আশীর্ব্বাদে এবং ঈশ্বরের অনুকম্পায় আমরা ফরাসিকেল্লা দখল করিয়া লইয়াছি। অধিকাংশ শত্রু আমাদিগের হস্তে বন্দী হইয়াছে। কেবল তাহাদের অল্প সংখ্যক লোক জিনিষপত্র লইয়া পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছে। পলাতকদিগের অনুসরণার্থ একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছি। আমি আশা করি, মহাশয় আমার কার্য্যে রুষ্ট হইবেন না, আর যাহাতে আমার সৈন্যগণ আপনার প্রজাবর্গের অনিষ্ট না করে, তাহার জন্য আমি কড়া হুকুম দিয়াছি।

আমি যে সন্ধি অনুযায়ী ঠিক কার্য্য করিব, তাহা আমি মহাশয়কে অনেকবার বলিয়াছি এবং পরস্পরের শত্রুদমনে সহায়তা করিতে আপনিও প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। অতএব আমার যে সকল শত্রু মহাশয়ের নিকট বাস করিতেছে, তাহাদিগকে জিনিষপত্রসমেত আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

আপনি ড্রেক সাহেব সম্বন্ধে আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার বিষয় আমি তাঁহাকে জানাই। মাণিকচাঁদের নিকট ড্রেক সাহেব আপনার সম্বন্ধে যে সকল অসন্তোষজনক কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতে আপনি তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন, একথা তাঁহাকে (ড্রেক সাহেবকে) জানাই ও আপনার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলি। তিনি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন এবং এক্ষণে আপনি বোধ হয়, তাঁহাকে ক্ষমা করিতে সম্মত হইবেন। ভবিষ্যতে যাহাতে আর এরূপ ব্যবহার না হয়, সে বিষয়ে আমি যত্নবান্ থাকিব।

আপনার এই মাসের ২২শে তারিখের পত্র পাঠে অবগত হইলাম যে, মাণিকচাঁদ বৰ্দ্ধমান বিভাগের রাজস্ব দিতে অসম্মত হওয়াতে আপনি রায় দুর্লভরাম বাহাদুরকে তথায় পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন; তাঁহার যাত্রার কারণ আপনি যখন স্বয়ং নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন আমি আর শঠলোকের কুমন্ত্রণায় ভুলিব না। আপনার সহিত আমাদিগের বন্ধুত্ব বজায় রাখাই আমার উদ্দেশ্য। আমি কখনও প্রবঞ্চক লোকের কথায় আর বিশ্বাস করিব না। আমাদিগের পরস্পরের ভিতর বিবাদ বাঁধাইয়া দেওয়াই তাহাদিগের উদ্দেশ্য। আপনার রাজ-সভায় আমাদিগের অনেক শত্রু আছে। মহাশয় সদ্বিবেচক লোক, ঐ সকল দুষ্ট লোকের কথার উপর বিশ্বাস করিয়া আমাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিবেন না। যাহাতে ভবিষ্যতে ঐরূপ লোক আপনার সাক্ষাতে আমাদিগের নিন্দা করিয়া আপনাকে প্রতারিত না করিতে পারে, তজ্জন্য আমি মেজরকে আপনার নিকট প্রেরণ করিতেছি। তিনি আপনার নিকট আমার মনোভাব ব্যক্ত করিবেন। তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিলে, আপনাকে আর কখন প্রতারিত হইতে হইবে না। অধিক আর কি বলিব?

আডমিরালের পত্র।

৩১শে মার্চ্চ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ।

চন্দননগর আক্রমণ বিষয়ে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সমস্তই আমি আপনাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছি। মহাশয় আপনার অঙ্গীকার মত কার্য্য করেন নাই শুনিয়া আমাকে পুনরায় পত্র লিখিতে হইল। অঙ্গীকারমত কার্য্য করিবেন বলিয়া আপনি যেরূপ

বারংবার স্বীকার করিয়াছেন, এক্ষণে আপনার সেইরূপ কার্য্য করা উচিত। কোম্পানির যে কামান আপনার নিকট আছে, তাহা আপনি ওয়াট সাহেবকে ফিরাইয়া দিন; আর যে সকল ফরাসী আপনার নিকট আছে, তাহাদিগকে বন্দী করিয়া আমার নিকট প্রেরণ করুন। তাহা হইলে, আমাদের বন্ধুত্ব বজায় থাকিবে এবং আপনার রাজোচিত কার্য্য হইবে। আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে, যে ব্যক্তি ইহার বিপরীত পরামর্শ আপনাকে দেয়, সে আপনার শত্রু। দেশে যুদ্ধ বাধাইয়া দেওয়াই তাহার উদ্দেশ্য। আপনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না করিলে, আমি কখনই আপনার শত্রু হইব না। আপনার সহিত চিরকাল সদ্ভাব রাখিয়া বাস করাই আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য।

আমি যখন এই পত্র লিখিতেছিলাম, তখন শুনিতে পাইলাম যে, পলাতক ফরাসীরা আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। যদি আপনি তাহাদিগকে আশ্রয় দেন, তাহা হইলে আমি এই সিদ্ধান্ত করিব যে, আপনি তাহাদিগের উপর কৃপাদৃষ্টি করেন এবং ইংরেজদিগের সহিত বন্ধুত্ব করা আর আপনার অভিপ্রেত নহে। আপনি কি একবার আমাদের সৈন্যের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পুনরায় সাহায্যপ্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেন নাই?

আডমিরালের পত্র।

২রা এপ্রেল ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ।

(চন্দন নগর।)

আমি শুনিলাম যে, আমাদিগের জাহাজগুলি এখানে রহিয়াছে বলিয়া এবং আমাদিগের সৈন্যগণ হুগলীতে রহিয়াছে বলিয়া,

আপনি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমি দেখিতে পাইতেছি যে, আমাদিগের উপর আপনার রাগ আছে বলিয়া, শত্রুরা বোধ হয় বুঝাইতেছে যে, আমাদের সৈন্যগণ আপনার সহিত যুদ্ধ করণার্থ মুরশিদাবাদ যাইতে মনস্থ করিয়াছে। কিন্তু তাহারা কি জানে না যে, যদি তাহাদের চাতুরী একবার জগতসমক্ষে প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে সবিশেষ লাঞ্ছিত হইতে হইবে? আপনি এই সকল মিথ্যা কথা বিশ্বাস করিয়াছেন শুনিয়া আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। আপনি বীর পুরুষ এবং বীর পুরুষের ইহা জানা উচিত যে, যতদিন আপনার সাম্রাজ্যে আমাদিগের শত্রু থাকিবে, ততদিন তাহাদিগকে অনুসরণ করিতে কখনও আমরা বিরত হইব না। যদ্যপি আপনি আমাদিগের শত্রু-সমূহ ও তাহাদিগের ধনসম্পত্তি আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে আমাদিগের জাহাজ ও সৈন্যগণ কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবে এবং তাহা হইলে আমি জানিতে পারিব যে, আপনি যথার্থই আমাদিগের শত্রুকে আপনার শত্রু বলিয়া মনে করেন।

নবাবের পত্র।

২২শে মার্চ্চ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ।

আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি এবং যাহাতে আমি একবার হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহা সম্পন্ন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। ওয়াট সাহেব যাহা চাহেন, তাহা করিয়াছি এবং যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা ১৫ই তারিখের ভিতর শেষ করিব। এ কথা ওয়াট সাহেব আপনাকে জানাইয়াছেন; কিন্তু তথাপি দেখিতেছি, আপনি

আপনার অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতেছেন। আপনার সৈন্যদল হুগলী, ইন্‌গ্‌লি, বৰ্দ্ধমান, নদীয়া প্রভৃতি স্থানে লুটপাট করিতেছে। এ ছাড়া গোবিন্দরাম মিত্র, রামধন ঘোষের পুত্রের দ্বারা নন্দ কুমারকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, কালিঘাট কলিকাতার অন্তর্ভুক্ত ; সুতরাং এ স্থানটি তাঁহার দখলে থাকিবে। আমার বোধ হয়, এই স্থানটি আপনার অজ্ঞাতসারেই দখল করা হইতেছে। অন্যায় যুদ্ধবিগ্রহে উভয় পক্ষের কতকগুলি সৈন্যনাশ না হয় এবং প্রজাবর্গের অনর্থক উৎপীড়ন না হয়, এই কারণেই আপনার সঙ্গে সন্ধি করিয়াছিলাম। আপনার সঙ্গে আমার বন্ধু-ভাব যাহাতে দিন দিন বৃদ্ধি পায়, সে পক্ষে আপনার চেষ্টা থাকা উচিত এবং আপনার যদি ইহা অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে উক্ত গোবিন্দরাম মিত্র ভবিষ্যতে যাহাতে আর কোন অন্যায় কার্য্য না করেন, এরূপ বন্দোবস্ত করিবেন। আর ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, আমি কথনই সন্ধি ভঙ্গ করিব না। এ বিষয়ে ওয়াট সাহেবের সহিত যে কথাবার্ত্তা হইয়াছে, তাহা আপনি তাঁহার পত্রে অবগত হইবেন।

পুনশ্চ। আমি শুনিতেছি যে, ফরাসীরা দাক্ষিণাত্য হইতে অনেক সৈন্যসামন্ত লইয়া আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিতেছে। যদি আপনি সাহায্যার্থ আমার সৈন্যসামন্ত চাহেন, তবে আমাকে তাহা জানাইবেন। তাহারা আপনার সাহায্যার্থ প্রস্তত রহিল।

আডমিরালের পত্র।

৩রা এপ্রিল ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ।

আপনি অনুগ্রহ করিয়া গত মাসের ২২শে তারিখে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা আমি সবে মাত্র আজ পাইলাম। আপনি এই পত্রের শীঘ্র জবাব দিবার জন্য যেরূপ বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে, আপনি যাহা জানিতে চাহেন, তাহা আমার লিখিত শেষ তিনি তিনখানি পত্রে কিছুই পান নাই। আপনার এই পত্রের উত্তর পাঠাইতেছি। ইহাতে আপনি সমস্ত বিষয় অবগত হইবেন এবং ইহাও বুঝিতে পারিবেন যে, আমি কত শীঘ্র আপনার পত্র প্রাপ্তি স্বীকার করি। আপনি অঙ্গীকার অক্ষুণ্ণ রাখিবেন, ইহা বরাবর জানাইয়া আসিয়াছেন বলিয়া, আমার আশা হইয়াছে যে, আপনি আমার শত্রুদিগকে তাহাদের ধনসম্পত্তি সমেত আমার হস্তে সমর্পণ করিবেন এবং সন্ধিপত্রে উল্লিখিত বিষয়গুলি স্বীকার করিবেন। সন্ধি সম্বন্ধে যাহা বাকি আছে, আপনি ১৫ই তারিখের ভিতর তাহা সম্পন্ন করিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কাল ১৫ই তারিখ। আশা করি, কাল ওয়াট সাহেবের মুখে শুনিতে পাইব যে, আপনি অঙ্গীকার প্রতিপালন করিলেন। আপনি লিখিয়াছেন যে, আপনি যতই আমাদিগের সহিত সন্ধি বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন, আমি ততই তাহার ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিতেছি। আমি বলিতেছি যে, আপনি এ বিষয়ে প্রতারিত হইয়াছেন। সে প্রতারক মাণিকচাঁদ ভিন্ন আর কেহই নহে। আপনি বলেন, আমরা হুগলী, নদীয়া প্রভৃতি স্থান লুঠপাট করিয়াছি। আবার বোধ হয়, মাণিকচাঁদ এই সব স্থানের

রাজস্ব হইতে অব্যাহতি পাইবার প্রার্থনায় আপনাকে আমার নামে মিথ্যা কথা বলিয়াছে। আপনার সহিত সন্ধি হইবার পর আমাদিগের সৈন্যেরা স্থলপথে বাঁকিখুসার হইতে চন্দননগর পর্য্যন্ত গিয়াছিল। তাহারা বর্দ্ধমান পর্য্যন্তও যায় নাই। ফরাসীদিগকে জয় করিবার পর যদিও তাহারা ফরাসীদিগকে অনুসরণ করিবার নিমিত্ত কিছু দূর বেশি গিয়াছিল; কিন্তু আজ্ঞা পাইবামাত্রই তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়াছিল। ইহা হইতে কি আপনি সিদ্ধান্ত করিতে পারেন যে, আমাদিগের সৈন্যেরা হুগলি, ইন্‌গ্‌লি, বর্দ্ধমান, নদীয়া প্রভৃতি স্থানসমূহ লুট্‌পাট্ করিতেছে? সেই জন্যই বলিতেছি যে, আপনি প্রতারিত হইয়াছেন। আমাদিগের উপর আপনার বিরক্তি জন্মানই প্রতারকের উদ্দেশ্য। আমাদিগের নামে এইরূপ মিথ্যা বলিবার আর কি উদ্দেশ্য হইতে পারে? আর গোবিন্দরাম মিত্র যথার্থ আমার অজ্ঞাতসারে এই সকল কার্য্য করিয়াছে। এ সম্বন্ধে আমি তদন্ত করিব।

গোবিন্দরাম মিত্র পুনরায় যাহাতে এরূপ কার্য্য না করে, তজ্জন্য আমি বিশেষ চেষ্টা করিব এবং তাহার এই উপস্থিত কার্য্যের জন্য তাহাকে ভৎর্সনা করিতে কুণ্ঠিত হইব না।

আর বোধ হয় বেশী বলিতে হইবে না, সন্ধি অক্ষুণ্ণ রাখিতে আমার কিরূপ অটল প্রতিজ্ঞা এবং প্রতিমুহূর্ত্তেই আমাদের সদ্ভাব-প্রীতি কিরূপ সম্বর্দ্ধিত হইতেছে। এখন বোধ হয় আপনি আমার কথা বিশ্বাস করিতে পারিবেন এবং আমাকে পূর্ব্বে প্রবঞ্চক বলিয়া যে আপনার ভুল বিশ্বাস হইয়াছিল, উহা বোধ হয়, এখন অপসৃত হইয়াছে। আমি কখন আপনার সহিত প্রবঞ্চনা করিব না। সজ্জন লোক কখন প্রবঞ্চনা করেন না এবং যিনি যথার্থ

বীর তিনি প্রবঞ্চনাকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন। আপনি আমাকে দাক্ষিণাত্য-ফরাসী-বার্ত্তা পাঠাইয়া অতিশয় বাধিত করিয়াছেন এবং আমাকে সময়মত সাহায্য করিবেন বলিয়া যে আশ্বাস দিয়াছেন, তাহার জন্য আমি আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। দাক্ষিণাত্য হইতে যদি ফরাসী এত অধিক সংখ্যক সৈন্য লইয়া আইসে যে, তাহাদিগের সম্মুখীন হওয়া আমাদের পক্ষে দুরূহ হইবে, তাহা হইলে তখন আপনার সাহায্য প্রার্থনা করিব। উপস্থিত আপনি আপনার দেশের শান্তিরক্ষার্থ কয়েদী ফরাসী-দিগকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিন। বন্দী ফরাসীগণ আমার নিকট থাকিলে আগন্তুক ফরাসীগণ আর আমাদিগের সহিত কোনরূপ গোলযোগ করিতে পারিবে না। বন্দী ফরাসীদিগকে যদি আমার নিকট পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে আপনার সততার পরিচয় পাইব। চির-শান্তি সংস্থাপনের এই সুযোগ। যদি আপনি এই সুযোগ নষ্ট করেন, তাহা হইলে উহা পুনরায় ফিরিয়া পাইবেন না। মনুষ্যের কার্য্যের উপর যাঁর অসীম ক্ষমতা, সেই পরম কারুণিক ঈশ্বরই যেন আমাকে শত্রু-জয় করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। আমি যে ন্যায়তঃ যুদ্ধ করিতেছি, তিনিই তাহা দেখিতেছেন এবং আবশ্যকমত আমাকে সাহায্য করিতে-ছেন। আমি যে সকল প্রস্তাব করিয়াছি, তাহা সম্পন্ন করিতে বিলম্ব করিবেন না। ঈশ্বর এবং তাঁহার দূতগণকে সাক্ষী মানিয়া, আপনি আমার শত্রুকে আপনার শত্রু বলিয়া মনে করিবেন বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা রক্ষা করিবার এই উপযুক্ত সময়। আসুন আমরা দুই দলে এক হইয়া যাই। তাহা হইলে আমাদিগের ভিতর চির-শান্তি বিরাজ করিবে এবং আমাদিগের

শত্রুবর্গ আমাদিগকে একত্রীভূত দেখিয়া কখনই আমাদিগের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে সাহস করিবে না। আমি যাহা লিখিলাম, তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন। যাহাতে দেশে একতা ও শান্তি বিরাজ করে, তাহাই আমার আন্তরিক বাসনা। আমার সাধুতার নিদর্শন স্বরূপ আপনাকে জানাইতেছি যে, আমি আমাদিগের জাহাজগুলি কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে আজ্ঞা করিয়াছি। ইহাতে বোধ হয়, আপনি সন্তুষ্ট হইবেন। আর অধিক কি লিখিব ?

নবাবের পত্র।

১৪ই এপ্রিল ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ।

আপনার পত্র অনেকবার পাইয়াছি। আপনি শারীরিক ভাল আছেন জানিতে পারিয়া আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি আপনার সমস্ত পত্রের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিয়াছি। আপনার সন্তোষের জন্য এবং আমরা একজনের শত্রুকে অপরের শত্রু বলিয়া মনে করিব বলিয়া আমাদিগের পরস্পরের যে সন্ধিসর্ত্ত হইয়াছে,তাহা প্রতিপালন করিবার জন্য আপনাকে জানাইতেছি যে, আমি ল সাহেব এবং তাঁহার সমস্ত অনুচরবর্গকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছি এবং আমার নায়েব ও ফৌজদারদিগকে বিশেষরূপে সতর্ক করিয়া দিয়াছি যে, তাহারা যেন ফরাসীদিগকে আমার রাজ্যের কোন অংশে থাকিতে না দেয়। আমি প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আপনাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। যদি ফরাসীরা বহুসংখ্যক কিম্বা অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া

আপনার বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে আইসে, তাহা হইলে ঈশ্বর এবং তাঁহার দূতগণকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে, আপনি পত্র লিখিবা-মাত্রই, আমি সসৈন্য আপনার সাহায্যার্থে গমন করিব। আপনি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি আমার পত্রে এবং সন্ধি-পত্রে যে সর্ত্ত স্বীকার করিয়াছি, তাহা পালন করিতে যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিব। আপনি যে ফরাসীকুঠী ও বাণিজ্য-দ্রব্যের কথা লিখিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য শুনুন। আমি শুনিতেছি, ফরাসী বণিকদল দেশীয় লোকদিগের নিকট হইতে টাকা ধার করিয়াছে এবং তাহাদিগের হস্তে আমার প্রজার অনেক টাকা পড়িয়া রহিয়াছে। আমি যদি ফরাসীদিগের ধনসম্পত্তি আপনার নিকট পাঠাইয়া দিই, তাহা হইলে তাহাদিগের পাওনাদারদিগকে কি বলিয়া বুঝাইব? আপনি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধু। আপনি আমাকে সৎ পরামর্শ দিয়া বাধিত করুন।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং এখনও পর্য্যন্ত বলিতেছি যে, ইংরেজদিগের যদি যথার্থ বাণিজ্য করিবার অভিপ্রায় থাকে, তাহা হইলে আপনি আর কপট লোকের দ্বারা চালিত হইয়া অঙ্গীকার-বিরুদ্ধ প্রস্তাব করিবেন না। শান্তিভঙ্গ করা ভিন্ন এই সকল কপট লোকের আর কিছুই উদ্দেশ্য নহে। আমার স্বহস্তে লিখিত ও মোহরাঙ্কিত অ ীকার-পত্র ত আপনাদিগের হস্তে রহিয়াছে। যদ্যপি আপনাদিগের কলহ করিবার অভিপ্রায় না থাকে, তাহা হইলে আমাকে কোন বিষয় লিখিবার আবশ্যক হইলে, আপনার সেই সন্ধিপত্র একবার দৃষ্টিপাত করিবেন।

ওয়াট সাহেবের মুখে আপনি অন্যান্য বিষয় জানিতে পারিবেন। অধিক আর কি লিখিব? যদ্যপি আপনার যথার্থ সন্ধি

বজায় রাখিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে সন্ধি-সর্ত্তের বিরুদ্ধ হয়, এমন কোন পত্র লিখিবেন না।

আডমিরালের পত্র।

১৯শে এপ্রেল ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ।

আপনার এই মাসের ১৪ই তারিখের পত্র পাইয়া জানিতে পারিলাম যে, আপনি আমার পূর্ব্ব পত্রগুলি পাইয়াছেন। আমার পূর্ব্ব পত্রগুলির সময়মত উত্তর না দেওয়াতে আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, আপনার আমাদিগের জাতির উপর পূর্ব্বে যেরূপ সখ্য-ভাব ছিল, তাহা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। আমার পদ-গৌরবের সম্মানার্থ পত্রের শীঘ্র শীঘ্র উত্তর দেওয়া উচিত ছিল। আপনার এ সম্বন্ধে তাচ্ছল্য ভাব আমাদিগের স্বদেশীয় রাজাকে অপমান করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। তিনিই আমাকে প্রজাদিগের কষ্ট দূরীকরণার্থ ভারতবর্ষে পাঠাইয়াছেন।

আমি আপনার পত্র পাঠ করিয়া নিম্নলিখিত বিষয়টি অবগত হইলাম। আপনি লিখিয়াছেন যে, আমাদিগের সন্তোষবিধানার্থ এবং একের শত্রুকে অপরের শত্রু মনে করিব বলিয়া আমরা পরস্পর যে অঙ্গীকার করিয়াছি, সেই অঙ্গীকার প্রতিপালন করিবার নিমিত্তে আপনি ল সাহেবকে তাহার অনুচরবর্গের সহিত দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন এবং বিশেষরূপে নিষেধ করিয়াছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। আপনি যে আমাদিগের উপর কৃপা-দৃষ্টি করেন, কোম্পানির কর্ম্মচারী এবং ওয়াট সাহেব তাহার বিষয় আমাকে সদা সর্ব্বদা লিখিয়া থাকেন। তিনি যে সকল

বিষয়ের কথা লিখিয়া থাকেন, তাহা কখন কার্য্যে পরিণত হয় নাই এবং আপনি ১লা রাজব (২২শে মার্চ্চ) তারিখের পত্রে যে বিষয় লিখিয়াছেন, তাহাও এখন পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হয় নাই। আপনি ঐ পত্রে ১৫ই তারিখের ভিতর সমস্ত সন্ধিসর্ত্ত স্বীকার করিবেন বলিয়া লিখিয়াছিলেন। আপনি কি সমস্ত সর্ত্ত স্বীকার করিয়াছেন? বোধ হয়, না। তাহা হইলে, আপনার কার্য্যগুলি অঙ্গীকার-বিরুদ্ধ দেখিয়া, আপনার সকল কথায় কেমন করিয়া বিশ্বাস করিতে পারি? যখন আপনি ল সাহেব এবং তাঁহার অনুচরবর্গকে পাটনায় যাইবার নিমিত্ত পরওয়ানা দিয়াছেন, আপনি যে ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করিবেন, তাই বা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিতে পারি? এই কি বন্ধুত্বের নিদর্শন? এইরূপে কি আপনি আমাকে সাহায্য করিবেন? আপনি একরূপ বলিয়া অন্যরূপ কার্য্য করেন। আপনি আমাকে সাহায্য করিবেন বলিয়া আমার শত্রুবর্গকে আশ্রয় এবং বারুদ প্রভৃতি যুদ্ধের উপকরণ সামগ্রী প্রদান করেন নাই কি? আপনি কি তাহাদিগকে তিনটি কামান লইয়া যাইতে অনুমতি দেন নাই? আপনি ফরাসীদিগের ধন-সম্পত্তি তাহাদিগের পাওনাদারদিগকে দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। তাহা অতি উত্তম হইয়াছে। ধনসম্পত্তিকে আমি তুচ্ছ বলিয়া জ্ঞান করি এবং উহার নিমিত্তে আমি ভারতবর্ষে আসি নাই। আমি অনেকবার বলিয়াছি এবং এখন পর্য্যন্ত বলিতেছি যে, যতদিন পর্য্যন্ত একজন ফরাসী এদেশে থাকিবে, ততদিন আমি তাহাকে অনুসরণ করিতে বিরত হইব না। কিন্তু যদ্যপি তাহারা স্বয়ং আসিয়া আত্ম-সমর্পণ করে, তাহা হইলে আমি তাহাদিগের উপর

দয়া প্রদর্শন করিব। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, যাহার আমার হস্তে পড়িয়াছে, তাহারা সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে। এইরূপ দয়া-প্রদর্শন করা কিন্তু যুদ্ধের রীতি নহে।

যদ্যপি আপনি অঙ্গীকারের বিষয় বিস্মৃত হইয়া না থাকেন, তাহা হইলে আমার নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি অনুমোদন করিবেন। কাশিমবাজারে শীঘ্রই আমাদিগের সৈন্য যুদ্ধ-যান করিবে এবং ঐ স্থানটি সৈন্যব্যূহ দ্বারা যথোচিত বেষ্টিত হইলেই, আমি ইচ্ছা করি, আপনি পাটনাতে স্থলপথে দুই সহস্র সৈন্যের নিরাপদে পৌঁছিবার জন্য একখানি দস্তক দিবেন। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, ঐ সৈন্য-যাত্রাকালে তদ্দেশবাসীদিগের উপর কোনরূপ অত্যাচার করিবে না। ফরাসীদিগকে অবরোধ করা এবং আপনার রাজ্যে শান্তি সংস্থাপন করাই এই সৈন্য পাঠাইবার একমাত্র উদ্দেশ্য। যতদিন ফরাসীদিগের সহিত আমাদিগের যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিতে থাকিবে, ততদিন আপনার রাজ্যে শান্তির সম্ভাবনা নাই। পাটনায় সৈন্য পাঠাইবার দরুণ, আপনার প্রজাবর্গের কোন অনিষ্টপাত হইবে, যদি এরূপ আশঙ্কা করেন, তাহা হইলে ঐ সৈন্যদলের সঙ্গে আপনার বিশ্বস্ত কয়েকজন হরকরা পাঠাইতে পারেন। তাহারা সময়ে সময়ে সৈন্য-দলের ন্যায় অন্যায় আচরণের বিষয় আপনাকে জ্ঞাত করিতে পারিবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন যে, তাহাদিগের নিকট হইতে কোন মন্দ খবর শুনিতে পাইবেন না।

কোম্পানীর অধিকারে যে কামানগুলি আছে, তাহা না পাঠাইয়া ওয়াট সাহেবকে কেবল দশটি কামান পাঠাইলেন কেন? আপনি মনে করিতেছেন, কোন স্বার্থপর দুষ্ট লোকের পরামর্শে

আমি আপনার নিকট অঙ্গীকার বিরুদ্ধ কোন অযথা প্রস্তাব করিয়াছি। তদুত্তরে আমায় বলিতে সাহস দিন যে, আমি এপর্য্যন্ত অঙ্গীকারবিরুদ্ধ কোন প্রস্তাব করি নাই এবং আপনি ইহাও জানিবেন যে, স্বার্থপর দুষ্ট লোকের পরামর্শ গ্রহণ করা আমি অযশস্কর মনে করি। আপনি অঙ্গীকার মানিয়া চলিবেন। এতদ্ব্যতীত অধিক কিছু আপনার নিকট প্রত্যাশা করি না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আপনাকে অঙ্গীকার-প্রতিপালনে শৈথিল্য প্রকাশ করিতে দেখিব, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ বিষয়ে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে বাধ্য হইব। আপনাকে এরূপ লিখিলে, যদি বিরক্তি বোধ করেন, তবে অঙ্গীকারানুরূপ কার্য্য করিয়া আমাকে ওরূপ ভাবে লেখা হইতে বিরত হউন। আপনি লিখিয়াছেন যে, আমাকে পত্র লিখিবার পূর্ব্বে আমাদের অঙ্গীকার-পত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। তদুত্তরে আমি বলি যে, তদ্বিষয়ে আমার বিশেষ লক্ষ্য আছে। সন্ধিপত্রের বিরুদ্ধ প্রস্তাব আমি কখন করিয়াছি, যদি আপনি দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে আমার ভ্রম স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। যতদিন পর্য্যন্ত তাহা দেখাইতে না পারেন, ততদিন পর্য্যন্ত আপনি যে আমার প্রতি অযথা দোষারোপ করিতেছেন, তাহাই প্রমাণিত হইবে।

দেশের শান্তি-রক্ষা করা ব্যতীত আমার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য নাই। কতকগুলি অর্থ সংগ্রহ করা আমি ঘৃণাজনক বোধ করি। স্বর্ব্বান্তর্য্যামী ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া আমি বলিতেছি যে, আমি যাহা লিখিতেছি, তাহা সত্য ভিন্ন মিথ্যা নহে। এই জন্য আপনাকে বলিতেছি যে, দেশের শান্তি-রক্ষা করা যদি আপনার বাঞ্ছনীয় হয়, তবে অঙ্গীকার করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবেন

না এবং আমাকে যেন আর আপনার অঙ্গীকার রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিতে না হয়। আপনার রাজ্যে শান্তি বিরাজ করুক; পরম অহিতকর যুদ্ধবিগ্রহ স্থগিত হইয়া বাণিজ্য-ব্যবসায় পুনঃপ্রবর্ত্তিত হউক এবং প্রজাবর্গ শান্তিসুখ উপভোগ করুক। ইহা ভিন্ন আমার অন্য উদ্দেশ্য নাই এবং এই উদ্দেশ্য যাহাতে সফল হয়, আপনিও তাহাই করুন।

নবাবের পত্র।

১৫ই জুন ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ।

প্রতিজ্ঞানুসারে ওয়াট সাহেবকে যাহা যাহা দিবার কথা ছিল, প্রায় সমস্তই দিয়াছি, কিছু অবশিষ্ট আছে। মাণিকচাঁদের সম্বন্ধীয় বিষয়ের প্রায় বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিয়াছি। এ সকল সত্ত্বেও ওয়াট সাহেব, কাশিমবাজার ফ্যাকটরির কাউন্‌সিলের অপরাপর সাহেবগণ, বাগানে হাওয়া খাইবার ছল করিয়া, নিশিযোগে পলায়ন করিয়াছেন। ইহা অবশ্য শঠতাপরিচারক এবং সন্ধিভঙ্গের সূত্রপাত বলিতে হইবে। এই সকল কার্য্য আপনার জ্ঞাতসারে ও পরামর্শানুসারে হইয়াছে বলিয়া আমার উপলব্ধি হইতেছে। এই প্রকার যে হইবে, আমি এক রকম ভাবিয়াছিলাম এবং এই রকম বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে মনে করিয়াই পলাশী হইতে সৈন্যদল প্রত্যাখ্যান করিতে আমার ইচ্ছা ছিল না। আমার পক্ষ হইতে যে সন্ধিভঙ্গ হয় নাই, ইহার জন্যে আমি ঈশ্বরকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিই। আল্লা এবং মোল্লা এ বিষয়ে সাক্ষীস্বরূপ রহিলেন। যিনি প্রথমে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবেন, তিনিই তাঁহার কার্য্যের জন্য শাস্তি পাইবেন।

সন্ধি-সর্ত্ত।

সিরাজুদ্দৌলার সহিত ইংরেজের যে সন্ধিসর্ত্ত হইয়াছিল, স্থানান্তরে তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সন্ধি স্বীকার করিয়া কোম্পানী যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা এইখানে প্রকাশিত হইল,—

"বাঙ্গালা, বিহার এবং উড়িষ্যার সুবাদার নবাব মুন্সিরুদ্দৌলা শাহকুলীখাঁ মির্জা মহম্মদ হৈবৎজঙ্গ বাহাদুর ... রুক সিরাজুদ্দৌলার সমক্ষে আমরা (ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া বণিক সম্প্রদায়) আমাদিগের লাট সাহেবের সভাসদবৃন্দের স্বাক্ষর করিয়া এই সন্ধিপত্রে অঙ্গীকার করিতেছি যে, এই বণিক সম্প্রদায়ের কুঠীর কার্য্য (যাহা নবাবের এলাকাভুক্ত) পূর্ব্বের অঙ্গীকারমত চালান হইবেক, আমরা বিনা কারণে কোন লোকের অনিষ্ট করিব না, নবাবের এলাকাধীন কোন জমিদার, তালুকদার, দস্যু, কিম্বা খুনী লোকের বিচার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব না এবং আমাদের পূর্ব্ব অঙ্গীকার ভঙ্গ করিব না।

আডমিরাল ওয়াটসন, কর্ণেল ক্লাইভ এবং কাউন্সিলের মেম্বর ...ক এবং ওয়াটের সহিত মীর মহম্মদ জাফরখাঁ বাহাদুর নিম্নলিখিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হন,—

আল্লা এবং মোল্লাকে প্রত্যক্ষ জানিয়া শপথ করিতেছি যে, আমি নিম্নলিখিত সন্ধির প্রস্তাব সকল আজীবন মানিয়া চলিব।

১ম। শান্তির সময় নবাব সিরাজুদ্দৌল্লা যে সব সন্ধিসর্ত্ত স্বীকার করিয়াছিলেন, আমি সেই সব সর্ত্ত স্বীকারে অঙ্গীকৃত রহিলাম।

২য়। ভারতবাসী হউন বা ইউরোপবাসী হউন, যিনি ইংর্
জের শত্রু, তিনি আমারও শত্রু।

৩য়। ভারতের স্বর্গ স্বরূপ বাঙ্গলা, বিহার ও উরিষ্যাতে
ফরাসীদিগের যে যে কারখানা ও বিষয়সম্পত্তি আছে, তৎসমুদায়
ইংরেজাধিকারে থাকিবে। পুনরায় আমি ফরাসীদিগকে ঐ তি
প্রদেশে ব্যবসায় করিতে দিব না।

৪র্থ। নবাব কর্ত্তৃক কলিকাতা সহরটি আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত
হওয়ায় ইংরাজের যাহা লোকসান হইয়াছে এবং একদল সৈন্য
রাখিতে তাহাদের যাহা খরচ হইয়াছে, তাহার ক্ষতি-পূরণ স্বরূপ
আমি তাহাদিগকে এক কোটি টাকা দিব (১,২৫০০০০ পাউণ্ড)।

৫ম। কলিকাতাবাসী ইংরেজদিগের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত হওয়ায়
তাহাদিগের ক্ষতি পূরণস্বরূপ আমি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিব
(১২৫০০০ পাউণ্ড)।

৬ষ্ঠ। কলিকাতাবাসী জেণ্টু (হিন্দু), মুর (মুসলমান
এবং অন্য বাসিন্দাদের দ্রব্য জাত লুণ্ঠিত হওয়ায় ক্ষতিপূরণ স্বরূ
বিশ লক্ষ টাকা দিব (২৫০,০০০ পাউণ্ড)।

৭ম। কলিকাতাবাসী আরমেনিয়ান্দের দ্রব্য জাত লুণ্ঠি
হওয়ায় আমি ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সাত লক্ষ টাকা দিব (৮৭,৫০
পাউণ্ড) কলিকাতাবাসী ইংরেজ, হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য জা
দের মধ্যে উক্ত টাকা বিভাগ করিয়া দিবার ভার আডমিরা
ওয়াট্সন, কর্ণেল ক্লাইভ, রজার ড্রেক, উইলিয়াম্ ওয়াট্স্, জে
কিলপাট্রিক, রিচার্ড বেকার প্রভৃতি সাহেব মহোদয়গণের উ
রহিল।

৮ম। পরিখাবেষ্টিত কলিকাতার অন্তর্ভুক্ত জমিদারদিগে

সকল বিষয় সম্পত্তি আছে, তাহা ভিন্ন পরিখার অপর পারে রাজদিগকে বার শত বর্গ হস্ত প্রমাণ জমি দান করিলাম।

৯ম। কলিকাতার দক্ষিণে কুল্পী পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে সকল জমি আছে, তাহা ইংরেজদিগের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হইল এবং তত্রস্থ কর্ম্মচারিগণ অদ্য হইতে ইংরেজের তাঁবে কার্য্য করিতে থাকিবে। অন্যান্য জমিদারদিগের ন্যায় উক্ত কোম্পানি সরকারে কর সরবরাহ করিবেন।

১০ম। যখন আমি ইংরেজদিগের সৈন্যসাহায্য লইব, তখন উক্ত সৈন্যরক্ষার ব্যযভার বহন করিব।

১১ম। হুগলির দক্ষিণে গঙ্গার উপকূলে আমি কোন দুর্গ নির্ম্মাণ করিব না।

১২। আমি উপরোক্ত তিনটি প্রদেশের দখল অধিকার পাইলেই উল্লিখিত টাকা ইংরেজদিগকে কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া দিব।

ইতি তারিখ ১৫ই রমজান, (জুন ১৭৫৭) মিরজাফর খাঁর শাসনের ৪র্থ বৎসর।

সমাপ্ত।